পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 185 Friday, 6 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৮৫ সংখ্যা ✱ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, শুক্রবার, ৬ জুন ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

চতুর্থ থেকে একলাফে তৃতীয়, বাংলায় আরও বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ একটা করে দিন যাচ্ছে, আর করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত শতাধিক। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১০৬ জন। বাংলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছুঁইছুঁই। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এ দফায় রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়াল। রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৮। সারা দেশে পাঁচ হাজারের দোরগোড়ায় আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে সারা দেশে কেরল (১৪৮৭) দিল্লির (৫৬২) পরই বাংলা (৫৩৮)। দেশের মধ্যে কোভিড আক্রান্তের

মানচিত্রে তৃতীয় স্থানে বাংলা। গতকালও কেরল, দিল্লি, মহারাষ্ট্র ছিল এই তালিকায়। আজ দেখা গেল আক্রান্তের নিরিখে কেরল, দিল্লি, পর পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে। এ দিকে, গোটা দেশে পাঁচ হাজারের দোরগোড়ায় আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছতেই সতর্কবিধি জারি করেছে কেন্দ্র। বাজার, ভিড় এলাকা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ। শুধু তাই নয়, করমর্দন-কোলাকুলি না করার নির্দেশ। একই সঙ্গে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাত পরিস্কার, চোখ, নাক, মুখ স্পর্শ করার আগে হাত ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ দিকে, এ রাজ্যের সরকারের তরফে গতকাল অর্থাৎ বুধবারও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা জারি হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জিনোম সিকোয়েন্সিং করতে হবে। স্কুল অফ ট্রপিক্যালে পাঠাতে হবে নমুনা পাঠাতে হবে। শ্বাসকষ্ট উপসর্গ থাকা রোগীদের নজরদারি করতে হবে। প্রয়োজনে টেস্ট করতে হবে। কো-মরবিডিটি যাঁদের রয়েছে তাঁদের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। ফিভার ক্লিনিকগুলির পরিকাঠামো মজবুত করতে হবে।

সন্ত্রাসদমনের পথে নয়া সূচনা!

নিজের বাসভবনে সিঁদুরের চারা পুঁতলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সিঁদুরের চারা পুঁতলেন মোদি। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমেই সেই সচেতনতার বার্তা দিলেন তিনি। একযোগে বোঝালেন সিঁদুর ও পরিবেশের মাহাত্ম্য। মোদি লিখলেন, 'সম্প্রতি যখন গুজরাট সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে কচ্ছে থাকাকালীন আমার সঙ্গে এক দল মহিলা এসে দেখা করেছিলেন। ওনারা ১৯৭১-এর প্রত্যক্ষদর্শী। ওঁদের দাদা, ছেলে, স্বামীরা সেই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ শহিদ হয়েছিলেন। তাঁরাই আমাকে এই সিঁদুরের চারাটা উপহার দিয়েছিলেন। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস, সেই উপলক্ষেই নিজের বাসভবনে এটা বসালাম।' উল্লেখ্য, এই সিঁদুর আসলে সেনা অভিযানের একটা প্রতীক। ঠিক যেভাবে এই চারাটা বড় হয়ে উঠবে, তেমন করেই সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের দিকেই যেন এক ধাপ করে এগিয়ে যাবে ভারত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুধু সিঁদুর চারাই নয়, দিল্লির 'ফুসফুস'কে সতেজ করার উদ্যোগও নিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার, আরাভালি গ্রিন প্রোজেক্টের সূচনা ঘটিয়ে নয়াদিল্লির ভগবান মহাবীর বনস্থলী পার্কে একটি চারা গাছ বসান তিনি। এই নতুন প্রকল্পটির মাধ্যমে দিল্লির পাহাড় এলাকাগুলিকে পুনরায় সবুজে ঢেকে দেওয়া হবে। পরিবেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন প্রকল্পে আরাভালি রেঞ্জের মোট ৭০০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে গাছ বসানো হবে। এই আরাভালি পাহাড় চত্বর মোট চারটি রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত। যথাক্রমে দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাট।

রাজ্যে জাল পাসপোর্ট-আধারের ছড়াছড়ি, সিন্ডিকেট ভাঙাই মূল লক্ষ্য। সিপি মনোজ ভার্মা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৫ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বাড়ছে জাল পাসপোর্ট ও ভুয়ো আধার কার্ড তৈরির প্রবণতা। বিভিন্ন সময়ে এমন নথি বানিয়ে রাজ্যে বসবাস করা বাংলাদেশি এমনকী পাকিস্তানি নাগরিকদের খোঁজ মিলেছে। এতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাও। কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, পুলিশের মূল লক্ষ্য হল - এই জালিয়াতি চক্রের মূল শিকড় উপড়ে ফেলা। সিন্ডিকেট ভাঙাই মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ভুয়ো নথির ব্যবহারকারীদের নয়, এই অপরাধচক্রের মূলচক্রীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুর বডিগার্ড লাইনে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সিপি মনোজ ভার্মা। তিনি জানান, ''জাল পাসপোর্ট ইস্যুতে অতীতেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এখন আরও কড়াকড়ি করা হচ্ছে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায়। যেখানে যেখানে জাল নথির অভিযোগ উঠছে, সেখানেই খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে আসল সত্য।'' এছাড়া, তদন্তে উঠে এসেছে কলকাতার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকেই একসময় ১৩০টি পাসপোর্ট ইস্যু হয়েছিল, যার মধ্যে ১২০টির মালিক

বাংলাদেশের নাগরিক। প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহ, কলকাতা সংলগ্ন কিছু এলাকা থেকেই একটি সুসংগঠিত চক্র এসব জালিয়াতির কারবার চালাচ্ছে। এজেন্টদের মাধ্যমে এই চক্র পুলিশ ভেরিফিকেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নথি তৈরির 'প্যাকেজ ডিল' দেয়। পাসপোর্ট তৈরির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় - এই অভিযোগে তদন্ত জারি রয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডিও এই পাসপোর্ট চক্র নিয়ে তদন্তে নেমেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও জানা যায়নি, অভিযুক্ত বাংলাদেশিরা কাদের মাধ্যমে এই কাজ করিয়েছেন, কত টাকা লেনদেন হয়েছে, এবং ঠিক কীভাবে তারা ভারতীয় নাগরিক পরিচয়ে সরকারি নথি হাতে পেয়েছেন। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন তদন্তের গতিবিধি আরও গতি পাচ্ছে।

কার ফোনে ফোন করে মুখ্যমন্ত্রী অনুব্রতর সঙ্গে কথা বলেছেন? জগন্নাথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ পুলিশকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসার পরও কোনও হেলদোল ছিল না অনুব্রত মণ্ডলের। অডিয়োতে অনুব্রতর মুখে শোনা গিয়েছে অকথ্য ভাষা। দলকে চিঠিতে বুঝিয়েছেন তিনি অসুস্থ, ওষুধ খান, তাই মাথা গরম করে বলে ফেলেছেন। তবে পুলিশের নোটিস পেয়েও থানায় হাজিরা দেননি তিনি। অসুস্থতার যুক্তি দেখিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন পাঁচ দিন। অবশেষে বৃহস্পতিবার বিকেলে থানায় হাজির অনুব্রত। হঠাৎ কি মত বদলে ফেললেন তিনি? তাঁর হাজিরায় প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। এরই মধ্যে বিস্ফোরক দাবি বিজেপি নেতার। এদিন বিকেল ৩টে ২৫ মিনিটে এসডিপিও-র অফিসে হাজির হন অনুব্রত। এরপরই বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েই পুলিশের দুয়ারে গেলেন অনুব্রত। বিজেপি নেতা বলেন, ''দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অভয় পেয়েই আজ অনুব্রত হাজিরা দিয়েছেন। গতকাল (বুধবার) রাতে মুখ্যমন্ত্রী কার ফোনে ফোন করে অনুব্রতর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন? তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন! তারপরই আজ হাজিরা দিয়েছেন অনুব্রত। সাধের কেষ্ট ভাইয়ের কিচ্ছু হবে না।''

আগামী সপ্তাহেই মোদি-মমতা বৈঠক!

প্রাপ্য বুঝে নিতেই কি দিল্লি যাত্রা?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ ৯ তারিখ দিল্লি যাওয়ার সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দু'দিনের জন্য এই সফরে মূলত রাজ্যের বকেয়া আদায় করতেই মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার বকেয়া পরিশোধ করার কথা বলতেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ২০২০ সাল থেকে কেন্দ্রের কাছে বাকি রয়েছে রাজ্যের বকেয়া। একশো দিনের প্রকল্পের টাকার দাবিতে এবার আগেও দিল্লির রাস্তায় সরগরম করেছে তৃণমূল। একশো দিনের কাজের তো বটেই, টাকা বকেয়া রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, আবাস যোজনার টাকাও। সূত্রের খবর, ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। শাসকদলের বক্তব্য, বারবার বকেয়া টাকার দাবিতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কিন্তু তাতে সাড়া মেলেনি। এর আগে রেড রোডেও অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া হয়। আবাস যোজনার টাকাও রাজ্যের তহবিল থেকেই দেওয়া হয়।

কিন্তু তাতে চাপ বাড়ে রাজ্যের ভাণ্ডারে। এদিকে, ৯ তারিখ থেকেই শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। সেখানেও একাধিক জরুরি বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। বিভিন্ন বিল পাশ হওয়ার কথা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ করাটাই স্বাভাবিক। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত যান না, সেটাই অস্বাভাবিক। নীতি আয়োগের মিটিংয়েই তো দেখা গেল, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকলেও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন, ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন, হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন। কেন মুখ্যমন্ত্রী ওই ফোরামটা ব্যবহার করলেন না? কেন নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধি পাঠান না?''

কলকাতা হাইকোর্টে পেলেন অন্তর্বর্তী জামিন, শর্মিষ্ঠাকে নিরাপত্তা দিতে বলা হল পুলিশকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ দু'দিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টে খারিজ হয়ে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠা পানোলির জামিনের আর্জি। তবে আজ চতুর্থবর্ষের এই আইনের ছাত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করল কলকাতার উচ্চ আদালত। আদালত তাঁকে জামিন বন্ড এবং নিরাপত্তার জন্য ১০,০০০ টাকা জমা দিতে বলেছে। শিক্ষাগত কারণ ছাড়া তাঁকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না। এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেই সব বিবেচনা করে শর্মিষ্ঠা পানোলিকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানের জন্যও পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে গুরুগ্রাম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার শর্মিষ্ঠা পানোলিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তাঁকে ৩১ মে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। পুণের আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত আছে এই ধৃত শর্মিষ্ঠার নাম। অভিযোগ উঠেছে যে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন শর্মিষ্ঠা। সেই ভিডিয়োয় এমন কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। অনলাইনে তুমুল ক্ষোভের মুখে পড়েন। সেই বিতর্কের জেরে ওই ভিডিয়ো ডিলিট করে দেন শর্মিষ্ঠা। ক্ষমাও চেয়ে নেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৪ মে ওই ভিডিয়ো পোস্ট করেন শর্মিষ্ঠা। যিনি আদতে কলকাতার আনন্দপুরের বাসিন্দা বলে দাবি করা হয়েছে। পরদিনই (১৫ মে) গার্ডেনরিচ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর থেকে শর্মিষ্ঠার বাড়িতে একাধিক নোটিশ পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই। তিনি জানিয়েছেন, কোনও নোটিশেরই প্রেক্ষিতে সাড়া দেননি শর্মিষ্ঠা। পুলিশ অভিযোগ করে, শর্মিষ্ঠা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গুরুগ্রামে 'পালিয়ে' গিয়েছিলেন। গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতারির পরে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল

তিনদিনের হেফাজতের নির্দেশ। তারপর তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। আর নিম্ন আদালতে জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছিল। পরে কলকাতা হাইকোর্টেও এক দফায় খারিজ হয়েছিল শর্মিষ্ঠার জামিনের আর্জি। তবে আজ তিনি স্বস্তি পেলেন সেই উচ্চ আদালত থেকেই।

পুলিশ অফিসারকে গালাগাল, ৭ দিন পর থানায় হাজিরা 'বেডরেস্ট' অনুব্রতর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৫ জুনঃ অবশেষে বোলপুরের এসডিপিও দফতরে হাজিরা দিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে গালিগালাজ করার ৭ দিন পর থানায় গেলেন 'অসুস্থ' কেষ্ট। অসুস্থতার কারণে গত শনি ও রবিবার পুলিশের নোটিস এড়িয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। টানা পাঁচদিন 'বেড রেস্টে'র পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসক। গতকাল, বুধবার পর্যন্ত ছিল অনুব্রতর সেই বিশ্রামের সময়সীমা। তাই বৃহস্পতিবারই দুপুর ৩টে ২৫ নাগাদ তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা পুলিশি তলবে সাড়া দিলেন। মুখোমুখি হলেন পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের। গত বৃহস্পতিবার বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে হুমকি ও নোংরা গালিগালাজের অভিযোগ উঠেছিল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয় অডিও। তাতে আইসি এবং তাঁর মা ও স্ত্রীর উদ্দেশে অনুব্রতকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শোনা যায়। ওই ঘটনায় কড়া বিবৃতি জানায় তৃণমূল। দলের চাপে পড়ে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়ে নেন

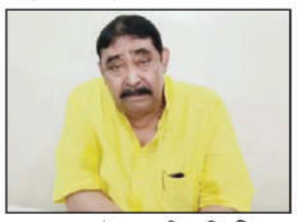

অনুব্রত। একই সঙ্গে বিজেপি কীভাবে ওই অডিও পেল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন কেষ্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাজিরা এড়াতে অনুব্রতর তরফে পুলিশকে যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এদিকে ভাইরাল অডিও কাণ্ডে বোলপুর থানার আইসি আইসি লিটন হালদারের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে আইসির মোবাইল ফোনটিও সিজ করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ পুলিশের নিচুতলার একাংশ কর্মী। তাঁদের অভিযোগ, যিনি হুমকি দিলেন, সাত দিন পরেও তিনি পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে, অথচ যাকে হুমকি দেওয়া হল, হল সেই আইসি কিনা পুলিশের কোপে? ঘণ্টা দুয়েক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপরই মুখে মুচকি হাসি, কোমরের পিছনে দু'হাত জোড় করে গটগট করে বেরিয়ে আসেন তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ধেয়ে আসতেই মাথা নেড়ে ঢুকে পড়েন সেই কালো গাড়ির ভিতর। যার পিছনের আসনে ছিলেন কেষ্টর আইনজীবী। সেখান থেকেই শান্তিনিকেতন রোড ধরে সোজা চলে যান নিজের পার্টি অফিসে। লিফটে করে ওঠেন দোতলায়। বন্ধ করে দেন দফতরের দরজা।

জয়ের উল্লাস কাড়ল ১১ ভক্তের প্রাণ, শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়াল আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ৫ জুনঃ বুধবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের সামনে যা ঘটেছে, তা কল্পনাও করতে পারেনি কেউ। আইপিএল ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিজয় উৎসব পরিণত হল এক মর্মান্তিক ঘটনায়। খেলোয়াড়দের এক ঝলক দেখতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ১১ জন সমর্থক। আহত হয়েছেন অন্তত ৫০ জন। আনন্দের মুহূর্ত মুহূর্তেই রূপ নিল বিভীষিকায়। বুধবার সকাল থেকেই চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের

বাইরে জমতে থাকে মানুষের ঢল। প্রত্যেকেই আশা করছিলেন প্রিয় তারকা বিরাট কোহলি সঙ্গে দলের বাকি সদস্যদের একঝলকের জন্য দেখতে পাবেন। আয়োজকরা আশা করেছিলেন কিছু হাজার লোক আসবে, কিন্তু বাস্তবে হাজির হয়েছিল প্রায় ২ থেকে ৩ লক্ষ মানুষ। অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ব্যর্থ হয় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি সব মিলিয়ে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। এক সময় তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ঘটে প্রাণঘাতী ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মারা যান কয়েকজন, বাকিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আরও মৃত্যুর খবর আসে। এই ঘটনার পর দিন, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু একটি বিবৃতিতে জানায় তাদের গভীর শোক ও সহানুভূতির কথা। তারা ঘোষণা করেছে, নিহত ১১ জন সমর্থকের প্রত্যেকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ তহবিল 'আরসিবি কেয়ার্স'। আরসিবি-র বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঘটনাটি আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। আমাদের সমর্থকরাই আমাদের শক্তি, আর তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই ক্ষতির পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে আমরা পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে চাই, তাদের এই কঠিন সময়ে একটু সাহস ও সহায়তা দিতে চাই।' ঘটনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে কর্ণাটক সরকারও এগিয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া ঘোষণা করেছেন, নিহতদের পরিবারগুলিকে রাজ্যের পক্ষ থেকেও ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি সামলাতে না পারায় বিজয় শোভাযাত্রা বাতিল করতে বাধ্য হন তারা। বিসিসিআই সচিব দেবজিত শইকিয়া এই ঘটনাকে 'গভীরভাবে দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। আরসিবির পক্ষে এই জয় ছিল ঐতিহাসিক-প্রথমবারের মতো তারা আইপিএল ট্রফি জিতেছে। তবে সেই আনন্দের মুহূর্তকে ছাপিয়ে গেছে এই মানবিক বিপর্যয়। যেসব তরুণ প্রাণ চিরতরে নিভে গেল, তারা এসেছিল কেবল তাদের প্রিয় দলের আনন্দ ভাগ করে নিতে। কেউ হয়তো পরিবারকে না জানিয়েই এসেছিল, কেউ বা বন্ধুদের সঙ্গে, খালি হাতে কিন্তু হৃদয়ভরা ভালোবাসা নিয়ে। তাঁদের জীবন এত অপ্রস্তুতভাবে থেমে যাবে, তা কেউ ভাবেনি।

মহুয়া মৈত্র সাত পাকে বাঁধা পড়লেন! জার্মানির রাজপ্রাসাদে রাজকীয় আয়োজন, টের পেল না কেউ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী সাংসদ মহুয়া মৈত্র সম্প্রতি ব্যক্তিগত জীবনে একটি বড় পরিবর্তন ঘটালেন। একদম সাদামাটাভাবে, খবর মিলেছে যে তিনি পিনাকী মিশ্র, ওড়িশার বিজু জনতা দলের প্রাক্তন সাংসদের সঙ্গে বার্লিনে গাঁটছড়া বাঁধলেন। এটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে শোরগোল শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মহুয়া মৈত্রের এই বিয়ে রাজনীতির মাঠে এক নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। মহুয়া মৈত্র তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেত্রী, যিনি ২০১৯ সালে পুরী থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদে আসেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য এবং সাহসী বক্তব্যের জন্য পরিচিত। তার এই দৃঢ়চেতা, বাগ্মী ব্যক্তিত্ব অনেককে মুগ্ধ করেছে। অন্যদিকে, পিনাকী মিশ্র ওড়িশার বিজু জনতা দলের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি পুরী থেকে চারবার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির মঞ্চে এক পরিচিত মুখ। তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার উজ্জ্বল, তবে সম্প্রতি তিনি দলের ভিতরে কিছু বিতর্কের মুখে ছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে, মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্রের সম্পর্কটা অদ্ভুতভাবে এক ধরনের অসম্ভব বোঝাপড়ার দৃষ্টান্ত। দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলেও তারা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছেন। কিছু সময় ধরে তারা একে অপরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগে ছিলেন, যা শেষে প্রেমে পরিণত হয়। অবশেষে, তারা গাঁটছড়া বাঁধলেন। মহুয়া এবং পিনাকী মিশ্রের বিয়ের ঘটনা খুবই চমকপ্রদ, কারণ তারা বিদেশে, বার্লিনে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কোনও ধুমধাম বা জাঁকজমক

ছিল না শুধু পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তারা নিজেদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন। দেশের বাইরে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত অনেকেই চমকে দিয়ে গেছেন। এর পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে, তবে এটি একটি ব্যক্তিগত পছন্দও হতে পারে, যেখানে তারা নিজের মতো করে তাদের নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছেন। পিনাকী মিশ্র পুরী থেকে চারবার লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন এবং তার কর্মজীবনে অনেক সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি বিজু জনতা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে তিনি জনগণের চাহিদা এবং দেশের সেবার জন্য নিবেদিত। তবে, তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে কিছু বিতর্কও রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তার সম্পর্ক একদমই সুস্থ নয়। যদিও দুটি দলের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে, তবে মহুয়া মৈত্র এবং পিনাকী মিশ্রের সম্পর্কের দৃঢ়তা রাজনৈতিক সীমারেখা ছাড়িয়ে যায়। মহুয়া মৈত্রের বিয়ের পর তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। যদিও তার বিয়ের কোনও সরাসরি প্রভাব রাজনীতির মাঠে পড়বে না বলে মনে হচ্ছে, তবুও তার এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে কিছু নতুন প্রশ্ন তুলেছে। তার এই বিয়ের খবর প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি জীবনে মহুয়া মৈত্র একজন সাধারণ মানুষ, এবং তার মতো রাজনৈতিক নেত্রীরও ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে, রাজনৈতিক মহলে কিছু নেতারা মনে করছেন যে, মহুয়া মৈত্রের বিয়ের এই খবর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কিছুটা বদলাতে পারে, বিশেষ করে উড়িশায় বিজু জনতা দলের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে পারে। এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রণকৌশলেও কিছুটা প্রভাব পাতে পারে, যেহেতু মহুয়া মৈত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। রাজনীতির মাঠে এমন সম্পর্কগুলো সাধারণত নজর কাড়ে। মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্রের এই সম্পর্ক কোনও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি হয়নি, বরং এটি তাদের ব্যক্তিগত জীবনের একটি সিদ্ধান্ত। তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজু জনতা দলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছিল, কিন্তু তাদের এই সম্পর্ক সকল ধরনের রাজনীতির উর্ধ্বে গিয়ে তৈরি হয়েছে। এবার দেখে নিতে হবে, কীভাবে তারা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কটা বজায় রাখবেন এবং এই নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক পথচলার দিশা খুঁজে পাবেন। যেহেতু তারা দুজনেই নিজেদের দলের ভিতরে শক্তিশালী নেতৃবৃন্দ, তাদের এই সম্পর্কের প্রভাব দেশীয় রাজনীতির মাঠে কতটা দৃঢ় হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

বসুন্ধরাকে রক্ষার অঙ্গীকার জানিয়ে পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধরিত্রী মাতাকে রক্ষার অঙ্গীকার জানিয়ে বৃস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এদিন সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, আসুন আমরা আমাদের বসুন্ধরাকে রক্ষা করার এবং আমাদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আরও দৃঢ় করি। আমাদের পরিবেশকে আরও সবুজ এবং উন্নত করার জন্য তৃণমূল স্তরে যারা কাজ করছেন তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই বলেন।

মাথায় বন্দুক তাক করা অবস্থায় কোনও আলোচনা হবে নাঃশশী থারুর

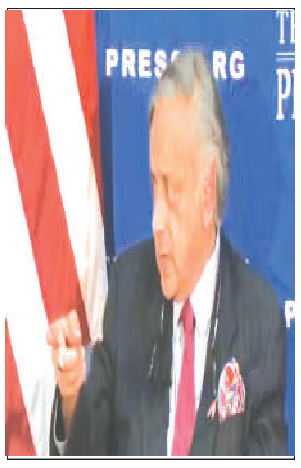

ওয়াশিংটন, ৫ জুন ঃ মাথায় বন্দুক তাক করা অবস্থায় কোনও আলোচনা হবে না। ওয়াশিংটনে এই বার্তা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি বলেছেন, আমি মনে করি আমেরিকা কিছুদিন ধরে বুঝতে পেরেছে, ভারতের খুব স্পষ্ট অবস্থান রয়েছে যে, আমাদের মাথার দিকে বন্দুক তাক করে কোনও আলোচনা হবে না। সমস্যা হল আমরা এমন মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করব না, যারা আমাদের মাথার দিকে বন্দুক তাক করছে।কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের ৫ নম্বর গ্রুপ ওয়াশিংটনের জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি মতবিনিময় অধিবেশনে যোগ দেয়। সেখানে শশী বলছেন, আমি সত্যি বলতে চাইছি, যদি আপনার প্রতিবেশী আপনার বাচ্চাদের কামড়ানোর জন্য এবং আপনার বাচ্চাদের সঙ্গে আরও খারাপ করার জন্য নিজস্ব খারাপ দিক প্রকাশ করে এবং তারপর বলে, চলো কথা বলি। যারা মন্দিরের দিকে বন্দুক তাক করছে তাদের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন না। এমনটা হওয়ার নয়।

যোগীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদীর, শুভকামনা জানালেন অমিত শাহও

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোগীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরপ্র দেশের রূপান্তরের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যা রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। মোদীজীর নেতৃত্বে, উত্তর প্রদেশের ডাবল ইঞ্জিন সরকার দরিদ্রদের উন্নয়ন এবং কল্যাণের সুবিধা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্রদের কল্যাণ ও নাগরিক ক্ষমতায়নে নিবেদিতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজস্ব সরকারকে গরীব কল্যাণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং নিবেদিতপ্রাণ বলে বর্ণনা করেছেন। কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের ১১ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে, দারিদ্র্য থেকে মানুষের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং ক্ষমতায়ন, পরিকাঠামো এবং অন্তর্ভুক্তির উপর জোর দেওয়ার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে মোদী লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, জন ধন যোজনা এবং আয়ুস্মান ভারত-এর মতো উদ্যোগগুলি আবাসন, পরিস্কার রান্নার জ্বালানি, ব্যাংকিং এবং স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি করেছে।তিনি আরও জানান, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর উপর জোর দেওয়ার ফলে স্বচ্ছতা এবং শেষ মাইল পর্যন্ত সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৫ কোটিরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্য দূর করতে এই উদ্যোগগুলির ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যেখানে প্রতিটি নাগরিক মর্যাদার সাথে বসবাসের সুযোগ পাবে।

পরিস্থিতির সাথে সাজুজ্য রেখে ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াসঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ জুনঃ বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সাজুজ্য রেখে ত্রিপুরায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস গ্রহণ করতে চলেছে সরকার। বৃহস্পতিবার মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি লাল্লু।বৃহস্পতিবার মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল হন্দ্র সেনা রেড্ডি লাল্লু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ বিভাস দেব।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অবদান উল্লেখ করেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বলেন, রাজ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে চলছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। সার্টিফিকেট প্রাপ্তি হয়ে গেছে, এখন নিজেকে আরও আপগ্রেড করার পালা। কারণ লক্ষ্যে আপনাদের পৌঁছুতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি পরিশ্রম করতে জানে। তাদের মেধার গভীরতাও অনেক প্রখর এবং বেশি। এই লক্ষ্যেই ২০২০ সাল থেকে দেশে নয়া শিক্ষানীতির প্রচলন শুরু হযেছে। তিনি বলেন, সেই নিরিখে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়াস সরকার গ্রহণ করতে চলেছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এমবিবি বিশ্ববিদ্যালযের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ বিভাস দেব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। এদিন বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মানপত্র তুলে দেন অতিথিরা বলে মনে করেন অনেকেই আজ।

দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিমে উদ্ধারকাজ শুরু

গ্যাংটক, ৫ জুন ঃ দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। পাকিয়ং গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর থেকে বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। চাটেনে আটকে পাা পর্যটকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। দু'টি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার প্রথম উদ্ধার অভিযান সম্পন্ন করেছে, যার মাধ্যমে ৩৯ জনকে চাটেন থেকে পাকিয়ং গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, চিতা হেলিকপ্টার ব্যবহার করে চারজন যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

কর্ণাটক সরকারকে তোপ সম্বিতের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ আরসিবি-র বিজয় উসবে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় কর্ণাটক সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে উভয়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি।বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, বিসিসিআই সভাপতি এবং আইপিএল চেয়ারম্যান বলেছেন, তারা এই ধরণের কোনও ঘটনার কথা জানেন না। আগেও বিজয় মিছিল করা হয়েছে বলেন।

পর্যটন বিভাগে দুর্নীতির তথ্য ফাঁস, মন্ত্রীকে সরাতে রাজ্যপালকে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৫ জুন ঃ রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের অধীনে পর্যটন বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতির এক চমকপ্রদ তথ্য ফাঁস হয়েছে। এই মন্তব্য করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে তদন্ত নিশ্চিত করার আর্জি জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর জন্য অবিলম্বে ইন্দ্রনীল সেনকে তাঁর মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করার দাবি করেছেন শুভেন্দুবাবু। সেই সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন।শুভেন্দুবাবু এক্সবার্তায় বুধবার রাতে লিখেছেন, পর্যটন দফতরের প্রকল্প কর্মকর্তা শুভব্রত প্রামাণিক নামে একজন তথ্য ফাঁসকারী অভিযোগ করেছেন যে মন্ত্রী, তাঁর ওএসডি স্বরূপ মালিকের সাথে মিলে ' লাইন ক্রিয়েশন', ' অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড', ' ক্রিযেশন' এবং ধ্রুবজ্যোতি বোস (সুভো) এবং অরিজি পরিচালিত ' মতো নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ই-টেন্ডার ব্যবহার করছেন।এই সংস্থাগুলি রেড রোড কার্নিভাল, কলকাতা বইমেলা এবং আরও অনেক অনুষ্ঠানের জন্য জালিয়াতির টেন্ডারের মাধ্যমে জনসাধারণের তহবিল আত্মসা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, অন্যদিকে স কর্মকর্তাদের জোর করে নীরব থাকার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালকে অনুরোধ করছি যে এই গুরুতর অভিযোগগুলির সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে ইন্দ্রনীল সেনকে তাঁর মন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করুন। দুর্নীতি এবং ভয় দেখানোর উপর নির্ভরশীল সরকার নয়, বাংলার জনগণ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রাপ্য।আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়কে এই কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে সততার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করার জন্যও আহ্বান জানাচ্ছি। যদি তিনি সত্যিই পরিষ্কার শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন, তাহলে সিবিআইকে তার সরকারের দুর্নীতির পেছনের সত্যতা তদন্ত করতে দিন।নীরবতা বা নিষ্ক্রিয়তা কেবল বাংলার ইতিমধ্যেই সন্দেহের সত্যতা নিশ্চিত করবে যে, তার প্রশাসনে দুর্নীতি গভীরভাবে ছড়িয়ে আছে।

অনুব্রত-কাণ্ডে পুলিশের চিঠি সুপরিচিত সংবাদ চ্যানেলকে, তোপ নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ৫ জুন ঃ বোলপুর থানার আইসি-কে কদর্য ভাষায় হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। আর সেই হুমকি দেখানোয় পুলিশের চিঠি পেল একটি সুপরিচিত বাংলা সংবাদ চ্যানেল। ৬ দিনেও অনুব্রত অধরা। এ ব্যাপারে 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার' অভিযোগ তোলায় আপত্তি পুলিশের।পুলিশি গোঁসার এই খবর সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৫টা ৪০-এ নেটনাগরিকদের মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫১৩ ও ১৩৩।অমল সেনগুপ্ত নামে একজন লিখেছেন, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার কোথায় পৌঁছাল জানান মানুষের কাছে। আদালতের মাধ্যমেও উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত অবিলম্বেই। সন্দীপ্তা দাস লিখেছেন, পুলিশ এখানে কত অসহায় এটাই পুলিশ দফতর বুঝিয়ে দিলো।সুজিত মল্লিক লিখেছেন, অসহায় পুলিশকে দেখে খুব খারাপ লাগছে। আমার সাথে এরকম হলে আমার সন্তান আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলত। মুক্তিপ্রাদ দে লিখেছেন, আমাদের দেশে পুলিশে সেই ব্রিটিশ জমানার নিয়ম। পুলিশ থাকে ব্যারাকে বা পুলিশ কলোনিতে। সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই পুলিশ জনগণের সুরক্ষার চাইতে হয়ে গেছে জনগণের ভীতির কারণ। সম্পর্ক কখনোই সহজ নয়। সৌমেন্দু শেখর রায় লিখেছেন, গুরুমার নির্দেশ, চ্যালা কে বাঁচাতেই হবে!পারভেজ আলম লিখেছেন, এখানে কিছু না, বোলপুরের আইসি লিটন হালদার বেচারা নিজের দোষে ফাঁসলো, ক্ষমতার ভরকেন্দ্র চিনতে ভুল করে দিয়েছিল। কাজল শেখকে বীরভূমের ভরকেন্দ্র ভেবে নিয়ে , অনুব্রতর কল রেকর্ড করে কাজল শেখকে দিয়েছিল, নিজের অনুগত্য পাবার জন্য। আর কাজল শেখ সেই ভিডিও ভাইরাল করেছে। অন ডিউটি পুলিশকে গালি দেওয়া যেমন অপরাধ করেছে অনুব্রত, তেমনই কল রেকর্ড করে ভাইরাল করাও ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধ। এখানে আইসি লিটন হালদারও ফাঁসবে। তাই এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামবে উপর মহল। মানে আমাদের মাননীয়া পুলিশ মন্ত্রী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক দূষণকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য আহ্বান

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃপরিবেশ নিয়ে. সচেতনতা শুরু হয়েছে ৭০ - এর দশকে। তারও আগে বিজ্ঞানী রাচেল কারসন লিখেছিলেন নীরব বসন্ত বইটি। এই বইটিতে কীটনাশকের ব্যবহারের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। কীটনাশক যুক্ত শস্য দানা খেয়ে মারা যেত বহু পাখি। তাই বসন্তে গান গাওয়ার পাখি একদিন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাই ছিল বইটির বিষয়।এরপর সারা বিশ্বে পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বছরের একটি বিশেষ দিন পালিত হবে পরিবেশের জন্য। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৪ সাল থেকে ৫ ই জুন দিনটি পালিত হতে থাকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে। ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস-প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের উপর আলোকপাত করে। উদ্যোগী দেশ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র।সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি প্লাস্টিক দূষণ দেখা যায় বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দুটি দেশ- একটি হল চীন আর অন্যটি হল আমাদের স্বপনের দেশ, আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ।প্লাস্টিক দূষণের জন্য অন্যতম দাযী হল জনসংখ্যা। একটু ঘুরিয়ে বললে ,মানুষের সচেতনতার অভাব হল প্লাস্টিক দূষণের অন্যতম কারণ।আমরা প্রতিদিন বাজারে,দোকানে যে পাতলা স্বচ্ছ বা কালো প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করি, সেই সকল প্লাস্টিক হল ব্যবহারের অযোগ্য।আমরা বাড়ির আবর্জনার সঙ্গে প্লাস্টিক যখন ফেলে দিই, তখন সেগুলো নিয়ে ফেলা হয় আবর্জনার স্তূপে।সেখান থেকে খাবারের সঙ্গে কুকুর ,গরু ও অন্যান্য প্রাণীর পেটে গিয়ে প্লাস্টিক তাদের দেহের অত্যন্ত ক্ষতি করে।একবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল। একটি মৃত তিমির পেটে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ৮ কেজি প্লাস্টিকের প্যাকেট।প্রতিদিন কত পরিমাণ প্লাস্টিক সমুদ্র ফেলা হয় তার একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যায়।ক্রিকেট খেলার এক ওভার খেলতে যত সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময়ে চার বড়ো ট্রাক ভর্তি প্লাস্টিক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়।এটা সারা পৃথিবীর হিসেব। এইসব প্লাস্টিক সমুদ্রের স্রোতে ভেসে গিয়ে এক এক মহাসমুদ্রে তৈরি করেছে একাধিক প্লাস্টিকের দ্বীপ।প্লাস্টিক প্যাকেট যত্রতত্র ফেলায় বর্ষাকালে জল আটকে যায় এবং সেই জমা জলে ডিম পাড়ে মশা। ফলে ছড়িয়ে পড়ে মশা বাহিত রোগ,যেমন -ডেঙ্গু ,ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ।কালো রঙের যে প্লাস্টিক প্যাকেট আমাদের মাছ বা মাংস কেনার সময় দোকান থেকে আমাদের দেওয়া হয় তা আরো ক্ষতিকর আমাদের শরীরের পক্ষে। দীর্ঘদিন ওই প্লাস্টিকের খাবার খাওয়ার ফলে হতে পারে নার্ভের অসুখ এবং ক্যান্সার পর্যন্ত।অনেক সময় আবর্জনার সঙ্গে জ্বালানো হয় প্লাস্টিক। ওই প্লাস্টিকের ধোঁয়া খুবই ক্ষতিকর আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে। ওই ধোঁয়া ক্ষতি করে শ্বাসনালি ও ফুসফুসের।প্লাস্টিক কোনদিনই পচে যায় না। ফলে প্লাস্টিক প্রকৃতিতেই থেকে যায়। মাটির সাথে মিশে থেকে মাটিকে দূষিত করে। আর নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে।বাড়ির পুজোর ফুল -প্লাস্টিকে বেঁধে- কপালে ঠেকিয়ে- ছুঁড়ে দেওয়া হয় পুকুরের জলে বা খালে বা নদীতে। দেবতার ফুল তো! জলে তো দেবই।আবার অনেক মানুষ জীবন জীবিকার প্রযোজনে আবর্জনার স্তূপ থেকে প্লাস্টিক সংগ্রহ করেন। তারাও প্লাস্টিকের সংস্পর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশ দিবস - ২০২৫ এর ভাবনা প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ করুন। পৃথিবীর প্রত্যেক তথাকথিত সভ্য মানুষকে সচেতন হতে হবে।প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধের জন্য গ্রামে - শহরে আলোচনা সভা হতে পারে। এতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করাতে হবে। তবেই পুকুরে প্লাস্টিক ফেলা ইত্যাদি বন্ধ হবে। প্রত্যেকে যদি নিজের বাড়ির মা, বোন, দিদি -বৌদিদের সচেতন করেন। তাহলে পুরো সমাজ সচেতন হয়ে উঠবে।ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্লাস্টিক দূষণকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য আমরা যদি যুদ্ধকালীন তপরতা শুরু করি। আমরা সবাই প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কে যদি সচেতন হই- অন্যদেরও সচেতন করতে থাকি- তবেই প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ সম্ভব।

নিজের কথা ও সুরে, রূপঙ্করের গানে পরিবেশ দিবসে মমতার বার্তা

কলকাতা, ৫ জুন ঃ ৪ মিনিট ৬ সেকেন্ডের গানের ভিডিয়ো। নিজের কথা ও সুরে, রূপঙ্করের গানে বৃহস্পতিবার পরিবেশ দিবসের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়।সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাওসবুজের মাঝে বিবেক জাগাও- এই শিরোনামের গানে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, সকলকে জানাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা। ভিডিয়োতে গ্রামবাংলার বিভিন্ন দৃশ্যর সঙ্গে ভেসে উঠেছে ফুল, নদী এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃতিচর্চার বিভিন্ন খন্ডচিত্র। আছে প্রকৃতির মাঝে পাখি, হাতি, হরিণ, বাঘ প্রভৃতি নানা ধরণের বন্যপ্রাণী, কাশফুল, ধানক্ষেত, চা বাগানে পাতা তুলতে ব্যস্ত শ্রমিক। ভিডিয়োর প্রতি পরতে প্রকৃতি এবং পরিবেশ- তা বৃষ্টিস্নাত কলাপাতাই হোক বা অন্য গাছের পাতা থেকে জলবিন্দুর পতন। উত্তরের পাহার থেকে সুন্দরবন, সবুজদ্বীপ, গঙ্গাসাগরের নজরকাড়া প্রকৃতি।

সবুজায়নে জোর, পরিবেশ দিবসে দিল্লিতে ২০০টি বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজায়নে জোর দিয়ে দিল্লিতে ২০০টি বৈদ্যুতিক বাসের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে সবুজ পতাকা নেড়ে ২০০টি বৈদ্যুতিক বাসের শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি সরকারের সুস্থায়ী পরিবহন উদ্যোগের অধীনে ২০০টি বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করেন। তিনি 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের আওতায় একটি গাছও রোপণ করেন। দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসাও উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিবেশ সুরক্ষিত করার জন্য ভারত অসাধারণ গতিতে তার স্থায়ী উন্নযন লক্ষ্য অর্জন করছে। এই উপলক্ষটি একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের সংকল্প এবং জোটকে আরও শক্তিশালী করুক বলে মনে করা হয়েছে বলে জানান।

জল সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল নিয়ে প্রচার রেলের হাওড়া শাখার

কলকাতা, ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এ প্লাস্টিক ব্যবহারের সচেতনতার উপর জোর দিয়ে প্রচার করল পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ। বুধ ও বৃহস্পতিবার এই প্রচারণার অংশ হিসেবে, ধারাবাহিক প্রচার করে।এই প্রচারপর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল এয়ার কন্ডিশনড ওয়াগন পিরিওডিক ওভারহলিং ইউনিটে জল পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থার পরিদর্শন। এর লক্ষ্য ছিল বর্তমান জল পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থার দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করা। হাওড়া বিভাগ কেবল এয়ার কন্ডিশনড ওয়াগন পিরিওডিক-এর মতো উপাদন ইউনিটগুলিতে নয়, সমস্ত রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে কার্যকর জল পুনর্ব্যবহারের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপ জলের অপচয় কমানো এবং স্থায়ী শিল্প অনুশীলন প্রচারের বিভাগের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও, বিভিন্ন স্টেশনে গণপ্রচারে (পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে) যাত্রীদের আবেদন করা হয় তাদের নিজস্ব জলের বোতল বহন এবং ব্যবহার করতে।একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো এবং যাত্রীদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য স্থায়ী জিনিস ব্যবহারের আবেদন করা হয়। সচেতনতা, দাযিত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়ী বিকল্প ব্যবহারের প্রচারের করা হয়।রেলের দাবি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে হাওড়া বিভাগের এ ধরণের নানা চেষ্টা একদিকে পরিবেশ প্লাস্টিক-মুক্ত রাখতে, অন্যদিকে রেলের বিভিন্ন পরিষেবাকে আরও পরিবেশমুখী করে তুলবে বলে মনে করা হয়েছে।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে ৪,৮৬৬ ২৪ ঘণ্টায় শিশু-সহ মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ ভারতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে হল ৪,৮৬৬। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৫ মাসের একটি শিশু-সহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫৬৪ জন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নিহত ৭ জনের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লি ও কর্ণাটকে দু'জন করে প্রাণ হারিয়েছেন। নিহত ৭ জনের মধ্যে ৬ জন প্রবীণ রোগী ছিলেন এবং একটি শিশুরও মৃত্যু হয়েছে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে বলেন।

অনুব্রত-কান্ডে মলয় পিটকে বিঁধলেন সুজন

কলকাতা, ৫ জুন ঃ অনুব্রত মন্ডলকে নানাবিধ সহায়তার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলপন্থী উদ্যোগপতি মলয় পিটের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে এক্সবার্তায় মলয়বাবুকে বিঁধলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সুজনবাবু লিখেছেন, তৃণমূল, বিজেপি দুই দলের সাথেই মলয় পিটের সখ্যতা মানুষ জানেন।শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের মালিক মলয় পিটের ব্যবসায় কেষ্টর অবদানের কথাও কারোর অজানা নয়। কেষ্টকে বাঁচাতে মলয় পিটের মেডিকেল কলেজের নাম জড়ানোটাই স্বাভাবিক। দুর্নীতিরই অংশ। দড়ি পরিয়ে টানতে টানতে জেলে ঢোকানো উচিত।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় আইন অমান্য করে তাঁর মালিকানাধীন বেসরকারি বিএড কলেজ চালানোর দায়ে কিছুকাল আগে অভিযোগ উঠেছিল মলয়বাবুর বিরুদ্ধে। ওই আইন রূপায়ণের আবশ্যিকতার কথা তুলে মলয়বাবুর বিরাগভাজন হয়েছিলেন বেসরকারি বিএড কলেজসমূহের তদারককারী বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় মলয়বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কাছেও বলেও জানা গেছে।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনি বিজ্ঞতার সাথে কাজের গতি বাড়িয়ে দেবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে থাকবেন। সাহস সবাইকে প্রভাবিত করবে। সামাজিক কাজে সক্রিয় থাকবেন। যা শুনবেন, তাতে প্রভাবিত হবেন না। ফ্যাক্ট চেকিং-এ বিশ্বাস করুন। ।

বৃষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রচুর ইতিবাচক শক্তি নিয়ে. আসতে চলেছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফল পেতে চলেছেন। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করে থাকেন তবে এটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।।

মিথুনঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।।

কর্কটঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক এবং উসাহব্যঞ্জক দিন হবে। আপনার ভেতরে সৃজনশীলতা এবং আবেগের গভীরতা প্রকাশ পাবে, যা আপনার জন্য প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর ইচ্ছা জাগিয়ে তুলবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথন আরও গভীর হবে এবং এটি আপনার সম্পর্কে মধুরতা আনবে।

সিংহঃ আজ আপনি প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং উৎসাহের সঙ্গে করার চেষ্টা করবেন। বন্ধুদের সমর্থন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কথায়. মনোযোগ দিন।

কন্যাঃকোনও খারাপ খবর শুনতে পারেন। আপনার বেকারত্ব আপনাকে অপরিসীম যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ হবে। পথে হঠাৎ গাড়িটি ভেঙে যেতে পারে। বাইরের কারওর কারণে পরিবারে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে বসের সঙ্গে অহেতুক তর্ক হতে পারে।।

তুলাঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন- এতে আপনার মন ভালো থাকবে।

বৃশ্চিকঃআজ আপনার মন উদ্যম ও উদ্দীপনায. ভরপুর থাকবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। মুদি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। রাজনীতিতে কারো সাহায্য পাবেন।

ধনুঃ উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্ভাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন ব্যবসার মূলধন হিসেবেও তেমন জরুরী।

মকরঃআজ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, দ্ব্যর্থহীন পরিস্থিতি বিভিন্ন ভযকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

কুম্ভঃ আজ কর্মক্ষেত্রে শত্রু ও প্রতিপক্ষ থেকে সাবধান থাকুন। সাধারণ সংগ্রামের পর অমীমাংসিত কাজ শেষ হবে। বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মীনঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ

আবহাওয়া

বুধবার সারাদিন গরমে দুর্বিষহ অবস্থা ছিল কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। কিন্তু, মধ্যরাতের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলেছে। একধাক্কায় বেশ কিছুটা কমেছে তাপমাত্রাও। তবে, আপাতত গরম থেকে রেহাই পাবে না দক্ষিণবঙ্গ। উল্টে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন মূলত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায. গরম ও আর্দ্রতা বজায় থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কলকাতায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও গরমের দাপট বজায় থাকবে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ও দুই ২৪ পরগনায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও গরম অব্যাহত থাকবে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৬ ডিগ্রি কম। বুধবার সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির আকাশ মেঘলা।।জোয়ার-সকাল ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃ উদয় ঃ সকাল ৫টা ০২মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে

নার্সদের শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক স্তরে জরুরি ব্যবস্থা

দুরন্তবার্তা, ৬ জুন ঃ নার্সেরা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। রোগীর শুশ্রূষায় তাদের নিরলস পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগ স্বাস্থ্যখাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এমন একটি শ্রেণি, যাদের ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করতে হয়;দিন বা রাত, উৎসব অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে;তাদের কর্মক্ষেত্রে সন্তানের যত্নের নিশ্চয়তা না থাকাটা নিঃসন্দেহে অন্যায়। বর্তমানে বহু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত নার্সরা নতুন মা। শিশুকে রেখে তারা দায়িত্ব পালন করছেন এক ধরণের উদ্বেগ আর অপরাধবোধ নিয়ে। এটি শুধুমাত্র তাদের মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে না, বরং রোগী পরিষেবার মানও কমিয়ে দেয়। একজন মায়ের মন পড়ে থাকে শিশুর দিকে, অন্যদিকে দায়িত্ব পালন করতে হয় জীবনের সঙ্গে জড়িত কাজের। ফলে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব এবং অবসাদ। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ;প্রশাসনিক স্তরে শিশুদের জন্য 'ক্র্যাচ' বা শিশুশ্রেণির ব্যবস্থা করা। এটি কেবল একটি সুবিধা নয়, এটি নার্সদের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আধুনিক স্বাস্থ্যনীতিতে যেখানে 'কেয়ার ফর দ্য কেয়ারগিভার' নীতি চর্চিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের নার্সদের জন্য এমন একটি নীতি বাস্তবায়ন সময়ের দাবি। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেই হাসপাতালের মধ্যেই ক্র্যাচ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। জার্মানি, সুইডেন, কানাডা কিংবা জাপানে নার্সদের শিশুরা নিরাপদে সময় কাটাতে পারে কর্মস্থলের কাছাকাছি। এতে মায়েরা যেমন মানসিক শান্তি পান, তেমনই কর্মক্ষমতাও বাড়ে। ভারতেও বেশ কিছু বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা চালু করেছে, কিন্তু তা সর্বজনীন নয়। রাজ্য এবং কেন্দ্র, উভয় সরকারেরই উচিত এই ব্যবস্থাকে নীতিগত রূপে বাধ্যতামূলক করা। শিশুদের যত্ন নেওয়া কেবল মায়েদের কাজ নয়;এই প্রথাগত ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যখন নার্সিং-এর মতো একটি উচ্চমানের পেশায় থাকা নারীদের শিশুদের জন্য নিরাপদ ও পরিচ্ছন্নপূর্ণ পরিবেশ দেওয়া হয় না, তখন প্রশ্ন ওঠে: আমরা কি সত্যিই পেশাগত সমতা ও নারীর অধিকারের কথা ভাবছি? হাসপাতালে একটি ক্র্যাচ চালু করা মোটেও ব্যয়বহুল বা জটিল কোনো কাজ নয়। সামান্য পরিকল্পনা, নিরাপদ স্থান এবং যোগ্য পরিচর্যাকারী নিয়োগ করলেই একটি কার্যকরী ক্র্যাচ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এর ফলে নার্সদের মধ্যে কর্মস্থলে সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, কমবে কর্মী-অসন্তোষ এবং শূন্যপদ পূরণের সমস্যা। এছাড়াও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নার্সদের অনুপস্থিতির হার হ্রাস পাবে, কারণ কর্মস্থলে থাকা অবস্থায়ও তাঁরা জানবেন যে তাঁদের সন্তানরা নিরাপদ এবং সঠিক পরিচর্যায় আছে। এটি কর্মক্ষেত্রের প্রতি এক ধরণের আস্থা গড়ে তুলবে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা যদি সত্যিই স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে উন্নত করতে চাই, তাহলে কেবল পরিকাঠামো নয়, স্বাস্থ্যকর্মীদের সামাজিক এবং পারিবারিক চাহিদার দিকেও আঙ্গুল দিতে হবে। একজন নার্স শুধু একজন কর্মী নন, তিনি একজন মা, একজন অভিভাবকও। তাঁর কাজের মান তখনই উন্নত হবে, যখন তাঁর জীবনের সব দিককে গুরুত্ব দেওয়া হবে। অতএব, স্বাস্থ্য মন্ত্রক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, এবং নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান থাকবে; নার্সদের জন্য প্রতিটি বড় হাসপাতালে একটি কার্যকর ও নিরাপদ শিশুশ্রেণির ব্যবস্থা অবিলম্বে গড়ে তুলুন। এটি কেবল একজন নার্সের স্বার্থে নয়, আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রয়াস। যখন একজন নার্স জানবেন, তাঁর শিশু নিরাপদে আছে, তখনই তিনি মনোযোগ দিয়ে রোগীর সেবা দিতে পারবেন। আর এটাই হবে প্রকৃত স্বাস্থ্যপরিষেবার ভিত্তি।

আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চিনের

দুরন্তবার্তা, ৬ জুন ঃ আমাদের মনে আছে সেই ভয়াবহ কোভিডের কথা - যা ছড়িয়েছিল চিনের উহান শহর থেকে। এবার সেই চিন চেষ্টা করেছে ভয়ঙ্কর ছত্রাক ছড়িয়ে আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থাকে নষ্ট করতে। সম্প্রতি এমনই ভয়াবহ ছত্রাক ট্রাম্পের দেশে পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন চিনা বিজ্ঞানী। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, কোনও দেশের অর্থনীতিকে চরম ধাক্কা দেওয়ার জন্য কার্যত মারণাস্ত্র এই ছত্রাক। গোটা ঘটনায় চিনের বিরুদ্ধে কৃষি সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠছে। আমেরিকার তরফে জানা যাচ্ছে, এই মারণ ছত্রাক আমেরিকায় পাচারের চক্রান্তে যুক্ত এক চিনা দম্পতি। তাঁরা হলেন ৩৩ বছর বয়সি ইউনকিং জিয়ান এবং ৩৪ বছর বয়সী জুনিয়ং লিউ। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত জিয়ানকে এই ছত্রাক পাচার লিউ। দুজনের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র, চোরাচালান, মিথ্যা বিবৃতি এবং ভিসা জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিয়ানকে। যদিও লিউ বর্তমানে কোথায় রয়েছেন তা জানা যায়নি। মঙ্গলবার মার্কিন বিচার বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত ওই দুই চিনা বিজ্ঞানী ফুসারিয়াম গ্রামিনিয়ারাম নামের এই ভয়ঙ্কর ছত্রাক আমেরিকায় পাচারের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই ছত্রাক গম, বার্লি, ভুট্টা ও ধানের মতো ফসলের 'হেড ব্লাইট' রোগের কারণ। যার অর্থ কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি।

''ধূমকেতু' মুক্তির বিষয়ে শুভশ্রী গাঙ্গুলি 'এখন দর্শকদের পরীক্ষা''

বিশেষ প্রতিনিধি, দুরন্তবার্তা ঃ প্রায় এক দশক ধরে অনিশ্চয়তার পর, দেব এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলি অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি 'ধূমকেতু' অবশেষে ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে মুক্তি পেতে চলেছে। কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত এই ছবিটি সহ-প্রযোজক দেব এবং রানা সরকারের মধ্যে আইনি বিরোধের কারণে দীর্ঘ বিলম্বের সম্মুখীন হয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও, মুক্তির ঘোষণাটি আইকনিক অন-স্ক্রিন জুটিকে পুনরায় একত্রিত হতে আগ্রহী ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করেছে। বর্তমানে তার আসন্ন ছবি 'গৃহপ্রবেশ'-এর প্রচারণায় ব্যস্ত শুভশ্রী গাঙ্গুলি সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে 'ধূমকেতু'র মুক্তি সম্পর্কে তার মতামত জানিয়েছেন। তথ্যবিটি প্রেক্ষাগৃহে আসতে এখনও কিছুটা সময় বাকি, তিনি বলেন। কিন্তু আমি এতটুকুই বলতে পারি এত বছরের প্রত্যাশার পর, ধূমকেতু অবশেষে ১৪ আগস্ট আসছে। এখন, আমি সত্যিই দেখতে চাই যে উত্তেজনা কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। দর্শকরা এই ছবিটিকে কতটা বাড়িয়ে তুলতে পারে - এটাই আমি পর্যবেক্ষণ করতে চাই। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। ধূমকেতু মুক্তি পাবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। এখন, এটি দর্শকদের পরীক্ষা, এবং তাদের অবশ্যই এটি পাস করতে হবে। ধূমকেতুর শুটিং শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে, কিন্তু এর প্রযোজকদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল। ছবিটিতে দেবকে একজন রূপান্তরকামী চরিত্রে দেখা যাবে, যিনি ৮২ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন - তার সাধারণ রোমান্টিক এবং অ্যাকশন-নায়ক ভাবমূর্তি থেকে একটি উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি। দেবের শেয়ার করা প্রথম লুকের পোস্টারে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, তার পিঠ দর্শকের দিকে ঘুরিয়ে, ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। যদিও মুক্তির ঘোষণা কেবল ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা জাগিয়ে তোলেনি, বরং প্রশংসামূলক অনুষ্ঠানে দেব এবং শুভশ্রী একসাথে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনাও শুরু করেছে। শুভশ্রী যদিও এই ধরণের কোনও উপস্থিতির কথা নিশ্চিত করেননি, তবুও তার মন্তব্য দর্শকদের উৎসাহের সাথে জড়িত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। চলচ্চিত্র শিল্প এবং ভক্তরা উভয়ই ধূমকেতুকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে তা দেখার জন্য আগ্রহী। ইতিহাস এবং এর চারপাশের প্রত্যাশা বিবেচনা করে, ছবিটির সাফল্য এখন দর্শকদের হাতে, যেমন শুভশ্রী যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছিল এক বি.এস.এফ. জওয়ানকে

দুরন্তবার্তা, নুরপুর ঃ বাংলাদেশ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওই দেশের কিছু দুষ্কৃতী মুর্শিদাবাদ সীমান্ত থেকে এক বি.এস.এফ. জওয়ানকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। যদিও কয়েক ঘণ্টা পরেই ওই জওয়ানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বুধবার বাংলাদেশের কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, নুরপুরের সুতিয়ারে বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে চাঁদনি চকের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ৭১তম ব্যাটালিয়নের শ্রীগণেশকে বাংলাদেশি সীমান্ত পার করে এসে নিয়ে গিয়েছিল ওপারে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়া করার সময় বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু পরে বিএসএফের তদন্তে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ওই জওয়ানরা ভারতীয় ভূখণ্ডেই ছিলেন এবং সেখান থেকেই শ্রীগণেশকে জোর করে বাংলাদেশে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিএসএফের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ওই জওয়ান নাগরিকদের খাতিরে বাংলাদেশিদের কথা বলতে আসতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব বাংলাদেশিরা অপরাধী ছিল। তারা সেই জওয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কাঠালিয়া গ্রামের কাছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আটকাতে গিয়ে ওই জওয়ান অপহৃত হয়েছিলেন দুষ্কৃতীদের হাতে। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের এক উর্ধ্বতন বিএসএফ কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেন, 'ওই জওয়ানকে বাংলাদেশি নাগরিকরা অপহরণ করে আটকে রেখেছিল, কিন্তু আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই জওয়ান এখন আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং ভালো আছেন।'

বিশেষ এনডিপিএস আদালত রিয়া চক্রবর্তীকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি

বিশেষ প্রতিনিধি, দুরন্তবার্তা ঃ বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনের অধীনে একটি বিশেষ আদালত থেকে পেশাদার কাজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদালতের এই সিদ্ধান্ত তাকে আন্তর্জাতিক প্রকল্প তস্টেপসনস এস১দ-এর চিত্রগ্রহণে অংশগ্রহণের জন্য ১ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সালের মধ্যে শ্রীলঙ্কা, সার্বিয়া এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ ভ্রমণের অনুমতি দেয়। ২০২০ সালে অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর মাদক সংক্রান্ত মামলায় জড়িত চক্রবর্তীর আবেদনের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষ। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সিরিজে তার ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত নথিপত্র নেই এবং তার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে, বিশেষ বিচারক সি.এস. দাতির এই আপত্তি খারিজ করে দিয়েছেন, ছয়টি পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় চক্রবর্তীর জামিনের শর্তাবলীর সাথে ধারাবাহিকভাবে মেনে চলার কথা উল্লেখ করে। বিচারক মুম্বাইয়ের সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলির সাথে তার সহযোগিতার ইতিহাসের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা, সমাজে গভীর শিকড় রয়েছে; তাই, পলাতকের সম্ভাবনা কম। তার আবেদনে, চক্রবর্তী তার ভ্রমণের জন্য ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার জন্য তার পাসপোর্ট সাময়িকভাবে মুক্তির অনুরোধ করেছিলেন। আদালত এই অনুরোধটি মঞ্জুর করে এবং বিদেশে অবস্থানের জন্য ঠিকানা এবং যোগাযোগের তথ্য সহ একটি বিস্তারিত ভ্রমণপথ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই অগ্রগতি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে দায়ের করা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এর ক্লোজার রিপোর্ট অনুসরণ করে, যেখানে রাজপুতের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং চক্রবর্তীকে প্ররোচনার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। চক্রবর্তীর আসন্ন প্রকল্প, তস্টেপসনস এস১দ, তার পেশাগত যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা তার ক্যারিয়ার পুনর্গঠনের জন্য তার চলমান প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। উপরন্তু, তিনি তার ফ্যাশন ব্র্যান্ড, অধ্যায় ২ তৈরি করে চলেছেন, যা পুননবীকরণ এবং ক্ষমতায়নের থিমগুলিকে মূর্ত করে। এই আন্তর্জাতিক কার্যভার শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, চক্রবর্তীর মামলা তদন্তাধীন ব্যক্তিদের পেশাদার অধিকারের সাথে আইনি তদারকির ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্বকে তুলে ধরে। আইনি প্রোটোকলের প্রতি তার আনুগত্য এবং আদালতের তার সম্মতির স্বীকৃতি ভবিষ্যতে অনুরূপ মামলার জন্য একটি নজির স্থাপন করে।

কিয়ারা আদভানিকে আলিয়া ভাটের আন্তরিক উপহার

বিশেষ প্রতিনিধি, দুরন্তবার্তা ঃ বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সম্প্রতি সহ-অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানিকে একটি চিন্তাশীল উপহার পাঠিয়েছেন, যিনি তার স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সাথে তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন। এই উপহারের সাথে আলিয়ার টেকসই কিডসওয়্যার ব্র্যান্ড, এড-এ-মামার কাছ থেকে একটি কিউরেটেড বেবি পোশাকের হ্যাম্পার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তার সাথে একটি হৃদয়গ্রাহী নোটও ছিল যা ভবিষ্যতের যাত্রার জন্য সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদান করে। কিয়ারা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে উপহারের একটি ঝলক শেয়ার করেছেন, ক্যাপশনে ধন্যবাদ মা আলিয়াভট্ট এবং একটি হৃদয়গ্রাহী ইমোজি দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। আলিয়ার সাথে থাকা নোটটিতে লেখা ছিল। প্রিয় কিয়ারা, তুমি যখন এই সুন্দর নতুন অধ্যায়ে পা রাখছো, তখন আমার কাছ থেকে একটি বড় আলিঙ্গন। আমি জানি এটা কতটা জাদুকরী; তবুও ক্লান্তিকর;হতে পারে, তাই আমি এড-এ-মামার কাছ থেকে একটি আরামদায়ক ছোট্ট জিনিস পাঠিয়েছি, অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং যত্ন দিয়ে তৈরি। বিরতি নাও, ঘুমাও, এবং সবকিছুকে ডুবিয়ে দাও। তুমি সত্যিই এটির যোগ্য! প্রচুর ভালোবাসা, আলিয়া। দুই অভিনেত্রীর মধ্যে ইতিহাসের কারণে এই অঙ্গভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ছবিতে আলিয়া এবং কিয়ারার স্বামী সিদ্ধার্থ মালহোত্রা সহ-অভিনেতা ছিলেন এবং অতীতে তাদের সম্পর্কের কথা শোনা গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও, এই দুই মহিলার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে, প্রায়শই জনসমক্ষে একে অপরের সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলা হয়। কফি উইথ করণ-এর একটি পর্বে কিয়ারার তার কাল্পনিক ব্রাইডমেইড স্কোয়াডে আলিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ তাদের গর্ভাবস্থার ঘোষণা দেন একটি হৃদয়গ্রাহী ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে যেখানে ছোট্ট শিশুর মোজা ধরে থাকা ছবি ছিল, ক্যাপশনে লেখা ছিল, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার, শীঘ্রই আসছে। তারপর, এই দম্পতি এই নতুন অধ্যায়কে আলিঙ্গন করছেন, কিয়ারা ২০২৫ সালের মেট গালা অনুষ্ঠানে একটি অত্যাশ্চর্য উপস্থিতি দেখিয়েছেন, গর্বের সাথে গৌরব গুপ্তার গাউনে তার বেবি বাম্প প্রদর্শন করেছেন। কিয়ারার প্রতি আলিয়ার উপহার কেবল বলিউড সম্প্রদায়ের মধ্যে সহায়ক বন্ধনকেই তুলে ধরে না বরং তার ব্র্যান্ড এড-এ-মামার মাধ্যমে টেকসই ফ্যাশনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকেও প্রতিফলিত করে। পরিবেশবান্ধব শিশুদের পোশাকের জন্য পরিচিত এই ব্র্যান্ডটি ২০২০ সালে আলিয়া কর্তৃক সহ-প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এরপর আরাম ও স্থায়িত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ যখন তাদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন আলিয়া ভাটের মতো সহকর্মীদের কাছ থেকে ভালোবাসা তাদের জীবনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

রাস্তাঘাটে মৃত্যু ফাঁদ, অথচ নীরব পুরসভা, কোথায় নাগরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব?

দুরন্তবার্তা, ৬ জুন, কলকাতা ঃ কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার রাস্তা যেন মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। খানাখন্দ, জলজমা, ভাঙা ডিভাইডার, অনিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ;সব মিলিয়ে প্রতিদিনের যাতায়াত এক আতঙ্কে রূপ নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে। এর চেয়েও উদ্বেগের বিষয়, এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতার মধ্যেও পুর প্রশাসনের নীরবতা। নাগরিক পরিষেবার অন্যতম দায়িত্ব যাদের হাতে, তারা যেন সব দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। কলকাতার মতো মেট্রো শহরে যেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে, যেখানে প্রতি ঘণ্টায় লক্ষাধিক মানুষ সড়ক ব্যবহার করেন, সেখানে রাস্তাঘাটের স্বাস্থ্য এত বেহাল;এই বাস্তবতা মানা যায় না। অপ্রশিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা অসম্পূর্ণ রাস্তা সংস্কার, নিম্নমানের উপকরণ, এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে রাস্তা তৈরি হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ছে। বর্ষাকালে তো চিত্র আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। জল জমে, আর সেই জলে ডুবে যায় গর্ত;একটি বিপজ্জনক ফাঁদে রূপ নেয় প্রতিটি মোড়। জেলার ছবিও ভিন্ন নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া;সবজায়গাতেই অবস্থা প্রায় একই। কোথাও পিচ উঠে গিয়ে রাস্তা কংক্রিটে ভরা গেছে, আবার কোথাও সেতুর নিচে থেকে মাটি ধসে যাচ্ছে, অথচ সেখানে কোনও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। দুর্ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। মানুষ মারা যাচ্ছেন, পঙ্গু হচ্ছেন, যানজটে নষ্ট হচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময়। এই সব কিছুর পেছনে প্রশাসনের কী ভূমিকা? এক কথায় বলা যায়;অলক্ষ্য। রাস্তার কাজের বরাদ্দ থাকলেও কোথায় যাচ্ছে সেই টাকা? ঠিকাদার নিয়োগের পর তারা কাজ করছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। অথচ নজরদারি প্রায় নেই বললেই চলে। পুরসভা বা পঞ্চায়েত স্তরে রাস্তা সংস্কারের নামে বছরে কতো কোটি টাকা ব্যয় হয়, তার হিসেব দিতে গেলে প্রশাসন অজুহাতের আশ্রয় নেয়। আরও ভয়ঙ্কর বাস্তবতা হল, রাস্তার সমস্যাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে। কোন এলাকায় কোন দলের কাউন্সিলর বা বিধায়ক, সেই অনুযায়ী রাস্তার সংস্কার হয় বা হয় না;এমন অভিযোগ আর নতুন কিছু নয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে রাজনীতি নয়, নিরাপদ রাস্তা সবচেয়ে জরুরি। উন্নয়নের বড় বড় বিজ্ঞাপন, LED বোর্ডে ভেসে ওঠা প্রকল্পের নাম; এসবের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে বাস্তবতা। আমরা আজ এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হওয়া মানে রোজ একটা জুয়ার খেলা। না জানি কোন গর্তে চাকা পড়ে গাড়ি উলটে যাবে, না জানি কোন জলমগ্ন রাস্তায় বাইক পিছলে পড়বে! শুধু ব্যক্তিগত যানবাহনের কথা নয়; অ্যাম্বুল্যান্স, ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ ভ্যান;এসব জরুরি পরিষেবাও সময় মতো পৌঁছাতে পারছে না খারাপ রাস্তার কারণে। এতসব ঘটনার পরেও পুর প্রশাসন কিংবা সড়ক বিভাগ মুখে কুলুপ এঁটেছে। একেবারে চুপচাপ, যেন কিছুই ঘটেনি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? প্রথমত, রাস্তাঘাটের স্বাস্থ্য নিরীক্ষার জন্য স্বাধীন ও স্বচ্ছ এক অডিট ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। প্রশাসনের নিজেদের লোক দিয়ে নয়, বরং তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে শহর ও জেলার সমস্ত রাস্তাঘাটের অবস্থা পর্যালোচনা করে রিপোর্ট প্রকাশ করা দরকার। সেই রিপোর্ট জনসমক্ষে আনতে হবে এবং তার ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাস্তা তৈরির সময় উপযুক্ত মান ও প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ঠিকাদারদের কাজের গুণমান নিরীক্ষা করতে হবে কঠোরভাবে। গাফিলতি প্রমাণিত হলে তাদের লাইসেন্স বাতিল এবং জরিমানা;দু'টোই প্রয়োগ করতে হবে। শুধু বরাদ্দ করলেই দায় সারে না, বাস্তবায়নও যথাযথ হওয়া জরুরি। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে আরও সক্রিয় করতে হবে। নাগরিক অভিযোগের জন্য একটি স্বচ্ছ ডিজিটাল ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যেখানে ছবি ও অবস্থানসহ রিপোর্ট করা যাবে রাস্তার সমস্যা। প্রশাসনের দায় হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া এবং আপডেট দেওয়া। চতুর্থত, বর্ষাকাল আসার আগেই প্রাক-মরসুমি রক্ষণাবেক্ষণের একটি রুটিন চালু করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, রাস্তার সমস্যা আগে থেকেই জানা থাকলেও তা বর্ষাকালের জন্য রাখা হয়, যাতে বাজেট বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এই দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে নজরদারির ব্যবস্থা ও তথ্যের স্বচ্ছতা খুব জরুরি। সবশেষে, প্রশাসনের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। রাস্তা মানে শুধু গাড়ি চলাচলের জায়গা নয়; এটি নাগরিক জীবনের একটি মৌলিক পরিকাঠামো। তাই এর রক্ষণাবেক্ষণকে বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন মনে করে কাজ করতে হবে। এবং এই কাজের জন্য কেবল ইঞ্জিনিয়ার বা ঠিকাদার নয়;জনপ্রতিনিধিদেরও সমান দায় নিতে হবে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তির অভাব নেই, বরাদ্দের অভাব নেই, জনশক্তির অভাব নেই। অভাব আছে কেবল সদিচ্ছার। পুরসভা বা জেলার সড়ক প্রশাসনের নীরবতা শুধুমাত্র ব্যর্থতা নয়;এটি একপ্রকার অন্যায়। কারণ, তাদের নিষ্ক্রিয়তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে রক্ত, ঘাম, আর প্রাণ দিয়ে। তাই এখনই সময়, এই নীরবতা ভাঙার। প্রশাসনকে বাধ্য করতে হবে দায়িত্ব পালনে। নাগরিকরা তাদের দাবি আরও জোরালোভাবে তুলুক, কারণ এ শহর ও এ রাজ্যের রাস্তা শুধু শাসকের নয়;এটি জনগণের অধিকার।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও নানান পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি সমুদ্রগড়ে

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রকৃতি ও প্রাণী প্রেমী সংস্থার উদ্যোগে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় কোবলা থেকে কুটির পাড়া সাধুর আশ্রম পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন এলাকার বহু ছাত্রছাত্রী, পরিবেশপ্রেমী মানুষ এবং বিশিষ্টজনেরা।এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, পূর্ত কর্মদক্ষ পরিমল দেবনাথ ছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।সকাল থেকে দিনভর চলে নানা কর্মসূচি। ছোটদের জন্য আয়োজিত হয় 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে আঁকা হয় মনোমুগ্ধকর সব ছবি। এছাড়া বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বাসিন্দাদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। বিকেলে একটি পরিবেশ সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তন, বন সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। শেষে পরিবেশ বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনেও এরকম জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি তারা নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সংস্থার সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিজনেস কমিটি এবং সর্বদল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন আগামী ৯ই জুন থেকে ১২ ই জুন পর্যন্ত বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হবে এটি সম্ভবত আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে বলে বিশেষ সূত্রের খবর। ছবি সুবল সাহা।

উল্টোরথের আগেই আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ

দুরন্তবার্তা, ৬ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন বাংলার সব বাড়িতে পৌঁছে দেবেন জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। তার প্রস্তুতি সারা হয়ে গেছে। এবার পৌঁছে দেবার পালা। এমাসেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। মিষ্টির বাক্সে করে পাঠানো হবে প্রসাদ। তাতে থাকছে একটি গজা, একটি প্যাঁড়া ও জগন্নাথ মন্দিরের ছবি। এ মাসের ১৭ থেকে ২৭ জুন বাড়ি বাড়ি এই প্রসাদ বিলি করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ জুন রথযাত্রা। তাই সেদিনের মধ্যে এই প্রসাদ বন্টন শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে তার মধ্যে কাজ শেষ না হলে ৫ জুলাই উল্টোরথের আগের দিন ৪ জুলাইয়ের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শেষ করার চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হবে এই প্রসাদ। যাঁরা রেশন পান না, তাঁদের বাড়িতে অন্যভাবে এই প্রসাদ বিলি করা হবে। মিষ্টির ওজন ও মাপ কি হবে তা ইতিমধ্যেই জেলাগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালি প্যাকেট পাঠানো হবে রাজ্য থেকে, তাতে থাকতে পারে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ছবি, সেই প্যাকেটে ভরা হবে মিষ্টি।

নবদ্বীপের পোড়ামা কালীমন্দির

দুরন্তবার্তা, বিশেষ প্রতিনিধি, নদিয়া ঃ পোড়ামা কালীমন্দির পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার নবদ্বীপ শহরে অবস্থিত একটি প্রাচীন কালী মন্দির। পোড়ামা নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবী। মন্দিরের পাশেই ভবতারণ শিব ও ভবতারিনী কালী মন্দির অবস্থিত। নবদ্বীপের গ্রাম্যদেবী পোড়ামা সারাবছর দক্ষিণাকালীর ধ্যানেই পূজিত হন। শুধুমাত্র সরস্বতী পূজার দিন শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দেবী নীল সরস্বতী রূপে পূজিত হন। পোড়ামার এই মন্দির প্রাঙ্গনেই নবদ্বীপের পণ্ডিত-বিদ্বজ্জনেরা সংস্কৃতচর্চা, বিতর্কসভার আয়োজন করতেন। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোড়ামাতলাকে নবদ্বীপের হেরিটেজ স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। জনশ্রুতি আছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম নামক এক পণ্ডিত নবদ্বীপ শহরের এক বটবৃক্ষতলে দক্ষিণাকালীর ঘট স্থাপন করেন। কোন এক সময়ে বটগাছটি অগ্নিদগ্ধ হলে এই কালী পোড়ামা বা বিদগ্ধজননী নামে জনপ্রিয় হন। অন্য মতে, বাসুদেব সার্বভৌম বহু পূর্বে জনৈক রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ দক্ষিণাকালীর সাধক ছিলেন। গোপাল মন্ত্রে সিদ্ধ অন্য এক পণ্ডিতের সঙ্গে তার শাস্ত্রীয় বিচার হয়। পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ীর মন্ত্রশিষ্য হবেন, উভয়ে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ, পরাজিত হয়ে প্রতিজ্ঞামতো তার ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করতে উদ্যত হলে, ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে তার ইটের বাড়ি ভস্মীভূত হতে থাকে এবং মন্দিরের মধ্যে দেবীর করালমূর্তি তার দর্শনগোচর হয়, দেবীর কোলে গোপাল উপবিষ্ট। মন্ত্রশোধিত জল ছড়িয়ে আগুন নিভলে সাধক নিজে বেঁচে যান এবং তার মন্দিরে দু'খানি মাত্র ইট অবশিষ্ট থাকে। ইট দুখানা আজও পোড়া-মার আধার হয়ে রয়েছে ও তার উপরেই ঘটস্থাপন করে পূজা হয়। ঐতিহাসিক ভোলানাথ চন্দ ১৮৪৫ খ্রিঃ পোড়ামাতলার বটগাছটিকে ১০০ বছরের প্রাচীন বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/009/06/2025-2026/BS

Name of the work: **Repairing of sewer at 4A, K. K. Sur Street and 24A, Shilpi Netai Paul Lane Uttaran areas in Ward No. 09**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,970.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/006/17/2025-2026

Name of the work: **Repairing of IPS passages at 2, 3, Madhusudan Chatterjee Lane, 1/15, Ghosh Bagan Lane, 4C, Lockgate Road and different places in Ward No. 6**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,89,671.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/006/08/2025-2026/US

Name of the work: **Replacement of broken doors with ancillary works of Uttaran Privies at 1/2D, Ghosh Bagan Lane, 46/22, Lockgate Road, 29/19, 29/39, Cossipore Road and other places in Ward No. 06**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,408.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/006/13/2025-2026/US

Name of the work: **Improvement of sewer line at 1/49, 1/51, 1/62, Ghosh Bagan Lane and other Uttaran places in Ward No. 06**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,718.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/006/15/2025-2026/US

Name of the work: **Improvement of Uttaran Privies at 2/21, 2/14, Gopal Mukherjee Road and other places in Ward No. 06**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,559.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/007/12/2025-2026

Name of the work: **Relaying of Kerb and Channels at Nandalal Bose Lane, Nivedita Lane and other Roads in Ward No. 6, under Borough-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,67,563.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/008/23/2025-2026

Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements at 574, 576 etc, Rabindra Sarani and surrounding areas in Ward No. 8, under BR-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,79,824.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/008/13/2025-2026

Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements along main thoroughfares of J.M. Avenue, B. B. Avenue and surrounding areas in Ward No. 8, under BR-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,84,625.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/008/20/2025-2026

Name of the work: **Maintenance of collapsed sewers at 38C, Bose Para Lane and other places in Ward No. 8, under BR-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,94,731.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/006/11/2025-2026/US

Name of the work: **Development of IPS passages at 8, Gopal Mukherjee Road, 22D, 22F, 24, 49, 51, 52, Lockgate Road and other Uttaran places in Ward No. 6**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,625.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid: **19.06.2025 - 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 10]**. Tender will be opened on: **21.06.2025 - 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 10]**. The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 10]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/04/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Repairing of IPS passage near 1 Kankulia Road, 60, Bondel Road and different Uttaran area with other allied works in Ward No. 68**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,93,302.70**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/068/003/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Repairing of latrines of Uttaran at 38E Kankulia Road, 2, Ballygunge Place East and other different Uttaran areas in Ward No. 68**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,507.99**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-VIII/068/05/2025-2026/UTTARAN

Name of the work: **Repairing of Sewer Line at 3 Kankulia Road, 2, Ballygunge Place East and different Uttaran areas with other allied works in Ward No. 68**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,47,364.45**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **210 days. [For Sl. No. 1 to 3]**. Last date and time of submission of bid: **18.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 3]**. Date of opening of tender: **21.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/012/25-26/UTTARAN

Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at 55 Gali and Bagpota Road Slum area in Ward No. 126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,067.43**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/013/25-26/UTTARAN

Name of the work: **Maintenance of C.C. Road at Bye Lane of South Behala Road slum area near Premises No. 161C/48 in Ward No. 126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,722.58**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/018/25-26/UTTARAN

Name of the work: **Const. of coverd drain at Ghosh Para slum area near Premises No. 131 in Ward No. 126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,74,008.24**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **21.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 3]**. The tender will be opened on: **24.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **13.06.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3]**.

(4) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/004/25-26

Name of the work: **Maintenance of Abahan Community Hall at James Long Sarani in Ward No. 123**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,52,379.22**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **120 days**.

(5) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/015/25-26/UTTARAN

Name of the work: **Maintenance of surface drain at Ananda Nagar C-Block slum area near Premises No. C25/12/1 in Ward No. 126**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,496.85**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **24.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 4 & 5]**. The tender will be opened on: **26.06.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 4 & 5]**. The bid forms and other details are available on and from **16.06.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 4 & 5]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

386/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮৫ সংখ্যা, শুক্রবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

কেন্দ্রের আর্থিক অবরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংকট ও গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ

ভারতের সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে গঠিত, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়েছে। এই কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু পদক্ষেপ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক চেতনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বিশেষ করে, অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা ও অবরোধের নীতি একটি গভীর রাজনৈতিক সংকটের ইঙ্গিত দেয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংকট আরও প্রকট। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া পরিমাণ প্রায় পৌনে দু'লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই বকেয়ার মধ্যে রয়েছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ, এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ আটকে রেখে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করছে, যা সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। এই আর্থিক অবরোধের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের মতো অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে কেন্দ্র এই আর্থিক চাপ প্রয়োগ করছে। এটি শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কৌশল নয়, বরং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। রাজ্যগুলির নির্বাচিত সরকারগুলিকে অবজ্ঞা করে কেন্দ্র যদি এই ধরনের পদক্ষেপ নেয়, তবে তা সংবিধানের মূল চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কর ও রাজস্ব বণ্টনের বিষয়ে অর্থ কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশনাগুলি উপেক্ষা করে কেন্দ্র যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ করে, তবে তা একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে। এটি অন্যান্য রাজ্যগুলিকেও উদ্বিগ্ন করে তোলে, কারণ আজ যদি একটি রাজ্য এই বঞ্চনার শিকার হয়, আগামীকাল অন্য রাজ্যও হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, কেন্দ্রের এই আচরণ কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি সম্মানের অবজ্ঞা, নাকি এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ? যদি এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল হয়, তবে তা অত্যন্ত স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন। কারণ, এই ধরনের আচরণ দীর্ঘমেয়াদে দেশের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিকে দুর্বল করে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর। রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রের এই আচরণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে রাজ্য সরকার নির্বাচন করে, এবং সেই সরকারের প্রতি কেন্দ্রের এই অবজ্ঞা জনগণের রায়ের প্রতিও অবজ্ঞা। এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ নীতি, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক লেনদেনের ও দায়িত্বের বণ্টন সংবিধান ও অর্থ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, বরং সাংবিধানিক দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে এই সম্পর্ক গঠিত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক, কারণ জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয়তা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। তবে, এই প্রতিবাদকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করতে হবে, যাতে কেন্দ্রের এই অবরোধের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সংবিধানের চেতনাকে সম্মান জানিয়ে রাজ্যগুলির প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা। আর্থিক অবরোধের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লজ্জাজনক। এই ধরনের আচরণ বন্ধ করে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত ও সমন্বিত করতে হবে, যাতে ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে শান্তি, উন্নয়ন ও ঐক্য বজায় থাকে।

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আর্তনাদ আন্তর্জাতিক নীরবতা কেন এখনও অব্যাহত?

জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর শুধুই একটি পরিবেশগত ইস্যু নয়; এটি মানবিক সংকটের নতুন রূপ নিচ্ছে। দিন দিন বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে ঘরছাড়া হয়ে পড়ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কেউ হারাচ্ছেন জমি, কেউ বাড়ি, কেউ জলের তলায় হারিয়ে ফেলেছেন জীবনধারণের পথ। অথচ এই বিপুল পরিসরের মানবিক বিপর্যয়ের বিপরীতে আন্তর্জাতিক পরিসরে এখনো পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ও সংগঠিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এই নীরবতা শুধু বিস্ময়কর নয়, লজ্জাজনকও। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা এখন একটি নতুন বাস্তবতা। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের উপকূল, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ; সবখানেই মানুষ আজ প্রকৃতির রোষে ঘরছাড়া হতে বাধ্য হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি জানাচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২০ কোটিরও বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত হতে পারেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায় দুই কোটির মতো মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছেন। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের জন্য কি কোনো স্বীকৃত আইনি কাঠামো আছে? না, নেই। আর এটাই সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ। প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে, তউদ্বাস্তুদ বলতে বোঝানো হয় রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে যাঁরা নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষদের এই সংজ্ঞার আওতায় আনা হয় না। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR) বা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) বহু বছর ধরেই এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, এখনও পর্যন্ত কোনও বাধ্যতামূলক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা যায়নি। এখানেই প্রশ্ন উঠছে; কেন আন্তর্জাতিক মহল এতোটা নিষ্ক্রিয়? একদিকে যখন উন্নত দেশগুলো উন্নয়নের নামে কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের বেপরোয়া ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের খেসারত দিচ্ছে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মানুষ। কিন্তু তারা যখন জীবিকার সন্ধানে কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অন্য দেশে যেতে চায়, তখন সেই উন্নত দেশগুলো সীমানা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে জলবায়ু উদ্বাস্তুরা হয়ে পড়ছেন 'আইনি অদৃশ্য'; যাদের না আছে পরিচয়, না আছে অধিকার। বিশ্বনেতারা বারবার জলবায়ু সম্মেলনে বসেন, প্রতিশ্রুতি দেন, 'সবুজ পৃথিবী'-র স্বপ্ন দেখান। কিন্তু বাস্তব ছবি বলছে, এইসব আলোচনায় সবচেয়ে কম আলো ফেলে সেই মানুষদের ওপর, যাঁরা সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের বলি। COP সম্মেলনগুলোতে কার্বন নিঃসরণ কমানো নিয়ে যতটা কথা হয়, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য ততটাই নীরবতা বজায় থাকে। অথচ এই মানুষগুলোও এই পৃথিবীরই নাগরিক, তাঁদের জন্যও রাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। বাংলাদেশের কথা যদি বলা হয়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণাঞ্চলের বহু মানুষ ঘরছাড়া হচ্ছেন, ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে ভিড় জমাচ্ছেন। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলেও একই ছবি। নিয়মিত ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন এবং জলস্ফীতির ফলে গ্রামের পর গ্রাম উধাও হয়ে যাচ্ছে মানচিত্র থেকে। এই মানুষগুলো কোথায় যাবে, কীভাবে বাঁচবে; তা নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারেরও, আন্তর্জাতিক সংস্থারও। জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান শুধু মানবিকতার দোহাই দিয়ে হবে না, এর জন্য প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক কাঠামো। UNO কিংবা IOM-এর উচিত পৃথক একটি 'Climate Refugee Convention' আনা, যেখানে পরিবেশগত কারণে ঘরছাড়া মানুষদের অধিকার, সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। তাঁদের নাগরিকত্ব, চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকার নিয়ে আইনি নিশ্চয়তা থাকতে হবে। উন্নত দেশগুলোরও উচিত এদের জন্য পৃথক তহবিল গঠন করা। যেমনটা হয়েছে 'Loss and Damage Fund'-এর ক্ষেত্রে। জলবায়ু সংকট সৃষ্টিতে যেসব দেশ বেশি দায়ী, তাদেরই উচিত এই ধরনের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের খরচ বহন করা। একইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন নীতিমালা তৈরি করাও জরুরি। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলানো প্রয়োজন। জলবায়ু উদ্বাস্তু মানেই যে তাঁরা শুধুই বোঝা, তা নয়। তারা এক একটি সম্ভাবনা;যদি তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করা যায়। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনঃবাসন নীতির মাধ্যমে তাঁদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু তার আগে দরকার স্বীকৃতি;তাঁদের অস্তিত্বকে স্বীকার করার মানসিকতা। জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নয়, এটি এখনকার বাস্তবতা। এই বাস্তবতার সবচেয়ে নির্মম চেহারা হচ্ছে সেইসব পরিবার, যারা প্রতিদিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, অথচ যাদের জন্য কোনো বৈশ্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়, এটি মানবিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। সুতরাং, সময় এসেছে জোর গলায় এই প্রশ্ন তোলার;জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বীকৃতি ও অধিকার কবে আসবে? কেন এত নীরবতা? আর কত মৃত্যু, আর কত বাস্তুচ্যুতি দেখলে বিশ্বের বিবেক জাগবে? যদি এখনই পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতের ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। কারণ তখন এই উদ্বাস্তুদের আর্তনাদ শুধু সাগরের ঢেউয়ে নয়, আমাদের নীরবতার মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

পরনিন্দা

অপক্ স্ম করলেই নিজের সাফাই গেয়ে অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে পরনিন্দুক হ'তে হয় কার্য্য-কারণে, ফলে, ক্রমশঃ নিজের অগ্রগতি নিজেই নিরুদ্ধ করতে থাকে; তাই, নিজেকে শুদ্ধ কর, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে অযথা পরনিন্দুক হ'তে না হয়; সাবধান। অসৎবুদ্ধি, আলস্যপ্রবণ, প্রবৃত্তিপন্থী মূর্খেরা জ্ঞানবিনয়ীদের প্রায়ই ক্রূর সমালোচনা করে থাকে। না দেখে-শুনে কুকথা কচলান অন্যায্যভাবে; তকুদতেই প্ররোচিত করা; পরোক্ষে। কু-চর্চ্চা ও গুজব-বাধ্য মনের বিয়োগ ও বিকৃতিই হ'চ্ছে প্রধান পরিকর। কা'রও প্রতি নেশা থাকলে তা'র নিন্দা আসে না; সমর্থন হ'য়ে ওঠে পরাক্রমী, পুষ্ট; নেশার দিশাই ঐ।

চরিত্র

চিন্তা-চলন যেমন; চরিত্রও তেমন। সুকৃতির লক্ষণ সুচরিত্র, সুচরিত্র বুঝিয়ে দেয় সুচলন, আর, এ যেমনতর অন্তর্নিহিত ধৃতিও তেমনি। করার ভিতর-দিয়েই চরিত্র এস্তামাল হয়; কথায়, ব্যবহারে, চলায় তুমি যদি মন্দ হও, সুষ্ঠুতায়। তা' কেবল তোমাতেই নিবদ্ধ থাকে না; পরিবার পারিপার্শ্বিকেও সংক্রামিত হয় তা', তাই, ভাল যদি করতে পার, কর; নিজে ভালতে দাঁড়িয়ে ; মন্দ হ'য়ে, নিজের সাথে-সাথে অন্যেও তা' সংক্রামিত করতে যেও না। আপন পারিবারিক পরিবেশে অভ্যাস, ব্যবহার যা'র যেমন, প্রকৃতিও তা'র তেমনি ; সাধারণতঃ।

"সবুজ ব্যবসায় নারীর ক্ষমতায়ন একটি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের পথিকৃৎ"

একটি সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি সবুজ গ্রহের জন্য লড়াই লিঙ্গ সমতার লড়াইও হতে হবে। সবুজ ব্যবসায় নারীর ক্ষমতায়ন কেবল একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয় - এটি স্থিতিশীল সম্প্রদায়, সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা। বিশ্ব যখন পরিষ্কার শক্তি, বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং পরিবেশ-বান্ধব উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করে, তখন নারীর নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণ এই রূপান্তরগুলিকে এমনভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে যা সকলের জন্য উপকারী।

ঐতিহাসিকভাবে ব্যবসায় এবং পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম, তবুও তারা জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। অনিয়মিত আবহাওয়ার সাথে লড়াই করা গ্রামীণ কৃষক থেকে শুরু করে দূষিত বায়ু এবং জলের মুখোমুখি শহুরে বাসিন্দাদের মধ্যে, নারীরা প্রায়শই পরিবেশগত অবক্ষয়ের শিকার হন। বিদ্রূপাত্মকভাবে, টেকসই সমাধান পরিচালনার জন্য তাদের কাছে অমূল্য জ্ঞান এবং নেতৃত্বের সম্ভাবনাও রয়েছে। এইভাবে সবুজ ব্যবসায় নারীর ক্ষমতায়ন আজকের পরিবেশগত সংকট মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভা, উদ্ভাবন এবং সামাজিক মূলধনের একটি ভাণ্ডার উন্মোচন করে।

ভারতে, নারী-নেতৃত্বাধীন সবুজ উদ্যোগের সম্ভাবনা অপরিসীম। দেশটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেকসই কৃষি এবং পরিবেশ-পর্যটনের মতো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন। তারা সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প ডিজাইন করছেন, সম্প্রদায়-ভিত্তিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রকল্প পরিচালনা করছেন, জৈব চাষের প্রচার করছেন এবং পরিবেশ-বান্ধব স্টার্ট-আপ পরিচালনা করছেন। এই প্রচেষ্টাগুলি কেবল পরিবেশগত স্থায়িত্বে অবদান রাখছে না বরং যেসব ক্ষেত্রে নারীর কর্মসংস্থান ঐতিহ্যগতভাবে সীমিত, সেখানে অর্থনৈতিক সুযোগও তৈরি করছে। তবে, লিঙ্গ-সমেত সবুজ ব্যবসার পথ চ্যালেঞ্জপূর্ণ। অর্থের অ্যাক্সেস এখনও সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি। জামানতের অভাব, সীমিত আর্থিক সাক্ষরতা এবং ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পক্ষপাতের কারণে নারী উদ্যোক্তারা প্রায়শই মূলধন সুরক্ষিত করতে লড়াই করেন। উপরন্তু, অনেক নারী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার মুখোমুখি হন যা তাদের গতিশীলতা, নেটওয়ার্কিং সুযোগ এবং বাজারে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হওয়ার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। লক্ষ্যবস্তু হস্তক্ষেপ ছাড়া, এই পদ্ধতিগত বাধাগুলি নারীদের সবুজ অর্থনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেয়, লিঙ্গ সমতা এবং টেকসই লক্ষ্য উভয়কেই ক্ষুণ্ণ করে।

এই বর্ণনা পরিবর্তনে সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নীতি কাঠামোতে অবশ্যই লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা সবুজ খাতে নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করে। এর মধ্যে রয়েছে নিবেদিতপ্রাণ তহবিল প্রকল্প তৈরি করা, নারীদের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করা এবং পরিবেশগত শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের পদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব নারী-নেতৃত্বাধীন সবুজ ব্যবসাগুলিকে পরামর্শদান, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং বাজার অ্যাক্সেস উদ্যোগের মাধ্যমে সমর্থন করে পরিবর্তনকে অনুঘটক করতে পারে। শিক্ষা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সচেতনতার সাথে পরিবেশগত শিক্ষার সমন্বয় যুবতী মহিলাদের টেকসইতার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসে সজ্জিত করে। পরিষ্কার প্রযুক্তি, শক্তি দক্ষতা এবং টেকসই কৃষিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নারীদের উদ্ভাবক এবং নেতা হওয়ার ক্ষমতায়ন করতে পারে। অধিকন্তু, সমকক্ষ নেটওয়ার্ক এবং নারীদের সমষ্টি গড়ে তোলা জ্ঞান ভাগাভাগি, সমর্থন এবং সম্মিলিত দর কষাকষির ক্ষমতাকে উৎসাহিত করে, যা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সম্প্রদায়-ব্যাপী প্রভাবে পরিণত করে। বেসরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে সবুজ শিল্পে লিঙ্গ বৈচিত্র্যের জন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিচ্ছে। নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীদের ভূমিকা পালনকারী কোম্পানিগুলি প্রায়শই শক্তিশালী উদ্ভাবন, উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বর্ধিত কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব প্রদর্শন করে। বিনিয়োগকারীরা পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন (ব্ল(ঝ) মানদণ্ড সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার সাথে সাথে, নারী নেতৃত্বাধীন সবুজ উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করা একটি কৌশলগত বিনিয়োগের সুযোগ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য করে প্রভাবশালী বিনিয়োগ তহবিল এবং সবুজ বন্ড টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির একটি নতুন তরঙ্গ উন্মোচন করতে পারে যা লিঙ্গ সমতাকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। মাঠের গল্পগুলি তুলে ধরে যে কীভাবে সবুজ ব্যবসায় নারীর নেতৃত্ব বাস্তব সম্প্রদায়ের সুবিধায় রূপান্তরিত হয়। অনেক গ্রামীণ এলাকায়, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প বা টেকসই কৃষি উদ্যোগ পরিচালনাকারী নারী গোষ্ঠীগুলি জীবিকা উন্নত করেছে, কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করেছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করেছে। এই সাফল্যগুলি বিচ্ছিন্ন নয় বরং একটি বৃহত্তর প্রবণতার ইঙ্গিত দেয় যেখানে নারীর অন্তর্ভুক্তি আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশগত সমাধানের দিকে পরিচালিত করে। তদুপরি, নারীরা টেকসই চ্যালেঞ্জগুলির জন্য অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে, প্রায়শই সামাজিক সংহতি, আন্তঃপ্রজন্মগত সমতা এবং স্থানীয় জ্ঞানের উপর জোর দেয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের বহুমাত্রিক প্রকৃতি মোকাবেলার জন্য এই সামগ্রিক পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের মতামতকে মূল্য দেয় এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক সবুজ ব্যবসায়িক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে, সমাজ এমন সমাধান তৈরি করতে পারে যা কেবল পরিবেশগতভাবে সুস্থ নয় বরং সামাজিকভাবেও ন্যায়সঙ্গত। বর্ণ, শ্রেণী এবং জাতিগততার মতো অন্যান্য বিষয়ের সাথে লিঙ্গের আন্তঃসংযোগও মনোযোগের দাবি রাখে। প্রান্তিক নারীরা প্রায়শই জটিল অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং তাদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত সহায়তা ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই ক্ষমতায়নের উদ্যোগগুলি সূদ এবং প্রেক্ষাপট-নির্দিষ্ট হতে হবে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে হবে। ভারত এবং বিশ্ব যখন [illegible] শীর্ষ সম্মেলন, জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সবুজ ব্যবসায় নারীর ক্ষমতায়নকে এই কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। জনসংখ্যার অর্ধেক সজ্জিত এবং অবদান রাখতে সক্ষম তা নিশ্চিত না করে উচ্চাভিলাষী পরিবেশগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা যথেষ্ট নয়। সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তর দীর্ঘস্থায়ী লিঙ্গ বৈষম্য সংশোধন এবং ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই একটি ভবিষ্যত গড়ে তোলার একটি বিশাল সুযোগ। সবুজ ব্যবসায় নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্তির চেয়েও বেশি কিছু - এটি উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং অর্থনৈতিক প্রাণশক্তির চালিকাশক্তি। লিঙ্গ সমতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের একত্রিতকরণ একটি শক্তিশালী সমন্বয় তৈরি করে যা ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং গ্রহ উভয়কেই উপকৃত করে। নারীর সম্ভাবনায় বিনিয়োগ করে, বাধা ভেঙে এবং সহায়ক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে, ভারত একটি সবুজ, ন্যায্য বিশ্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে যেখানে সমৃদ্ধি ও গ্রহ একসাথে চলবে।

পরিবেশ নয়, ভোটই মুখ্য? রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদাসীনতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় সংকট হল পরিবেশগত বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, বন্যা, গ্লেশিয়ার গলন, বায়ু ও জলদূষণ;এই সবই এখন আর কল্পনার বিষয় নয়, বাস্তবের কঠিন প্রতিচ্ছবি। তবুও বিস্ময়করভাবে দেখা যায়, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক বড় অংশ এই সমস্যাগুলিকে অবহেলা করে চলেছেন। তারা জন সচেতনতাকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং ভোটের অঙ্কে ডুবে থাকেন। ফলে প্রশ্ন ওঠে;কেন পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে তাঁদের মধ্যে তেমন কোনো উদ্যোগ বা আগ্রহ দেখা যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের রাজনীতির চরিত্র এবং রাজনীতিকদের অগ্রাধিকার তালিকার দিকে তাকাতে হয়। রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে ভোট ও ক্ষমতা। জনতার আবেগ, জাতি-ধর্মের সমীকরণ, ত্রাণ বা ভাতা নিয়ে প্রতিশ্রুতি;এসবই তাঁদের প্রচারের কেন্দ্রে থাকে। পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু সংকটের মতো বিষয়গুলি এতটাই 'অদৃশ্য' এবং 'দীর্ঘমেয়াদী' যে তা তৎক্ষণাৎ ভোটে প্রভাব ফেলে না। ফলে এই ইস্যুগুলি সহজেই উপেক্ষিত হয়। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নকে প্রায়শই 'উন্নয়নের বাধা' হিসেবে দেখানো হয়। কোনো প্রকল্প বন্ধ করতে হলে, বনাঞ্চল কেটে শিল্প স্থাপন বন্ধ করতে হলে, বা কয়লা খনির সম্প্রসারণ রুখতে হলে; পরিবেশ রক্ষার দোহাই দেওয়া হলেও তাতে সরকারের বা রাজনীতিকদের 'উন্নয়ন' ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই অনেক সময় তারা জানেন, যে প্রকল্পটি পরিবেশ ধ্বংস করবে, তা সত্ত্বেও তারা সেই প্রকল্পকে সমর্থন করেন শুধুমাত্র শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীদের খুশি করতে বা কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাসে ভোট টানতে। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারগুলির দিকে নজর দিলে এই সত্য আরও স্পষ্ট হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেখানে পরিবেশ রক্ষা নিয়ে এক-দুটি সাধারণ বাক্যের বেশি কিছু থাকে না। অথচ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জলসংকট, কৃষি জমির অবক্ষয়, বায়ুদূষণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং;এগুলো যে শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, অর্থনৈতিক এবং মানবিক সংকট হিসেবেও সামনে আসছে, সেটা বোঝা দরকার। রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদাসীনতার অন্যতম কারণ হল জনগণের মধ্যেও এই বিষয়ে চেতনাহীনতা। অধিকাংশ ভোটারই আজও পরিবেশ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন না বা নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে পরিবেশের গুরুত্ব বোঝেন না। ভোটের সময় চাকরি, পানীয় জল, রেশন, ধর্মীয় আবেগ বা স্থানীয় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি;এসবই বেশি প্রভাব ফেলে। ফলে নেতারাও জানেন, পরিবেশ নিয়ে জোরালো অবস্থান নিলেও ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন ঘটবে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পরিবেশের প্রশ্নে যে ধরনের নীতিগত অবস্থান নেওয়া দরকার, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বড় বাজেট, প্রশাসনিক কাঠামোর রদবদল ও জনসচেতনতামূলক প্রকল্প। অথচ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই পাঁচ বছর অন্তর্বর্তী মেয়াদে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে। তারা চটজলদি ফল দিতে চায়, এমন পদক্ষেপে আগ্রহী থাকে। পরিবেশ রক্ষা সে তুলনায় ধীর এবং অনেক সময় অদৃশ্য প্রক্রিয়া। তাই সেখানে তাদের উৎসাহ কম। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে রাজনীতি ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও পরিবেশ রক্ষার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় নির্মাণ সংস্থা, খনি, বিদ্যুৎ প্রকল্প বা রাসায়নিক কারখানাগুলি রাজনৈতিক দলের অর্থদাতা। তাদের স্বার্থে পরিবেশ আইনকে নমনীয় করে তোলা, প্রতিবাদীদের দমন করা কিংবা পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে গোপন করা; এসব ঘটনা নতুন কিছু নয়। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা এ কারণেই প্রায়শই প্রশাসনের নিপীড়নের মুখে পড়েন। তবে এই ছবিতে সম্পূর্ণ অন্ধকার নেই। কিছু কিছু রাজ্য সরকার বা জনপ্রতিনিধি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছেন, প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছেন বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্যের ব্যবহার উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু এই উদ্যোগগুলি এতটাই বিচ্ছিন্ন এবং সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ যে তা বৃহত্তর পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং প্রায়শই দেখা যায়, একদিকে বৃক্ষরোপণ চলছে, অন্যদিকে কয়েক মাইল দূরে হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে নতুন রাস্তা বা প্রকল্পের জন্য। আমরা যদি পরিবেশ রক্ষা করতে সত্যিই আগ্রহী হই, তবে এই উদাসীনতা ভাঙতে হবে দু'দিক থেকেই। একদিকে যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জবাবদিহির মুখে দাঁড় করাতে হবে, তেমনই জনগণকেও সচেতন হতে হবে নিজেদের ভোটাধিকার ব্যবহারে। আজ যে শিশুটি দূষিত বায়ুতে শ্বাস নিচ্ছে, যে কৃষকটি অনাবৃষ্টিতে জমিতে ফাটল দেখতে পাচ্ছেন, কিংবা যে শহরবাসী প্রতিদিন আবর্জনার পাহাড়ে পা দিচ্ছেন; তাঁরাও এই রাজনৈতিক উদাসীনতার শিকার। আমরা ভুলে গেলে চলবে না, পরিবেশ শুধু প্রকৃতির বিষয় নয়;এটি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির বিষয়। একে অবহেলা মানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার হরণ। রাজনীতি যদি মানুষের কল্যাণের পথ হয়, তবে পরিবেশ রক্ষা তাতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত। কারণ একমাত্র সুস্থ পরিবেশেই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে ওঠে। অতএব, সময় এসেছে রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্ন করার; আপনাদের উন্নয়নের মানচিত্রে পরিবেশের স্থান কোথায়? আপনি যখন পরবর্তী নির্বাচন জিততে চান, তখন কি ভাবেন এই প্রকৃতিকে নিয়ে, যার ওপর নির্ভর করছে আমাদের জীবনধারা, আমাদের জল, বাতাস, খাদ্য? এই প্রশ্নগুলিই হতে পারে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা; যেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মানবিক বিকাশ একসঙ্গে পথচলা শিখবে। যদি তা না হয়, তবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়তো আমাদের এই যুগকে মনে রাখবে এক নিষ্ঠুর নীরবতা হিসেবে; যেখানে রাজনীতি শুনেছিল সবকিছু, শুধু পরিবেশের আর্তনাদকে নয়।

বাংলাদেশের নতুন প্রকাশিত নোটে বাংলা বানান ভুল

হাসিনা সরকারের পতনের পরে এতো দ্রুত সব পরিবর্তিত হচ্ছে যে ভালোভাবে তা দেখার সময় হচ্ছে না। আর তার জন্যই ঘটেছে ভয়ানক ত্রুটি। ভেঙে ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তিও। সে দেশের রাস্তায় দাপাদাপি বেড়েছে ইসলামি কট্টরপন্থীদের। আর এবার মুজিবকে একেবারে মুছে ফেলতে উদ্যোগী নতুন সরকার বাংলাদেশে নতুন নোট প্রকাশ করেছে। নোটের নতুন ডিজাইন সহ ৬টি ছবি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে রয়েছে ৫০০, ২০০, ১০০ ও ১০ টাকার নোট। এই নোটগুলোতে রয়েছে গভর্নর আহসান হাবিব মনসুরের স্বাক্ষর। তবে পুরনো নোটকে বাতিল করেনি সে দেশের সরকার। নতুন এই নোটের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই নোটগুলোর ডিজাইন নিয়ে সরব হয়েছেন দেশের একাংশ। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক দেখা গিয়েছে নতুন ১০ টাকার ব্যাঙ্ক নোটের ক্ষেত্রে। গোলাপি রংয়ের এই নোটের সামনের দিকে বায়তুল মোকারম জাতীয় মসজিদের ছবি থাকলেও বিতর্ক দানা বেঁধেছে নোটের পিছনের দিকে থাকা গণ অভ্যুত্থানের সময় আঁকা গ্রাফিতিটিকে নিয়ে। এই গ্রাফিতিতে লেখা রয়েছে, 'যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ'। আর এই লেখা নিয়েই বেড়েছে বিতর্ক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওই গ্রাফিতিতে দাঁড়াও বানানটি ভুল রয়েছে। এবং লাইন শেষের পর কোনও দাঁড়ি নেই। গণঅভ্যুত্থানের সময়ই এই গ্রাফিতিটিতে বানান বা যতিচিহ্নগত ভুল ছিল। কিন্তু সেই গ্রাফিতি যখন দেশের টাকায় ছাপানো হচ্ছে, তখন তার বানান কেন ঠিক করা হল না, সেই নিয়ে সরব হয়েছেন বাংলাদেশি নেটিজেনদের একাংশ। এ ছাড়াও তাকায় থাকা বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়েও অসন্তোষ দেখা গিয়েছে নেট নাগরিকদের মধ্যে।

প্লাস্টিক দূষণের ছোবল এখনই ভাবনার সময়, না হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার

আধুনিক জীবনে প্লাস্টিক এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাজারে যাওয়া থেকে শুরু করে পানীয় জলের বোতল, খাবার মোড়ানো, বাসনপত্র, খেলনা; প্রতিটি ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। অথচ এই বহুল ব্যবহৃত উপাদানটি এখন আমাদের জীববৈচিত্র্য, নদী-সমুদ্র এবং আবহাওয়ার ভারসাম্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাই প্রশ্ন উঠছে; এখনও কি সময় আসেনি এই বিষাক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর? প্লাস্টিক দূষণ কমানোর উপায় নিয়ে গভীরভাবে ভাবার? প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এর অপচনশীলতা। একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক বছরের পর বছর, এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত মাটির নিচে পড়ে থাকে, পচে না। সামুদ্রিক প্রাণী থেকে শুরু করে গৃহপালিত পশু, এমনকি মানুষের শরীরেও প্লাস্টিক মাইক্রোপার্টিকলের উপস্থিতি এখন চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, আমরা প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে যে পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক খেয়ে নিচ্ছি, তা একটি ক্রেডিট কার্ডের সমান হতে পারে। এটি নিঃসন্দেহে মানবস্বাস্থ্যের ওপর এক ধীর, কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ। বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৪০০ মিলিয়ন টনেরও বেশি প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়, যার একটি বিরাট অংশই একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। এর একটা বিশাল অংশ শেষমেশ নদী, সমুদ্র বা খোলা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে তো প্লাস্টিকের ব্যবহার এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, জাতীয় সড়কের ধারে, পাহাড়ি অঞ্চলে, এমনকি অরণ্যেও রঙিন প্লাস্টিকের মোড়ক দেখা যায়। শহরগুলোতে ড্রেন, নর্দমা, খাল; সবই প্লাস্টিকের বর্জ্যে আটকে যায়, যার ফলে বর্ষাকালে জল জমে, জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সরকার বিভিন্ন সময়ে প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যেমন একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে অনেক রাজ্যে। কিন্তু বাস্তবে এই আইন কতটা কার্যকর হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের একাংশ এখনও সচেতন নয় কিংবা সচেতন হলেও বিকল্পের অভাবে পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। এখানে জরুরি হয়ে পড়ে সচেতনতা এবং বিকল্প ব্যবস্থার প্রসার। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিশুদের প্লাস্টিক দূষণের কুফল সম্পর্কে জানানো উচিত। ঠিক যেমনভাবে পরিবেশ দিবসে গাছ লাগানো হয়, তেমনভাবে 'নো প্লাস্টিক ডে' পালন করা যেতে পারে। স্থানীয় স্তরে পৌরসভা, পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে প্লাস্টিক মুক্ত বাজার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে পাট, কাপড়, কাগজ বা বায়োডিগ্রেডেবল উপকরণের ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং সেইসব পণ্যের উৎপাদন ও বিপণনে সরকারি ভর্তুকি প্রদানও জরুরি। এছাড়াও, কর্পোরেট সংস্থাগুলোর দিক থেকেও একটি দায়বদ্ধ মনোভাব প্রয়োজন। বহু সংস্থা এখনও তাদের পণ্যের মোড়ক বা প্যাকেজিংয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার করছে, যদিও তাদের বিকল্প ব্যবহারের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে "Extended Producer Responsibility" বা ই.পি.আর. নীতির কার্যকর প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি, যাতে উৎপাদক সংস্থাগুলি তাদের পণ্যের ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ ও রিসাইকেল করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্লাস্টিক সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। অনেক দেশে বাসাবাড়ি থেকেই বর্জ্য পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু হলেও তার বাস্তবায়ন যথাযথ নয়। স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এই উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এছাড়া, প্রযুক্তির উন্নয়নও এই সমস্যার সমাধানে বড় ভূমিকা নিতে পারে। বর্তমানে অনেক সংস্থাই এমন প্লাস্টিক উৎপাদনের চেষ্টা করছে, যা সহজে পচনশীল এবং পরিবেশ বান্ধব। কিন্তু এর উৎপাদন খরচ এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি। সরকার চাইলে এই ধরনের উদ্যোগে বিনিয়োগ ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে, যা ভবিষ্যতে একটি টেকসই পরিবেশের দিশা দেখাবে। প্লাস্টিক দূষণ আজ শুধু একটি পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটও। কৃষিজমিতে জমা হওয়া প্লাস্টিক ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে, মৎস্যজীবীদের জীবিকায় প্রভাব ফেলছে, পর্যটন শিল্পে অস্বস্তি সৃষ্টি করছে, এমনকি শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ছে। তাই এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রশাসন, শিল্প, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া উপায় নেই। প্লাস্টিকমুক্ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন কঠোর আইন, কার্যকর সচেতনতা এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারার অভ্যাস গড়ে তোলা। না হলে এই বিষাক্ত প্লাস্টিক একদিন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসনালী জুড়ে বসে থাকবে; অদৃশ্য, অথচ মারাত্মকভাবে ধ্বংসাত্মক এক অস্ত্র হিসেবে। সুতরাং, এখনই সময় ভাবার;কীভাবে প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো যায়, কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিকল্প ব্যবহার করা যায় এবং কীভাবে আমরা সকলে মিলে একটি সবুজ ও টেকসই পৃথিবীর স্বপ্ন সফল করতে পারি। কারণ যদি এখন না ভাবি, ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য কিছুই আর ভাবার অবকাশ থাকবে না।

উত্তরবঙ্গ থেকে এবার আরও কাছে হল কলকাতা, শীঘ্রই চালু হচ্ছে ফরাক্কা নিউ ব্রিজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুন ঃ থাকতে হবে না আর ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে। শিলিগুড়ি হোক বা কলকাতা, নিশ্চিন্তে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছাবেন গন্তব্যে। ভাবতে হবে

না আর সময়ের কথা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন শিলিগুড়ি বা কলকাতা। এবার কলকাতা থেকে দূরত্ব কমতে চলেছে উত্তরবঙ্গের। কলকাতা-শিলিগুড়ি ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক উপর নবনির্মিত ফারাক্কা নিউ ব্রিজ চালু হতে চলেছে শীঘ্রই। মালদার বৈষ্ণবনগর এলাকার এক বাসিন্দা জানান, পুরানো ফারাক্কা ব্যারেজে দীর্ঘ সময় ধরে জ্যামে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। অনেক ক্ষেত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগত ব্রিজ পারাপার হতে। এখন এই নতুন বাইপাস ব্রিজ হওয়ার পর অনেক কম সময় লাগবে। মাত্র দুই মিনিটে নদী পার করে মালদা থেকে ফারাক্কায় যাওয়া যাবে। এই নতুন ব্রিজ হওয়ার পর জ্যাম থাকবে না আর। কলকাতা যেতেও আগে থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কম লাগবে। এই বিষয়ে নিউ ফারাক্কা ব্রিজ প্রজেক্ট ম্যানেজার পি. ভেনকাটা স্বামী জানান, নিউ ফারাক্কা ব্রিজে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে দুই লাইন সড়ক তৈরি করা হয়েছে। ব্রিজ তৈরি হওয়ার ফলে কলকাতা - শিলিগুড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে সময় বাঁচবে। যার ফলে অনেক সুবিধা হবে বঙ্গবাসীদের। তবে বর্তমানে পুরনো ব্যারেজের জ্যাম এড়ানোর জন্য সামনে মাস থেকেই একটি লাইন খোলা হবে। আশা করা হচ্ছে এই বছরের শেষের দিকে এই নিউ ফারাক্কা ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হবে। ইতিমধ্যে ৮৪ টি পিলার সংযুক্তিকরণ সম্পন্ন করে পিচ ঢালাই রাস্তার কাজ প্রায় শেষের দিকে। শুধুমাত্র স্ট্রিট লাইট এবং আধুনিক সৌন্দর্যকরণ করার কাজ বাকি। কেন্দ্র সরকারের প্রায় ৫২১ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় সড়কের উপর গঙ্গা পারের এই নতুন বাইপাস ব্রিজ তৈরি করা হচ্ছে। এই বছরের শেষে কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। তবে সামনে জুলাই মাস থেকেই একটি লাইন খোলা হবার কথা জানিয়েছিলে নিউ ফারাক্কা ব্রিজ প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ। এর ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের।

নির্মল বাংলা থমকে, প্লাস্টিকের গ্রাস গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে নির্মল বাংলা গড়ার প্রকল্পের বাস্তব চিত্র সামনে এল পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। সরকারি কাগজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে একাধিক পঞ্চায়েতে কার্যকর হয়নি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। প্লাস্টিক দূষণে নিকাশি ব্যবস্থার করুণ হাল, বাজার-শহর-পুকুর সবই প্লাস্টিকে ঢেকে যাচ্ছে। পানাগড়, বুদবুদ থেকে ত্রিলোকচন্দ্রপুর-চিত্র প্রায় এক। কাঁকসা ও বুদবুদ পঞ্চায়েতে এখনও চালু হয়নি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, যদিও একাধিক জায়গায় প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট বসেছে। পানাগড় বাজারে প্লাস্টিক আবর্জনায় নিকাশি নালা প্রায় বন্ধ। বুদবুদের সেচ ক্যানেলে প্লাস্টিক বর্জ্যে ভর্তি। বছর দুয়েক আগে বুদবুদ বাজারে বসানো ১০০টি ডাস্টবিন এখন উধাও। ফলস্বরূপ, যত্রতত্র আবর্জনা জমে তৈরি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্লাস্টিক বর্জ্য আজ পরিবেশের অন্যতম বড় বিপদ। প্লাস্টিক পোড়ালে নির্গত হয় বিষাক্ত গ্যাস। আবার জলাশয় বা সমুদ্রে ফেলা হলে তা সরাসরি ক্ষতি করছে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে। সামুদ্রিক প্রাণীরা ভুল করে প্লাস্টিক খেয়ে মারা যাচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, পলিথিন এক 'দাহ্য পদার্থ। ফলে তা সহজে মিশে যায় না প্রকৃতির সঙ্গে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পদক্ষেপ করলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২৭৬৬ কোটি টাকা ও নির্মল বাংলা প্রকল্পে বরাদ্দ ৯ হাজার কোটি টাকা পড়ে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ পঞ্চায়েতে সেই টাকা খরচ করতে পারেনি। সম্প্রতি দুর্গাপুরে আয়োজিত একটি রিভিউ মিটিংয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও সচিব পি. উলগানাথন তিন জেলার পঞ্চায়েতগুলির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেন। হাতে গোনা কয়েকটি পঞ্চায়েত ছাড়া অধিকাংশই কার্যত ব্যর্থ। ইতিমধ্যেই ইউনিসেফ প্রতিনিধিদল ব্লকভিত্তিক গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালাচ্ছে। ' না জ্বালানো' ও ' না ফেলা'-র প্রচার চলছে। তবুও বাস্তবে গৃহস্থালি থেকে বাণিজ্যিক কেন্দ্র- সবখানেই প্লাস্টিকের দাপট। খালি চকোলেট, বিস্কুট বা কুরকুরে নয় - নির্বাচনী প্রচারেও চলছে প্লাস্টিক ব্যানার-ফেস্টুনের অবাধ ব্যবহার। পরিবেশ প্রেমীদের আবেদন সত্ত্বেও প্লাস্টিকমুক্ত নির্বাচনী প্রচার সম্ভব হয়নি। পরিবেশকর্মী সজল বোস বলেন, নন-বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ব্যবহারে কঠোর আইন দরকার। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ অবিলম্বে চালু করতে হবে। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য জানান, কাঁকসা ও ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে এক জায়গায় প্রকল্পের কাজ হয়েছে। খুব শীঘ্রই পানাগড়ে প্লাস্টিক বর্জ্য তোলার কাজ শুরু হবে। গলসি ১- এর বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল জানান, বুদবুদ ও মানকরে একই প্রকল্প হয়েছে। বিদ্যুৎদয়ন ও নিরাপত্তা রক্ষীর ব্যবস্থা হলেই মেশিন বসিয়ে কাজ শুরু হবে। তবে বাস্তবের ছবি বলছে, প্রকল্প থাকলেও বাস্তবায়নে বড় প্রশ্নচিহ্ন। আর তারই খেসারত দিচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র।

গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম ও পজিটিভ বার্তার যৌথ প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ জুন ঃ আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ৫ জুন গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম ও পজিটিভ বার্তার যৌথ প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সূচি গ্রহণ করা হয়। বেল, কামিনী সহ বিভিন্ন চারাগাছ রোপন করা হয়। পাশাপাশি, একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও করা হয়। উল্লেখ্য, পজিটিভ বার্তা একটি ইতিবাচক প্লাটফর্ম। সারা বছরে এক কোটি বৃক্ষরোপণে কর্মসূচি নিয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম। পজিটিভ বার্তার এই মহতী কাজে প্রাণিত হয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র গাছ লাগিয়ে পজিটিভ বার্তা থামতে চায় না। সেই গাছ সংরক্ষণের জন্য সকলের কাছে অনুরোধ রাখছে এই প্ল্যাটফর্ম। জানা গেছে, নাটক, নৃত্য গীত ইত্যাদির মাধ্যমে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আপামর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছে পজিটিভ বার্তা প্লাটফর্ম এবং তার ছাতার তলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম সহ অন্যান্য শাখা সংগঠন। গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তনের কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় জানান, বিশ্ব উষ্ণায়নকে রোধ করতে আমরা এই ধরনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি। পজিটিভ বার্তা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের সঙ্গে গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন এই মহতী কাজে নিয়োজিত। আসুন, সারা বছরই আমরা কিছু না কিছু লাগায়। লক্ষ প্রাণ বাঁচায়। অন্যদিকে, বড়শাল অঞ্চল পঞ্চায়েত সহ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশা কর্মী এবং স্বাস্থ্য কর্মী , স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে একটি র‍্যালি বের হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ মালিগাঁওস্থিত রঙ ভবনে বিশ্বব্যাপী থিম ''প্লাস্টিক দূষণের অবসান'' গ্রহণ করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উদযাপন করে। অনুষ্ঠানটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে উইমেন্স ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন (এনএফআরডব্লিউডব্লিউও)-এর সভানেত্রী শ্রীমতী শালিনী শ্রীবাস্তবের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের একটি মুখ্য আকর্ষণ ছিল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং কটন বিশ্ববিদ্যালযের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর সহযোগিতামূলক গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য একটি সমঝোতা চুক্তি (মউ) স্বাক্ষর। উদ্যাপন অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং বরিষ্ঠ আধিকারিক উপস্থিতি ছিলেন। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) এবং অন্যান্য ডিভিশনাল অফিসার তাদের নিজ নিজ স্থান থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন, যাতে প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তাটি সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে প্রচার শুরু আলিফার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ জুন ঃ আগামী ১৯ জুন অনুষ্ঠিত হতে চলছে কালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। আর নির্বাচনে জয়ের, লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরেছে সব রাজনৈতিক দল। প্রতিদিনই নিজ নিজ প্রচারে ব্যাস্ত তিন প্রার্থীই। গরমের দাবদাহকে কার্যত উপেক্ষা করেই চলছে সব রাজনৈতিক দলের প্রচার। তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে এখনো পর্যন্ত তৃণমূলের

তরফেই প্রচারের তোড়জোড় বেশি নজরে এসেছে, তৃণমূল সূত্রে খবর প্রচারে নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যেই বিধানসভা এলাকার প্রতিটি অঞ্চলে প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার করাই মূল লক্ষ্য। আর বৃহস্পতিবার ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে পরিবেশকে সবুজায়নের বার্তা দিয়ে নিজের প্রচার শুরু করে তৃণমূলের আলিফা আহমেদ। আলিফা আহমেদ বলেন দিদির দেখানো পথকেই অনুসরণ করে চলছে প্রচার, আর আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করা হয়, তিনি বলেন এদিন সকালে মীরা ১নাম্বার অঞ্চলে প্রচার কাজ চলে, দিনভর চলবে প্রচার কর্মসূচী। স্থানীয় সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগের মাধ্যমে চলছে প্রচার, পাশাপাশি তিনি আরও জানান সাধারণ মানুষের যেমন সারা বিগত দিনের থেকে এই উপনির্বাচনে মানুষের আশীর্বাদ আরও বেশি পাবো। সব মিলিয়ে ২০২৬ -এর আগে এই উপনির্বাচনের ফলাফল যে সব রাজনৈতিক দলের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে শেষ হাসি কে হাসবে সেটা দেখা সময়ের অপেক্ষা।

সালকিয়ার বাঁধাঘাটে সচেতনতা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে হাওড়া সিটি পুলিশের অভিনব উদ্যোগ। পরিবেশ বাঁচাতে পথে নামলেন পুলিশ ও এক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সকালে সালকিযার বাঁধাঘাটে এক অনুষ্ঠানে ঝাঁটা হাতে গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করা হয়। উদ্দেশ্য, গঙ্গা দূষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। বেশ কয়েকদিন ধরেই হাওড়া সিটি পুলিশের কাছে গঙ্গা দূষণ সম্পর্কে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ নর্দমা দিয়ে প্লাস্টিকের নানা ধরনের টুকরো এবং প্যাকেট সরাসরি গঙ্গা নদীতে মিশছে। এতে নদীর দূষণ মাত্রা বাড়ছে। এ ব্যাপারে তাঁরা পুলিশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বৃহস্পতিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে সালকিয়ার বাঁধাঘাটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি (নর্থ) বিশপ সরকার বলেন, সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে গঙ্গা নদীর দূষণ সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। মূল সমস্যা হল প্লাস্টিক সরাসরি গঙ্গা নদীতে মিশে যাওয়া। তাতে নদীর দূষণ বাড়ে। যদি প্লাস্টিককে আগে থেকেই আলাদা করা যায় তবে সেই প্লাস্টিক থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা ধরনের জিনিস এমনকি রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ। এদিন পুলিশের কাজের সঙ্গে হাতে হাত মেলান হাওড়া পুরসভার সাফাই কর্মীরা এবং এলাকার বাসিন্দারা। সকলেই চাইছেন গঙ্গা যেন দূষণমুক্ত থাকে।

CORRIGENDUM
Govt. of West Bengal.

Corrigendum is here by invited by the Superintending Engineer, PWD, IT Circle, 5 th Floor, KIT Annex Building, P-16, India Exchange Place, Kolkata-700073 from the eligible contractors for the following works.

1. **Name of Work:- Construction of Kurseong Campus of Presidency University at Dowhill, Kurseong, Darjeeling, West Bengal :: Internet Connectivity : [Point to Point Connectivity and Internet Leased Line Connectivity]**
Tender ID No: 2025_WBPWD_842234_1
Tender Ref No: WBPWD/SEITC/NIT-03 OF 2025-2026
Bid Submission Closing Date: **12-06-2025 up to 05:00 P.M.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Superintending Engineer
In-Charge
IT Circle, P.W.D.
Govt.of West Bengal

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ২৯_২০২৫-২৬, তারিখ ০৪.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ **(সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া-র আওতাধীনে)** কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর ফেয়ারলি প্লেস-এ রোলিং স্টক কার্যালয়ের পুনর্গঠন এবং সংস্কার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫,৭০,২৩,৬১২.৫৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৩৫,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) প্রদান - ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-120/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কোয়াড কেবল প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নংঃ এসএনটি-১০-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখঃ ৩১-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও স্থানঃ** লামডিং ডিভিশনের মাইবং-দামছড়া সেকশনের মধ্যে ব্লক যোগাযোগ এবং জরুরি যোগাযোগের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য শর্তের ভিত্তিতে কোয়াড কেবল প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,২৫,৬০,২২৬.৩৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৬২,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NIT-3

Tender ID 2025_ZPHD_859042, 2025_ZPHD_859014, 2025_ZPHD_858968, 2025_ZPHD_858938, 2025_ZPHD_858834, 2025_ZPHD_858799, 2025_ZPHD_858775, 2025_ZPHD_858736, 2025_ZPHD_858706
Sd/- Shimulpur GP
Gaighata

Office of the
Islampur Chak Gram Panchayat
PO & PS. Islampur, Block: Raninagar-I, Dist. Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.
(i) 01/ICGP/15CFC/2025-26 &
(ii) 02/ICGP/15CFC/2025-26

Percentage rate e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat for total **17(Seventeen)Nos**. different works. Bid Submission closing (Online) **13/06/2025(14.00)**. Bid opening date for Technical proposals (Online): **16/06/2025(14.00)**. For details please visit e-procurement portal **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Islampur Chak Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Jagatballavpur-II Gram Panchayet, Howrah

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/195/2025, Date: 05/06/25. Sl No.:01**, Last date of Tender droping: **14.06.2025, 09.30pm**, Date of opening of Bibs: **17.06.2025, 11.30 AM**, Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১৩, তারিখঃ ০২-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনে সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহারের অধিক্ষেত্রে এসএসই/টেলি/নিউ জলপাইগুড়ির জন্য টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,০৭,৯৭,৯০২.১১ টাকা, বায়নার ধনঃ ২,০৪,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৪-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ২৪-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১২; তারিখ ঃ ০২-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম ঃ** এসএসই/টেলি/কাটিহার-এর কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহার -এর এখতিয়ারাধীন টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫১,৯০,১৮৩.২৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,০৩,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও এবং সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ২৪-০৬-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে **২৪-০৬-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ A) স্মিতা কর পিতা গৌর চন্দ্র কর B) অনির্বাণ কর পিতা গৌর চন্দ্র কর উভয়ের সাকিম আইল্যাকুন্দি কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া। গত ১৯.০৫.২০২৫ বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ২৭৯৬ /২৪, ২৭৯৭/২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) শুভাশীষ পাল পিতা রোহিত পাল ওরফে রোহিত চন্দ্র পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া উক্ত ১ নং দাতার পক্ষে গত ইং ২০২৩ সালে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ৭৩০ নং রে ঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী মনবোধ গোস্বামী পিতা শীতল গোস্বামী সাকিম- ধলডাঙ্গা, জগদল্লা, বাঁকুড়া। ২) রিঙ্কু দে পাল স্বামী শ্রী রঘুনাথ দে পিতা কমল চন্দ্র পাল মানকানালী, বাঁকুড়া উক্ত ২ নং দাতার পক্ষে গত ইং ২০২২ সালে বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ৬২৮০ নং রে ঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী বাসুদেব পাল পিতা নিমাই চন্দ্র পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া উক্ত দুই আমমোক্তার দলিল মূলে থানা ও জেলা বাঁকুড়া, দধিমুখা মৌজায় (জে.এল-১৮৯) ১৩২৯, ১৪৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১১৪ নং দাগে স্মিতা কর ০.০৫৭০ একর ও অনির্বাণ কর ০.০৯৩২ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

আলিপুরদুয়ার জংশনে য়ার্ডের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৩৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১২-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ** য়ার্ডের উন্নতকরণ-চৌতারা, সালাকাটি এবং বাসুগাঁও য়ার্ড, য়ার্ডের উন্নতকরণ-চৌতারা, ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝার এবং বাসুগাঁও য়ার্ড এবং পরিকল্পিতভাবে পারম্পরিক ও সিঙ্গল গ্যাপ এসইজের নবীকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৭০,৬৩,৯৩২.৫৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩৫,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫-০৬-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৫-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক), ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্ক-মে-২৫-৯৮। নিলাম শুরু ঃ** ১৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **ক্র. নং এএ/১, লট নং ঃ** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিপি-টিডব্লু-৩৫০-২৫-১, **স্টেশনঃ** ব্যারাকপুর। **ক্র. নং এএ/২, লট নং ঃ** পার্কিং-এসডিএএইচ-কেডিএইচ-টিডব্লু-৩৫২-২৫-১, **স্টেশনঃ** খড়দহ। **ক্র. নং এএ/৩, লট নং ঃ** পার্কিং-এসডিএএইচ- কেডিএইচ-টিডব্লু-৩৫১-২৫-১, **স্টেশনঃ** খড়দহ। **ক্র. নং এএ/৪, লট নং ঃ** পার্কিং-এসডিএএইচ- কেডিএইচ-টিডব্লু-৩৫৪-২৫-১, **স্টেশনঃ** খড়দহ। **ক্র. নং এএ/৫, লট নং ঃ** পার্কিং-এসডিএএইচ-বিএলএইচ -টিডব্লু-৩৪৯-২৫-১, **স্টেশনঃ** বেলঘরিয়া। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-79/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT
Vill–Jhikira, P.O–Jhikira, P.S–Joypur, Dist–Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. (1) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/5, (2) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/6 & (3) WB/HOWRAH/AMTA-II/JGP/NIET-2025-26/7

The Prodhan, JHIKIRA GRAM PANCHAYAT, JHIKIRA, JOYPUR, HOWRAH invites e-tender for the 3(Three) Nos. different works. Bid Submission closing date (online) **12/06/2025 at 5:30 P.M.** Bid opening date for Technical Proposals **16/06/2025 at 12:00 P.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
JHIKIRA GRAM PANCHAYAT

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: L65999WB1992PLCO55224
নিবন্ধন অফিসঃ ২বি, গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২
পত্রালাপের ঠিকানাঃ দরজা নং ৫৩ /২৩২০-সি, ১ম তলা, আশিয়ানা বিল্ডিং,
সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, CKCGHS এর বিপরীতে, পোন্নুরুন্নি, ভাইটিলা- ৬৮২০১৯
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com / secretarial@rfsl.co.in ওয়েবসাইটঃ www.rfsl.co.in

পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যদি কোনও থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (নিয়ম), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ (SEBI তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এর নিয়ম ৪৪ এবং COVID-19 মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে MCA দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ৫ জুন ২০২৫ তারিখে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যার ইমেল ঠিকানা ৩০ মে, ২০২৫ (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মের একটি বাস্তব অনুলিপি MCAসার্কুলার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যেঃ

১. পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রদত্ত আইটেমগুলি অনুমোদনের জন্য বিশেষ কার্যকলাপ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা হয়।

২. ই-ভোটিং ০৭.০৬.২০২৫ (শনিবার) সকাল ৯.০০ টা (১ টা) তে শুরু হবে এবং ০৬.০৭.২০২৫ (রবিবার) বিকেল ৫.০০ টা (১ টা) তে শেষ হবে এবং তারপরে, রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উক্ত সময়ের পরে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৩. কেবলমাত্র সেই সদস্যরা যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে।

৪. বোর্ড সিএস নিখিল জর্জ পিন্টো (সদস্যপদ নং. FCS ১১০৭৪, সিপিঃ ১৬০৫৯) অংশীদার, মেসার্স সিজারপিন্টোজন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এলএলপি, কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কোচিকে ডাক ব্যালটের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

৫. যেসব সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা secretarial@rfsl.co.in ঠিকানায় লিখে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

৬. ই- ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evoting.nsdl.com-এ ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা evotingnsdl.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন।

৭. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ evotingnsdl.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা ০২২ -৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা **TAatashoksen@nichetechpl.com** ঠিকানায় লিখতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in., BSE ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **NSDL** এর ওয়েবসাইট **https://www.evoting.nsdl.com** এ পাওয়া যাবে। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সোমবার, ০৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং **BSE** লিমিটেডকে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rfsl.co.in** এও পোস্ট করা হবে।

রিচফিল্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
মিঃ ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিআইএনঃ ০৯১৯৪৮৫৪

স্থানঃ এমাকুলাম
তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৫

OFFICE OF THE
HATGACHIA-II GRAM PANCHAYAT
BARBERIA:: ULUBERIA:: HOWRAH

Notice Inviting E-Tender
Tender Ref:- WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-02/2025-26,
Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Fourteen (14) nos. work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah.
Details are available in **https://wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchayat

E-TENDER INVITING NOTICE
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT
JANDA, RAJBALHAT, HOOGHLY

E-Tenders are being invited from the experienced and resourceful bidders for execution of development works. **NIT NO.:- RAJ-1/200, dated 04/06/2025; Tender ID :- 2025_ZPHD_858668_1 Fund: 5TH SFC(UT)**. Bid submission closing date: **18/06/2025 at 3.00PM**. Bid Opening Date: **20.06.2025 at 3.00 PM**. For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- PRODHAN
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR, P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide NIT No:01/DGP/25-26(Sl no.1 to 11),Dated 05.06.2025,
Fund:15 th FC and SBM are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from **05/06/2025 to 17/06/2025**, Bid submission closing online on **17/06/2025 at 17:30 Hrs.** Date of Bid Opening **20.06.2025 (11:30 O'Clock).** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan,
Dehibatpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION No. 01 OF 2025-2026
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Name of Work: Installation of 07 (Seven) Nos. of Iron Gate having 6.10 m long including supplying of all materials as required for fabrication, and erection with sufficient operational facility and complete in all respect, as per direction of the Engineer-in-charge under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025-26.
Application start date: **09/06/2025 from 11.00 a.m.**
Last date and time for received of quotation papers in sealed cover: **16/06/2025 up to 1:00 p.m.**
Date and Time for Opening of quotation: **16/06/2025 at 3:00 p.m.**
Details may be downloaded and seen from **http://pwdwb.in** of the office of the u/s in working hours or from the Departmental website.
Corrigendum, if any will be published as and when require.
Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

E-TENDER INVITING NOTICE
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT
JANDA, RAJBALHAT, HOOGHLY

E-Tenders are being invited from the experienced and resourceful bidders for execution of development works. **NIT NO.:- RAJ-1/201, dated 04/06/2025; Tender ID :- 2025_ZPHD_858697_1 Fund: 5TH SFC(T)**. Bid submission closing date: **18/06/2025 at 3.00PM**. Bid Opening Date: **20.06.2025 at 3.00 PM**. For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- PRODHAN
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউজ, ৩১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৩০ ৮৫১৫
ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in । ই-মেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in
সিআইএনঃ এল৩৪২০২ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৫৪২

৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ০২ জুলাই, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে আহ্বান করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর) এর প্রযোজ্য বিধান মেনে চলবে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সেবি কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার সহ পঠিত হবে। এজিএমের জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং উপস্থিতি স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে বাতিল করা হয়েছে এবং এজিএমের নোটিশের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে এজিএমের নোটিশ এবং লগইন বিশদ ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, আমরা সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব লিঙ্ক উল্লেখ করে চিঠিটি পাঠিয়েছি যাদের ইমেল আইডি আমাদের সাথে নিবন্ধিত নয়।

সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ভোটদানে অংশগ্রহণের পদ্ধতি সভার নোটিশে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.qcml.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

এই প্রসঙ্গে, সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ

ক) কোম্পানি ৫ জুন, ২০২৫ তারিখে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

খ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৯ জুন, ২০২৫ রবিবার সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ১ জুলাই, ২০২৫ মঙ্গলবার বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে।

গ) ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ হবে বুধবার ২৫ জুন, ২০২৫।

ঘ) ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে অর্থাৎ রেকর্ড তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাদের বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হলে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

ঙ) যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তিনি এজিএমে যোগদানের যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ভোট দেওয়ার পর, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

চ) যদি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডাররা কোনও ভোট দেন এবং একই শেয়ারহোল্ডাররা যদি ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন, তাহলে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ভোট অবৈধ বলে বিবেচিত হবে কারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং এর সুবিধা শুধুমাত্র সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ।

ছ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসি/ওএভিএম মোডে এজিএমে যোগদান করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের সুবিধা কমপক্ষে ১০০০ সদস্যকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে উপলব্ধ করা হবে। এর মধ্যে বৃহ শেয়ারহোল্ডার (২ বা তার বেশি শেয়ারহোল্ডিংধারী শেয়ারহোল্ডার), প্রোমোটার, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, পরিচালক, মূল ব্যবস্থাপক কর্মী, অডিট কমিটির চেয়ারপারসন, মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং স্টেকহোল্ডার রিলেশনশিপ কমিটির সভাপতিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না, যারা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে কোনও বাধা ছাড়াই বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন।

জ) ইলেকট্রনিকভাবে সময়মত লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য, সদস্যদের তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

১) তাদের নিজ নিজ ডিপি যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখেন যদি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার থাকে, প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে এবং

২) আরটিএ-এর সাথে, যদি শেয়ারগুলি বাস্তব আকারে থাকে, তাহলে জমা দিয়ে (ক) স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ যেমন ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর, আইএফএসসি কোড, (খ) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (গ) বাতিল চেকের পাতা।

ঝ) অর্থ আইন, ২০২১ অনুসারে, সদস্যদের হাতে লভ্যাংশের আয় করযোগ্য হবে এবং ডিপোজিটরি/আরটিএ-এর ট্যাক্স স্ট্যাটাস আপডেট অনুসারে, কোম্পানিকে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনে নির্ধারিত হারে সদস্যদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে টিডিএস কেটে নিতে হবে।

ঞ) ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুসারে, যেসব শেয়ারহোল্ডার ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যারা ভৌত ফোলিও, প্যান বা মনোনয়নের পছন্দ বা যোগাযোগের বিবরণ বা মোবাইল নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করেননি, তাদের লভ্যাংশ/সুদ ইত্যাদি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে, যা ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে এবং উপরোক্ত সমস্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করতে হবে।

ট) আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, এর নিয়মাবলী সহ পঠিত। সভার সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য মেসার্স কে. অরুণ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিদেরকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ঠ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ জনাব রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২১০৯৯১১-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্বা/-
ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ই জুন, ২০২৫

তৎকাল টিকিটে জালিয়াতির দিন শেষ! যাত্রীদের সুবিধায় বড় পদক্ষেপ, কী বললেন রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ রেলের তৎকাল টিকিট নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের শেষ নেই। রেলযাত্রীদের কথায়, তৎকালে কখনওই টিকিট পাওয়া যায় না। বুকিং এর চেষ্টা করতে গেলে ওয়েবসাইটের সার্ভার ডাউন হয়ে যায়। আবার সার্ভার ঠিক হতেই নিমেষে সব টিকিট বিক্রিও হয়ে যায়। অথচ এজেন্টের কাছে গেলে তৎকালের টিকিট পাওয়া যায়! পুরো ঘটনায় রেলের একাংশ কর্মীর সঙ্গে এজেন্টদের

যোগসাজশ রয়েছে বলেই অভিযোগ রেল যাত্রীদের। কালোবাজারি রুখতে রেলের পদক্ষেপের দাবিও উঠেছে। এবার দেরিতে হলেও সেই পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারতীয় রেল। বুধবার রাতে নিজের এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে একথা জানিয়েছেন স্বয়ং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। টুইটে রেলমন্ত্রী লিখেছেন, তৎকাল

টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আধার ই-অথেনটিকেশন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। অর্থাৎ আধার নম্বর ছাড়া আর তৎকাল টিকিট বুকিং করা যাবে না। টুইটে রেলমন্ত্রী এও লিখেছেন, এটি প্রকৃত রেলযাত্রীদের প্রয়োজনের সময় নিশ্চিত টিকিট পেতে সহায়তা করবে। অর্থাৎ আগে থেকে কোনও ভুয়ো টিকিট তৈরি করতে পারবেন না এজেন্টরা সেই ব্যবস্থায় করতে চলেছে ভারতীয় রেল। অনেকেই জরুরি পরিস্থিতিতে শেষ মুহূর্তে দুরপাল্লার ট্রেনে চড়তে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে যাত্রীদের একমাত্র ভরসা তকাল টিকিট। আগে থেকে বুকিং করা টিকিটগুলির মধ্যে যেগুলি ক্যানসেল হয়ে যায় সেই শূন্য আসনগুলির জন্য সফরের আগের দিন তৎকাল টিকিট বুকিং শুরু হয়। আর এক্ষেত্রেই এজেন্টরা এতদিন জালিয়াতি করতেন বলে যাত্রীদের অভিযোগ।

শহরের বন্যফুলের মধুতে ভারী ধাতু!

মৌমাছিদের ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একটি নতুন গবেষণায় জানা গেছে, দূষিত শহুরে মাটিতে জন্মানো বুনোফুল ভারী ধাতু শোষণ করে এবং তা তাদের মধুমিষ্টির মাধ্যমে পরাগায়নকারী প্রাণীদের কাছে স্থানান্তরিত করতে পারে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, হোয়াইট ক্লোভার এবং বিন্ডউইডের মতো উদ্ভিদ দূষিত মাটি থেকে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম এবং সীসার মতো বিষাক্ত ধাতু শোষণ করে। মৌমাছিরা যখন এই বুনোফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, তখন তারা অজান্তেই এই ধাতুগুলি গ্রহণ করে। পরাগায়নকারী প্রাণী যেমন মৌমাছি বৈশ্বিক খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপেল এবং টমেটোর মতো ফসল, যা ফল ধরার জন্য পোকামাকড়ের পরাগায়নের উপর নির্ভর করে, তাদের উৎপাদনশীলতা মৌমাছির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তবে, শহুরে মাটির দূষণ এই পরাগায়নকারীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

● শহুরে মাটির দূষণঃ উৎস ও প্রভাব

গবেষকরা জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী শহরগুলির মাটিতে ধাতব দূষণ একটি গুরুতর সমস্যা, এবং শহরের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দূষণের মাত্রা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। সিমেন্টের ধুলো, খনন কার্যক্রম এবং শিল্প কার্যকলাপ থেকে এই ধাতুগুলি মাটিতে জমা হয়। এই গবেষণাটি যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডে পরিত্যক্ত, শিল্পোত্তর ভূমিতে পরিচালিত হয়েছে। এই অঞ্চলগুলি পূর্বে লোহা ও ইস্পাত উৎপাদন, তেল পরিশোধন এবং অটোমোবাইল উপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, যা মাটিতে ভারী ধাতুর দূষণের কারণ বলে মনে করা হয়।

● গবেষণার ফলাফল

গবেষকরা এই স্থানে জন্মানো

বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে মধুমিষ্টি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেন। ফলাফলে দেখা গেছে, বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের এবং পরিমাণের ধাতু শোষণ করে। এই ভিন্নতা উদ্ভিদের প্রজাতি-নির্দিষ্ট কৌশল যেমন ধাতু এড়ানো, ডিটক্সিফিকেশন এবং জৈব রাসায়নিক সহনশীলতার উপর নির্ভর করে। গবেষণায় বলা হয়েছে, নীল ফুলের চিকোরি উদ্ভিদ সর্বাধিক মোট ধাতু শোষণ করেছে, তারপরে হোয়াইট ক্লোভার, ওয়াইল্ড ক্যারট এবং বিন্ডউইড। পরীক্ষিত নমুনাগুলিতে সীসা সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে, তারপরে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম এবং আর্সেনিক। আশ্চর্যজনকভাবে, সাধারণ ড্যান্ডেলিয়ন ধাতু শোষণে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা দেখায়নি, যা ইঙ্গিত করে যে এই উদ্ভিদের মধুমিষ্টিতে ধাতু স্থানান্তর সীমিত করার স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। পৃথকভাবে, কমন মিল্কউইড সর্বাধিক আর্সেনিক শোষণ করেছে, ওয়াইল্ড ক্যারটে সর্বাধিক ক্যাডমিয়াম, চিকোরিতে সর্বাধিক ক্রোমিয়াম এবং হোয়াইট ক্লোভারে সর্বাধিক সীসা পাওয়া গেছে।

● মৌমাছির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে, মধুমিষ্টির মাধ্যমে ভারী ধাতু গ্রহণ মৌমাছির স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটি তাদের জনসংখ্যা হ্রাস করে এবং মৃত্যুর হার বাড়ায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে, এমনকি মধুমিষ্টিতে কম মাত্রার ধাতুও দীর্ঘমেয়াদে মৌমাছির শিক্ষা ও স্মৃতিশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, যা তাদের খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই প্রভাব পরাগায়নকারীদের কার্যকারিতা হ্রাস করে, যা খাদ্য উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

● গবেষকদের পরামর্শ

গবেষণার প্রধান লেখক সারাহ স্কট, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের গবেষক, বলেন, মৌমাছিদের খাদ্য উৎস হিসেবে বুনোফুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাদের ফলাফল শহরে বুনোফুল রোপণে কাউকে নিরুৎসাহিত করবে না। তবে, তিনি শহুরে মাটির গুণমান এবং পরাগায়নকারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন, শহরে বুনোফুল রোপণের আগে ভূমির ঐতিহাসিক ব্যবহার মূল্যায়ন করা উচিত, যাতে দূষণের ঝুঁকি কমানো যায়।

● পরাগায়নকারীদের হ্রাসঃ একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ

গবেষণায় বন্য পরাগায়নকারীদের জনসংখ্যা হ্রাসের উদ্বেগজনক প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৫০ বছরে তাদের সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি কমেছে। ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কীটনাশকের ব্যবহার এই হ্রাসের প্রধান কারণ। বিশেষ করে, ফুল সমৃদ্ধ আবাসস্থলের ক্ষতি পরাগায়নকারীদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে। এই গবেষণা শহুরে মাটির দূষণ এবং পরাগানকারীদের স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ তুলে ধরেছে। বুনোফুল যদিও মৌমাছিদের জন্য অপরিহার্য খাদ্য উৎস, তবে দূষিত মাটিতে জন্মানো ফুলগুলি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। শহুরে পরিবেশে বুনোফুল রোপণের আগে মাটির গুণমান পরীক্ষা এবং ড্যান্ডেলিয়নের মতো ধাতু-প্রতিরোধী উদ্ভিদ নির্বাচনের মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানো সম্ভব। পরাগায়নকারীদের সুরক্ষা এবং টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করতে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নিজেদের বাংলাদেশী দাবি করে থানায় ১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ৫ জুনঃ অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন দেশজুড়ে চলছে অবৈধ বাংলাদেশিদের তল্লাশি ঠিক সেই সময় আরো একবার কোচবিহারে দেখা মিলল অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকের। তারা জানিয়েছেন আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে তারা ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছিলেন এরপর তারা ভারতের হরিয়ানা দিল্লি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কোম্পানি এবং ইটভাটাতে কাজ করেতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় স্বইচ্ছায় আসলেন বাংলাদেশ ফেরার জন্য। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কাজ করতেন সেখানে উপার্জন করা টাকাগুলি তারা দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠাতেন। বাংলাদেশের ওপারে এবং ভারতের এপারে দু'পাশেই দালাল ছিল তারা দালালের মাধ্যমে টাকা গুলি বাংলাদেশে পাঠাতেন। বৃহস্পতিবার সকালে তারা নিউ কোচবিহার স্টেশনে নামেন এরপর দিনহাটা থানায় যান কিন্তু সেখান থেকে তাদের কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় আসার কথা বলা হয়। তারা জানান প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে চান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অপারেশন সিঁদুরের পর অবৈধ বাংলাদেশিদের নিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চলছে দেশ জুড়ে। এরপরই বিগত কয়েকদিনে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর অবৈধ বাংলাদেশি ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তবে এবার নিজেরাই স্বইচ্ছায় নিজেদের বাংলাদেশী দাবি করে কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় ১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিক যার মধ্যে শিশুর রয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশী নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র। যদিও পুলিশ প্রশাসন ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দেখছে যে তারা আদৌ বাংলাদেশে কিনা। গত এক মাসে যেভাবে বারংবার অবৈধ বাংলাদেশিদের দেখা মিলছে তাতে রীতিমত চিন্তার ভাঁজ প্রশাসনের। বর্তমানে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে তারা অবৈধভাবে প্রবেশ করার পরও এতদিন ভারতে থেকে কাজকর্ম করে গেল। যদিও এই অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা রয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী বিএফের অপরপক্ষে বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় এই অনুপ্রবেশকারীদের বৈধ কাগজপত্র বাড়িয়ে দেন তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ

ট্রাম্পের ট্র্যাভেল ব্যানে ১২ দেশ

ওয়াশিংটন, ৫ জুনঃ কলোরাডোর বোল্ডারে প্রো-ইসরায়েল সমর্থকদের ওপর ভয়াবহ আগুন হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল হোয়াইট হাউস। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এক ধাক্কায় ১২টি দেশের ওপর সম্পূর্ণ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে আফগানিস্তান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে, এই দেশগুলো যথাযথ স্ক্রিনিং ও ভেটিং প্রক্রিয়ায় ফেল করেছে এবং সেখানকার নাগরিকদের প্রবেশকে উচ্চ ঝুঁকির বলে মনে করা হয়েছে। বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা-এই দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য আংশিক ভিসা সীমাবদ্ধতা জারি হয়েছে। এতে প্রভাব পড়বে বি-১, বি-২, এম, এফ ও জে ধরনের ভিসার ওপর। কারণ হিসেবে উঠে এসেছে উচ্চ ভিসা ওভারস্টে হার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতার ঘাটতি। ট্রাম্পের এই ঘোষণা এসেছে রবিবারের সেই

আলোচিত ঘটনার ঠিক পরেই, যেখানে এক মিশরীয় নাগরিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিষয়টি সামনে আসতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজ প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লেখেন, 'যে দেশ থেকে আমরা মানুষজনকে সঠিকভাবে যাচাই করতে পারি না, তাদের থেকে খোলা মাইগ্রেশন বরদাস্ত করা যাবে না।' এই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে সোমবার, ৯ জুন, রাত ১২টা ০১মিনিট থেকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সেই বিতর্কিত 'মুশলিম ব্যান'-এর একটি প্রসারিত সংস্করণ, যেখানে সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। হোয়াইট হাউস বলছে, এটা প্রতিরক্ষার প্রশ্ন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন জানিয়েছেন, আমেরিকার নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। বিপজ্জনক বিদেশি ঘাঁটির বিরুদ্ধে এটা আমাদের প্রথম প্রতিরক্ষার দেওয়াল। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। সমালোচকরা বলছেন, এটি একটি রাজনৈতিক কৌশল, যেখানে অভিবাসন বিরোধী মনোভাবকে হাতিয়ার করা হয়েছে। তবে হোয়াইট হাউসের সাফ কথা-জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আপস নয়।

চিন নাকি এবার ভারতে সেক্স টয় পাচার করছে! নেপাল সীমান্তে ধরা পড়ল প্রায় ২ কোটি টাকার 'খেলনা'

লক্ষ্মীপুর খিরি, ৫ জুনঃ উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্মীপুর খিরি জেলার ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে সেক্স টয় পাচারের ঘটনায় পর্দাফাঁস। পুলিশ, কাস্টমস এবং এসএসবি লক্ষ্মীপুরের গৌরীফান্টা থানা এলাকা থেকে ব্যাপক পরিমাণে সেক্স টয় উদ্ধার হয়েছে। প্রায় দুই কোটি টাকার এই সামগ্রীগুলি একটি বলেরো গাড়ি থেকে জব্দ করা হয়েছে। পুলিশ সামগ্রীসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই সামগ্রীগুলি চিন থেকে আনা হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ একটি গ্রামে এই সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সিও পালিয়া যাদবেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে, ভারত-নেপাল সীমান্তের সুরা এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে নেপাল থেকে কিছু সামগ্রী পিকআপে লোড করা হচ্ছিল। এই তথ্য পাওয়ার পর পুলিশ, কাস্টমস এবং এসএসবি কর্মকর্তারা সুরা গ্রামে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশ গুদাম তল্লাশি করে প্রায় ২১০০ প্যাকেট উদ্ধার করে। পুলিশ সামগ্রীগুলি নিজেদের দখলে নিয়েছে এবং অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সিও জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের কাছ থেকে ধরা পড়া সামগ্রীর মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। এই সামগ্রীগুলি দিল্লি ও দেশের অন্যান্য বৃহৎ শহরগুলিতে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। সিও আরও জানিয়েছেন, সামগ্রীগুলি চিন থেকে আনা হয়েছিল এবং গ্রাম পর্যন্ত পাচার করা হয়েছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে। কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে যে, পাচার চক্রের মূল হোতা পলাতক। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে যাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে চলমান এই অবৈধ কার্যকলাপের তদন্ত সম্পন্ন করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ভ্যাকসিন ফাঁকি দিয়ে কীভাবে হচ্ছে করোনা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

করোনা বিদায় নেবে না, করোনার সঙ্গেই সহাবস্থান করতে হবে। করোনার একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ার পর এই কথাই বলেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ২০২০ থেকে ২০২৫ সাল। এত দিনেও কেন সাধারণ ফ্লুয়ের রূপ নিচ্ছে না করোনা? কেন বারবার করোনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে? করোনার দুটি ভ্যাকসিন নিয়েছেন দেশের প্রায় একটা বড় অংশের মানুষ। তারপরও কেন সংক্রমণ রুখতে পারছে না? ২০২০ সালের মার্চ মাস। দেশে হু হু করে ছড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছে মৃত্যুও। সংক্রমণ রুখতেই লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সেই ছিল করোনার প্রথম ঢেউ। সেই ঢেউয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সংক্রমণ একটু নিয়ন্ত্রণে আসতেই যখন নিয়ম শিথিল হয়েছিল, তখনই ফের সংক্রমণ বাড়তে থাকে। এভাবেই পরপর করোনার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। চার বছর কেটে গিয়েছে, করোনার স্মৃতি প্রায় অনেকে ভুলতেই বসেছিলেন। তখনই আবার কামব্যাক। মাত্র ১০ দিনেই দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ গুণ বেড়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য এই কথাই বলছে। হু হু করে সংক্রমণ বাড়ছে, তাহলে সাধারণ মানুষ কেন সতর্ক হচ্ছে না? কেনই বা তারা করোনা সংক্রমণ বুঝতে পারছেন না? স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২২ মে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫৭। ২ জুন সেই সংখ্যা বেড়ে ৩ হাজার ৯৬১। অর্থাৎ ১০ দিনেই ১৪৪১ গুণ বেড়ে গিয়েছে। ৪ জুনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৩০২-এ। কেবল ২৪ ঘণ্টাতেই দেশে করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

● কেন এত সংক্রমণ বাড়ছে?

স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, হঠাৎ করে এই সংক্রমণ বাড়ার পিছনে ওমিক্রনের এক নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে। মূলত এনএফ.৭ ও এন.বি.১.৮.১ ভ্যারিয়েন্টের কারণে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে হু হু করে সংক্রমণ বাড়ছে। ভিড়, জনবহুল এলাকাগুলিতেই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ রাজীব বহেল জানান যে দক্ষিণ ভারত থেকেই সংক্রমণ শুরু হয়েছে। এরপর তা পশ্চিম ভারত হয়ে উত্তর ভারতে পৌঁছাচ্ছে। এলএফ.৭, এক্সএফজি, জেএন.১ ও এনবি.১.৮.১ সিরিজের ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। আইসিএমআর আরও স্যাম্পেল পরীক্ষা করছে।

● কোন উপসর্গ চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?

সংক্রমণ এখনও নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, এমন কিছু উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এইবারের সংক্রমণে, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন না বা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এবারের করোনা সংক্রমণে জ্বর হলেও, অনেকের সর্দি-কাশি হচ্ছে না। কারোর কারোর আবার গলা ধরছে। এছাড়া শ্বাস নিতে সমস্যা, প্রচন্ড ক্লান্তিভাব ও গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সমস্যা হচ্ছে। আরেকটি বড় লক্ষণ

হল পেট খারাপ। অনেকেরই জ্বর, সর্দি-কাশির মতো কোনও উপসর্গ দেখা দিচ্ছে না, শুধুমাত্র তিন-চারদিন ধরে টানা পেট খারাপ হচ্ছে। জলের মতো পায়খানা হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, যদি বিনা কারণে হঠাৎ এমন পেট খারাপ হয়, তবে করোনা পরীক্ষা করা দরকার।

● উপসর্গ উধাও

করোনার শুধু নতুন উপসর্গই তৈরি হয়েছে, তা নয়। পুরনো একাধিক উপসর্গ বিদায় নিয়েছে। ২০২০ সালে যখন প্রথমবার করোনা সংক্রমণ ছড়িয়েছিল, তখন আক্রান্তদের অন্যতম উপসর্গই ছিল স্বাদ ও গন্ধ হারিয়ে যাওয়া। নাকে কোনও গন্ধ পাওয়া যেত না, মুখেও কোনও স্বাদ ছিল না। এই উপসর্গ দেখা দিলেই সংক্রমিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারতেন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ৫ বছর বাদে এবার নতুন করে যে করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, তাতে এই উপসর্গের দেখা মিলছে না। বর্তমানে যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে এই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে না। এই বিষয়ে মহামারী বিশেষজ্ঞ ডঃ যুগল কিশোর বলেন যে যখন ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট এসেছিল, তখন গলা, নাক ও শ্বাসযন্ত্রের উপরে বিশেষ প্রভাব পড়ছিল। এবারের সংক্রমণে এই প্রভাব পড়ছে না। তবে যাদের আগে থেকেই শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, তাদের জন্য বিপদ বাড়াচ্ছে এই সংক্রমণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাক্তন প্রধান গবেষক সৌম্যা স্বামীনাথন বলেছেন যে বিগত কয়েক বছরে বারে বারে সংক্রমণ হওয়ায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তাই করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে দুইবার ভ্যাকসিন, এত সতর্কতার পরও কীভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিচ্ছে এই সংক্রমণ?

● এর কারণ ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞরা কিছু পয়েন্ট তুলে ধরেছেন। এগুলি হল-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমা- ভ্যাকসিন নিয়ে বা পূর্ববর্তী সংক্রমণের কারণে দেহে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে গিয়েছে। ফলে নতুন করে শরীরে বাসা বাধছে সংক্রমণ।

নতুন ভ্যারিয়েন্ট- করোনার দ্বিতীয় ঢেউ যখন আছড়ে পড়েছিল, তখনই বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, করোনা এত সহজে বিদায় নেওয়ার নয়। বাকি ভাইরাসের মতো সার্স-কোভি-২ ভাইরাসও মিউটেট বা অভিযোজিত হচ্ছে। নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম।

ঋতু পরিবর্তনের সংক্রমণ- করোনার মতো শ্বাসযন্ত্রকে আক্রমণ করা ভাইরাস শীতল বা জলীয় বাষ্প বেশি, এমন পরিবেশে আরও সক্রিয় হয়। এখন যেহেতু বর্ষার প্রবেশ হচ্ছে, তাই ঋতু পরিবর্তনে ভাইরাল ফ্লুয়ের মতো করোনা সংক্রমণও বাড়ছে।

● করোনা পরীক্ষা এখন হচ্ছে?

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, সেই তুলনায় পরীক্ষা অনেক কম হচ্ছে। তবে করোনা পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়নি। বর্তমানে করোনা পরীক্ষার নানা পদ্ধতি রয়েছে। সবথেকে বহুল ব্যবহৃত টেস্ট পদ্ধতি হল আরটি-পিসিআর, ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে করোনার রিপোর্ট পাওয়া যায়। এছাড়া র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টও করা হয়। এতে দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া গেলেও, অনেক সময় সঠিক নির্ণয় হয় না। মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর টেস্টও করা হয় সংক্রমণ নির্ণয়ে। আরটি-পিসিআর টেস্টের সরকার নির্ধারিত খরচ হল ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা।

● কতটা সতর্ক থাকা জরুরি?

তবে এখনও সংক্রমণ ভয়ঙ্কর রূপ নেয়নি। তাই সাধারণ মানুষ যেন আতঙ্কিত না হন, বরং সতর্ক থাকেন, সেই পরামর্শই দেন আইসিএমআরের ডিরেক্টর। স্বাস্থ্য মন্ত্রকও জানিয়েছে অধিকাংশ সংক্রমণই মৃদু। হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। তবে সমস্ত হাসপাতালকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন, ভেন্টিলেশন ও অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে যাতে করোনার প্রথম বা দ্বিতীয় ঢেউয়ের মতো সঙ্কট, হাহাকার না দেখা দেয়। সাধারণ মানুষকে আগের মতো মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার, ভিড় এড়িয়ে চলার মতো স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Md Abdus Salam (Old Name) S/O–Abdul Goni resident of Vill- Malipur, Po- Jibonpur, Ps- Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742135, do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdus Salam to Abdus Salam (and hencefort I shall be known as Abdus Salam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Abdus Salam & Md Abdus Salam (both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asadul Sk (Old Name) S/O–Alauddin Sk resident of Vill- Achoa, Po- Panchthupi, Ps- Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161, do hereby decrale that I have changed my name from Asadul Sk to Ashadul Sk and hencefort I shall be known as Ashadul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Ashadul Sk & Asadul Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Janifuddin Ansari (Old Name) S/O– Abdul Mannan Ansari resident of Godhanpara Raninagar, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308, do hereby decrale that I have changed my name from Janifuddin Ansari to Janif Ansari and hencefort I shall be known as Janif Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025. My name Janif Ansari & Janifuddin Ansari both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahid Sk (Old Name) S/O– Khalek Sk resident of Vill- Maheshpur, Po-Jhunka, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby decrale that I have changed my name from Sahid Sk to Saidul Islam Sk and hencefort I shall be known as Saidul Islam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06 /2025 . My name Saidul Islam Sk & Sahid Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Bhanu Bibi (Old Name) W/O– Janif Ansari resident of Godhanpara Raninagar, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308, do hereby decrale that I have changed my name from Bhanu Bibi to Sonavanu Bibi and hencefort I shall be known as Sonavanu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025. My name Sonavanu Bibi & Bhanu Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabir Ali S/O Late Wakil Mia aged about 63 years, by faith Muslim by occupation-retired, Nationality-Indian, residing at 95/29 Patterson Road, Netaji Colony, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, District: North 24 Parganas, West Bengal, Pin Code 743135 do hereby solemnly affirm and declare as follows That in the Admit Card and Certificate of Madhyamik Pariksha (Secondary Examination) 2012, West Bengal Board of Secondary Education of my said daughter her name is written as Shaheen Tabassum D/O Md Sabir Ali. That Sabir Ali S/O Lt. Wakil Mia and Sabir Ali S/O Wakil Mia and Md Sabir Ali S/O Lt. Wakil Mia is the name of the same and one identical person who I am. That Shaheen Tabassum D/O Md Sabir Ali and Shaheen Tabassum D/O Sabir Ali is the name of the same and one identical person who is my daughter.

CHANGE OF NAME

আমি Dibakar Mandal পিতা Rakhal Chandra Mondal ঠিকানা আরামবাগ ওয়ার্ড নং ১৩ পোঃ ও থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী-পিন নং ৭১২৬০১ পঃবঃ। আরামবাগ কোর্ট, হুগলী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট দ্বারা Dibakar Mondal নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং ৭৮৭৪ তারিখ ০৫.০৬.২০২৫, Dibakar Mandal and Dibakar Mondal পিতা Rakhal Chandra Mondal উভয়েই একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I SK ABDUL KASEM (Old Name) S/O ABDUL GAFFUR Residing at Ganganagar Near Masjid, P.O - Ganganagar, P.S - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700132 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL KASEM (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 05-06-2025. SK ABDUL KASEM (Old Name) and ABDUL KASEM (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Alai Sk (Old Name) S/O–Kanu Sk resident of Vill- Achoa, Po- Panchthupi, Ps- Burwan, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742161, do hereby decrale that I have changed my name from Alai Sk to Alauddin Sk and hencefort I shall be known as Alauddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Alauddin Sk & Alai Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jabbar Sk (Old Name) S/O–Neksad Sk resident of Vill- Amitya , Po-Benipur , PS- Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby decrale that I have changed my name from Jabbar Sk to Jabbar Ali and hencefort I shall be known as Jabbar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025 . My name Jabbar Ali & Jabbar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Motiar Rahaman (Old Name) S/O– Golam Mostafa resident of Vill- Maheshnarayanganj Bandhpul, Po & Ps- Bhagwangola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135, do hereby decrale that I have changed my name from Motiar Rahaman to Matiar Rahaman and hencefort I shall be known as Matiar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/06/2025. My name Matiar Rahaman & Motiar Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Moktar Sk (Old Name) S/O–Jabed Ali Sk resident of vill- Durganagar, Po- Modanpur, Ps- Daulatabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742302, do hereby decrale that I have changed my name from Moktar Sk to Seikh Mokter Ali (and hencefort I shall be known as Seikh Mokter Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/06/2025 . My name Seikh Mokter Ali & Moktar Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Kishore Hazra (Old Name) S/O– Katu Hajara resident of Vill- Nischintapur, Po-Durgapur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabada, West Bengal, Pin-742187, do hereby decrale that I have changed my name from Kishore Hazra to Kishor Hazra and hencefort I shall be known as Kishor Hazra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/06/2025. My name Kishor Hazra & Kishore Hazra both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohidur Rahman (Old Name) S/O–Joynal Abedin, resident of Vill- Imamnagar, Po-Alal, Ps-Gazole, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732128 do hereby decrale that I have changed my name from Mohidur Rahman to Mahidur Rahaman and hencefort I shall be known as Mahidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 03/06/2025. My name Mahidur Rahaman & Mohidur Rahman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ataher Ali Knan (Old Name) S/o Sattar Ali Khan Residing at Vtc - Khagrabani, P.o - Darua, District- East Midnapore, Pin - 721401 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ataher Ali Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 01/2025 Dated 05-06-2025. Ataher Ali Knan (Old Name) and Ataher Ali Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vinay Bajaj (Old Name) S/o Beni Prasad Bajaj Residing at 1st Floor, BF-91, Salt Lake, Sector-1, Vtc - Bidhannagar(M), P.O- Bidhannagar, District- North 24 Parganas, Pin-700064 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Binay Kumar Bajaj (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 02/2025 Dated 05-06-2025. Vinay Bajaj (Old Name) and Binay Kumar Bajaj (New Name) both are same and one identical person.

ঘুম থেকে তুলে বাবা-মাকে কেন নৃশংসভাবে খুন, আদালত চত্বরেই মুখ খুলল হুমায়ুন

দুরন্ত বার্তা, মেমারি, ৫ জুন ঃ মেমারির জোড়া খুনে অভিযুক্ত হুমায়ুন কবিরকে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে বৃহস্পতিবার

বর্ধমান আদালতে নিয়ে আসা হল। বর্ধমানের মেমারি থানার পুলিশের 'শোন অ্যারেস্টের' আবেদনের শুনানি হবে। তা মঞ্জুর হলে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানান হবে। ভ্যান থেকে নেমে বাবা-মাকে খুনের কারণ জানাল হুমায়ুন। গত সপ্তাহেই বাবা-মাকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ ওঠে হুমায়ুন ওরফে আশিকের বিরুদ্ধে। বনগাঁতে প্রবল ঝামেলার পর পুলিসের হাতে ধরা পড়ে নৃশংসভাবে খুন হওয়া দম্পতির ছেলে হুমায়ুন কবির ওরফে আশিক। তার আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছিলেন, সে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কর্মসূত্রে দিল্লিতে থাকতো। তার বিয়ে হয়েছিল কয়েক বছর আগে। কিছুদিন আগে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকায় তাকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন বাবা মা। সেটাই কাল হয় তাদের। এদিন বর্ধমানে প্রিজন ভ্যান থেকে নামার সময় সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করে, বাবা- মাকে মারলে কেন? প্রশ্ন শুনে নীচু স্বরে হুমায়ুন বলে, 'দোষ করেছিল বাবা-মা'। তার আত্মীয়রা জানান, ছোট থেকে কোন কিছুর অভাব ছিল না হুমায়ুনের জীবনে। অনেক সম্পত্তি। পড়াশুনাতেও ভাল। আর বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব ছিল না। অথচ তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিল সে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, ঘটনার আগের রাতেও বাবার সঙ্গে নামাজ পড়তে এসেছিল হুমায়ুন। অন্য নামাজীরা শুনেছেন, তার কাছে ছুরি ছিল। সেটা সে অনলাইনে আনিয়েছিল। এমনিতে চুপচাপ ছেলে হিসেবেই হুমায়ুন পরিচিত ছিল। ল্যাপটপে পড়াশুনা নিয়েই থাকত। আত্মীয়রা আরো জানান, ছোট থেকেই খুব মেধাবী ছিল সে। দিল্লিতে চাকরি পাবার পর মাঝে মাঝে বাড়ি আসত। কিন্তু সে কারো সাথে মিশত না। একাই ঘরে বসে থাকত। পরিবারটিও কারো সঙ্গে খুব একটা মিশত না। নামাজে গিয়ে দেখা হত। মেধাবী ছেলেটি এমন নৃশংসভাবে বাবা মাকে খুন করে দেহ বাইরে টেনে এনে ফেলবে ভাবতেও পারেনি প্রতিবেশীরা। গত সপ্তাহের বুধবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে ওই জোড়া খুন নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকালে রাস্তার উপর থেকে উদ্ধার হয় প্রৌঢ় দম্পতির দেহ। প্রাথমিকভাবে জানা যায় , ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হয়েছিল তাদের দেহ। তদন্তে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারি-১ ব্লকের কাশিয়ারা মুক্তারবাগান। আশিকের বাবা মায়ের নাম, মোস্তাফিজুর রহমান (৬৫) ও মমতাজ পারভীন (৫৫)। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের পুত্র থাকতেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা যায়, ছেলে হুমায়ুন বিবাহিত হলেও বহুদিন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। ছেলেটি কাজ করতে করতে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজ করে বাড়ি নিয়ে চলে আসে। ৪ মাস ধরে এই বাড়িতে সে থাকত বাবা মায়ের সঙ্গে। আরও জানা যায়, তবে সেভাবে মূল্যবান কোনো কিছু চুরি না গেলেও সিসিটিভির হার্ডডিস্ক উধাও। এদিকে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশসুপার অর্ক ব্যানার্জি সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আসে ফরেন্সিক টিম। তারা বাড়ির ভিতরে ঢুকে নমুনা সংগ্রহ করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। রাতেই বনগায় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে হুমায়ুন কবির ওরফে আশিক।

চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিলারে বেঁধে গণপিটুনি, চাঞ্চল্য কৃষ্ণনগরে

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৫ জুন ঃ চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিলারে বেঁধে রেখে গণপিটুনি দেওয়ার ঘটনা ঘটল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচ মাথা মোড় এলাকায় ঘটেছে ঘটনাটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে পাঁচ মাথা মোড়ে সৌরজিত বিশ্বাস নামের এক বাসিন্দার বাড়িতে নির্মাণের কাজ চলছিল। বাড়ির নির্মাণ শ্রমিকরা চা খাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়। তখন এক ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে ওই বাড়ির মালিক ও শ্রমিকদের মোবাইল ফোন চুরি করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সেই সময়ে সৌরজিতবাবুর ছেলে ওই ব্যক্তিকে দেখতে পান। অচেনা ব্যক্তি হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তখন ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকাতে গেলে দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেই দৃশ্য দেখে সৌরজিতবাবুর বাড়িতে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়। তারপরে তাকে রাস্তার পাশে একটি পিলারের সঙ্গে বেঁধে রেখে মারধর করা হয়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'মুখোমুখি সুপার' নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হল বালুরঘাট হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ জুন ঃ মাঝেমধ্যেই রোগী সহ তাঁর পরিজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের খবর শিরোনামে উঠে আসে। অনেক সমস্যার নিষ্পত্তি হয় না। আর এই সমস্যা মেটাতে অভিনব উদ্যোগ বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। 'মুখোমুখি সুপার' নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হল। এর মাধ্যমে রোগীর পরিবার সহ হাসপাতালের কর্মীরা প্রতি মাসের ২১ তারিখ এই পরিষেবা পাবেন। সঙ্গে থাকবেন হাসপাতালের সমস্ত প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকরা। এই কর্মসূচির প্রথম দিনে এক রোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ। ওই পরিবার চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলে। 'মুখোমুখি সুপার' অনুষ্ঠানে এদিন রোগীর পরিবারের মুখ থেকে সমস্ত অভিযোগ শোনা হয়। অভিযোগ শোনার পরই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সুপার। এইবিষয়ে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, হাসপাতালে অনেকেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসেন। অভিযোগও থাকে। সব অভিযোগই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। তবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ঠিক হয়েছে, মাসে একদিন সবাইকে নিয়ে বসা হবে। মুখোমুখি কথা বলে, সেখানেই সমস্যার সমাধান করবেন সুপার। হাসপাতালে পরিষেবা আরও উন্নত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতালে পরিকাঠামো নিয়ে ঘাটতি না হলেও চিকিৎসক সঙ্কট রয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় মাঝেমধ্যেই পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। মাঝেমধ্যেই পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে সুপারের কাছে। সব অভিযোগ নিয়ে সুপার তদন্ত করলেও অনেক অভিযোগের সুরাহা হচ্ছে না বলে জানা গেছে। এদিকে রোগীর পরিবারও সরাসরি সুপারকে পাচ্ছে না। তাই বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে প্রথম এই কর্মসূচি চালু হচ্ছে। এবারে সরাসরি সুপারকে পাবেন রোগীর পরিবার পরিজনরা। প্রতি মাসের ২১ তারিখে এই কর্মসূচি হতে চলেছে। শুধু রোগীর পরিবার-পরিজনদের সমস্যাই নয়, হাসপাতালের কর্মীদেরও নানা দাবি-দাওয়া থাকে। সেই সমস্যাগুলি নিয়েও সুপার সরাসরি কথা বলবেন। হাসপাতালের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে সুপার নিজেই স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা শুনবেন এবং সমাধানের চেষ্টা করবেন। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু হওয়াতে খুশি জেলাবাসী।

প্লাস্টিক দূষণ আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ

কলকাতা, ৫ জুন ঃ দূষণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার পুনর্ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক বাধ্যতামূলক করার উপর জোর দিচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে রাজ্য সরকার আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান। এবছরের অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ। চন্দ্রিমা দেবী, পরিবেশ রক্ষায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এই উদ্যোগের কলকাতায় বায়ু দূষণের হার কমিয়ে আনা এবং নমামী গঙ্গে প্রকল্পের আওতায় হুগলি নদীর দূষণ হারে লাগাম টানার কথা উল্লেখ করেন। পরিবেশ দপ্তর ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোশনি সেন, পরিবেশ দপ্তরের সদস্য সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা, পশ্চিমবঙ্গ, প্রফেসর অজয় কুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য বিভাগের চেয়ারম্যান হিমাদ্রী শেখর দেবনাথ প্রমুখ।

দীঘার মন্দিরের সামনে কাজের দাবিতে স্থানীয়দের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ জুন ঃ দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে বর্তমানে দর্শনার্থীদের জনসমুদ্র বলা চলে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মন্দিরের সামনে স্থানীয়দের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে, মন্দিরের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থাগুলিও অন্য জায়গা থেকে লোক নিয়ে কাজ করছে। এমন পরিস্থিতিতে বঞ্চিত হচ্ছেন স্থানীয়রা। তাদের কাজে নিয়োগের দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলে তুমুল বিক্ষোভ। এলাকায় যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের আশ্বস্ত করে বিক্ষোভ তোলার চেষ্টা চলে। এদিকে, এই মাসেই মিষ্টির বাক্সে করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতে চলেছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। পাঠানো হবে প্রসাদ। তাতে থাকছে একটি গজা, একটি প্যাড়া ও জগন্নাথ মন্দিরের ছবি। এ মাসের ১৭ থেকে ২৭ জুন বাড়ি বাড়ি এই প্রসাদ বিলি করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ২৭ জুন রথযাত্রা। তাই সেদিনের মধ্যে এই প্রসাদ বন্টন শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মহতী উপলক্ষ্যে মালদা জেলার রতুয়া দুই নং ব্লকের পুকুরিয়া থানার উদ্যোগে আজ এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন পুকুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও সার্কেল ইনস্পেক্টরসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। এছাড়া পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন রতুয়া ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ অন্যান্য কর্মীরা।

আমমোক্তার

এত দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী ইন্দ্রনীল মৈত্র, পিতা- শ্রী তনয় মৈত্র, সাং- অম্বিকা কুন্ডু বাই লেন, থানা জগাছা, পোষ্টঃ- সাঁতরাগাছি, জেলা হাওড়া। শ্রীমতি শেফালী বাগচি ও শ্রী দেবাশীষ মৈত্র গত ইংরেজী ২০.০৫.১৯৯৬ তারিখে হাওড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক - ৪, দলিল নং- ২৪২ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর লাহিরীকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতা বলে আমমোক্তার মৌজা সাঁতরাগাছি, জে. এল. নং-১০৪, সাবেক দাগ নং ১০৪৬ ও হাল দাগ নং- ১৩৫০ দাগে হাল খতিয়ান নং ৩৩০৯ এতে ২ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন তনয় কুমার মৈত্রকে, যাহার দলিল নং - ৩৫৬৭, সাল- ১৯৯৮। যাহার কাছ হইতে আমার মক্কেল উক্ত জমি দানপত্র পান, যাহার দলিল নং ৪৬৮ সাল ২০০৮। বর্তমানে উনি নামে পরচা করিবার জন্য B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লকে আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ অধিকার বা আপত্তি থাকে তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লক হাওড়াতে এসে বক্তব্য জানাতে পারেন। যাহার মিউটেশান নং- ৫৬৪২, সাল ২০২৫।

আমমোক্তার

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) শ্রীমতি সরস্বতী সাহা, স্বামী- শ্রী রঞ্জন সাহা, ২) শ্রীমতি অমিতা সাহা, স্বামী- শ্রী অঞ্জন সাহা, ৩) শ্রীমতি শর্মিলা সাহা স্বামী- শ্রী সঞ্জয় সাহা, ৪) শ্রীমতি তানিতা সাহা, স্বামী- শ্রী তাপস সাহা, সাং গ্রাম + পোঃ- ভট্টনগর, থানা - লিলুয়া, জেলা - হাওড়া ৭১১২০৩। শ্রী শান্তি রঞ্জন সিংঘ, শ্রী চুনিলাল সিংঘ, শ্রী বাবুলাল সিংঘ, শ্রী অশোক সিংঘ, শ্রী আলোক সিংঘ, শ্রীমতি বেলা ভদ্র, শ্রীমতি রিনা সেন, গত ইংরেজী ২৮.০৭.২০১৬ তারিখে হাওড়া ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক ৪, দলিল নং- ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬ নং আমমোক্তার দলিল গুলি দ্বারা শ্রী অঞ্জন সাহা ও শ্রী তাপস সাহাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতা বলে আমমোক্তার এনারা মৌজা চকপাড়া, জে. এল. নং- ১১১, সাবেক দাগ নং ১৬৬৭ ও হাল দাগ নং- ১৯৩২ দাগে হাল খতিয়ান নং ৪১৬৮, ১২০৯, ২৬৪২, ২০৯৫, ৪২৮৯, ৩৮২৯, ২৯২৮ ও ৫২৯ এতে ৪ কাঠা ৫ ছটাক ৪০ বর্গফুট ও ৪ কাঠা ৫ ছটাক ৪০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন আমার মক্কেলদের, যাহার দলিল নং ০৫০১১০১৪৮৮, ০৫০১০১৪৮৯ সাল ২০২২। বর্তমানে ওনারা নিজ নিজ নামে পরচা করিবার জন্য B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লকে আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ অধিকার বা আপত্তি থাকে তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন B.L.&.L.R.O., বালি জগাছা ব্লক হাওড়াতে এসে বক্তব্য জানাতে পারেন। যাহার মিউটেশান কেস নং- ৫৬১২, ৫৬১৩, ৫৬১৪, ৫৬১৫ সাল ২০২৫।

গুডস শেড অবকাঠামোর উন্নয়ন আধুনিকীকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ৩০-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ০৮-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম ঃ নিউ মাল জংশনে: পণ্য শেডের অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ, টয়লেট এবং পানীয় জলের সুবিধা সহ পণ্য অফিসের ব্যবস্থা, টয়লেট সহ শ্রমিক বিশ্রাম কক্ষ, টয়লেট সহ স্নানের সুবিধা সহ বণিক কক্ষ এবং সিসিটিভি ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ১,২৬,৭৩,০২৫.৭১/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,১৩,৪০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমমোক্তার

এত দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী গৌতম কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র দাস, সাং - ২৯ / ২ নং শান্তি রাম রাস্তা, থানা- বালী, জেলা - হাওড়া। শ্রী জিতেন্দ্র নাথ দাস গত ইংরেজী ০৭.০২.১৯৯৫ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক - ৪, দলিল নং- জি. পি. ৫ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী স্বপন কুমার দাসকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতা বলে আমমোক্তার মৌজা বালী, জে. এল. নং ১৪, সাবেক দাগ নং ১৩৪১০ ও হাল দাগ নং- ৩৩৯৬৬ দাগে হাল খতিয়ান নং ৬৩৭৬, ৮২২৪, ১০৫৮৪, ১৪০৫১, ৭০২৫৩, ৭০২৫৪, ৭০৩০৯, ৭০৩১০, ৭০৩১১, ৭০৩১২, ৭০৩১৩, ৭০৩১৪, ৭০৩১৫, ৭০৩১৬, ৭০৩১৭, ৭০৩১ এতে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন আমার মক্কেলকে, যাহার দলিল নং ৩৮৭১ সাল ১৯৯৫। বর্তমানে উনি নামে পরচা করিবার জন্য B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লকে আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ অধিকার বা আপত্তি থাকে তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লক হাওড়াতে এসে বক্তব্য জানাতে পারেন। যাহার মিউটেশান নং- ৫৬১১, সাল- ২০২৫।

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
PURBA BARDHAMAN, MEMARI - I, NIMO-I
e-NIT No. 03/Nimo-I/15th FC(Untied)/2025-26 dt-04/06/2025,

E-tender is invited by the Pradhan, Nimo-I Gram Panchayat for "**Construction of PCC road**". Bid Submission End Date **14-June-2025 05:00 PM**. Bid Opening Date **17-June-2025 10:00 AM**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

Office of the
Dakshin Sankrail Gram Panchayat
Sankrail, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.- Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from SBM(G)+15th FC(T) Fund (NIT No:- 310, 311, 312, 313,) BEUP Fund (NIT No:-314), 15 th FC (UT) Fund (NIT No :-315 TO 318,320,322), 15 th FC (T) Fund(NIT No:- 324 TO 333) Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on **13/06/2025 up to 14.00 noon**. For details visit the website:- **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites **Tender vide NIQ No.-1/Sub-II of 2025-2026** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application of **NIQ:- 16.06.2025.** Last date of dropping- **16.06.2025.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৩৬ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ৩০-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ গজ উন্নয়ন মণিয়ান, কুরেঠা, প্রাণপুর, লাভা, দন্ডখোড়া, সোনাইলি, ঝাউয়া এবং সালমারী গজ - মোট ৮ গজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৯৪,৩০,২৭১.৬১/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,৪৭,২০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/॥/কাটিহারের আওতাধীন গজ উন্নয়ন কাজের জন্য মণিয়ান, কুরেঠা, প্রাণপুর রোড, লাভা, দন্ডখোড়া, সোনাইলি, ঝাউয়া এবং সালমারীতে ব্যালাস্ট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫,৬১,৫৬,৫০০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৪,৩০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/॥/কাটিহারের এখতিয়ারাধীন আইএনএসআইটিইউ ফ্যাব্রিকেশন অফ গ্লুড জয়েন্ট দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্টের নৈমিত্তিক পুনর্নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৫,০৯,৮৩৩.৯৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৫০,২০০/- টাকা; টেন্ডার নংঃ ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার-জোগবানি সেকশনের অধীনে বাথনাহা ও পূর্ণিয়ায় পণ্য সাইডিং অ্যাপ্রোচ রোড মেরামত। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৫,১৩,২৩৩.১৭/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৩০,৩০০/- টাকা; উপরোক্ত সকল টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Anjana Hazra W/o Kashinath Hazra ঠিকানা 162/1 B B Ganguly St, Bow Bazar, Kolkata-700012 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তার

এত দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী গৌতম কুমার দাস, পিতা- স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র দাস, সাং - ২৯ / ২ নং শান্তি রাম রাস্তা, থানা- বালী, জেলা - হাওড়া। শ্রী জিতেন্দ্র নাথ দাস গত ইংরেজী ০৭.০২.১৯৯৫ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক - ৪, দলিল নং- জি. পি. ৫ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রী স্বপন কুমার দাসকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতা বলে আমমোক্তার মৌজা বালী, জে. এল. নং ১৪, সাবেক দাগ নং ১৩৪১০ ও হাল দাগ নং- ৩৩৯৬৬ দাগে হাল খতিয়ান নং ৬৩৭৬, ৮২২৪, ১০৫৮৪, ১৪০৫১, ৭০২৫৩, ৭০২৫৪, ৭০৩০৯, ৭০৩১০, ৭০৩১১, ৭০৩১২, ৭০৩১৩, ৭০৩১৪, ৭০৩১৫, ৭০৩১৬, ৭০৩১৭, ৭০৩১ এতে ১ কাঠা ১৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন আমার মক্কেলকে, যাহার দলিল নং ৩৮৭১ সাল ১৯৯৫। বর্তমানে উনি নামে পরচা করিবার জন্য B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লকে আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ অধিকার বা আপত্তি থাকে তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেন B.L.&.L.R.O. বালি জগাছা ব্লক হাওড়াতে এসে বক্তব্য জানাতে পারেন। যাহার মিউটেশান নং- ৫৬১১, সাল- ২০২৫।

OFFICE OF THE HATINAGAR GRAM PANCHAYAT
Hatinagar*Berhampore*Murshidabad
e-NOTICE INVITING TENDER NO. 03/2025-26

The Prodhan Hatinagar GP, invites e-Tender in two covers for the construction of Bituminous Road with waste plastic. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid **14/06/2025 up to 2.00 P.M.** Bid opening date & time for Technical Bid **16/06/2025 from 2.00 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Hatinagar Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-১৫; তারিখ ঃ ০২-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম ঃ এসএসই/টেলি/মালদা টাউনের কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিএসটিই/কাটিহারের আওতাধীন টেলিকম গিয়ারগুলির পুনরুদ্ধার/প্রতিস্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা উন্নতি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫০,৮৮,৬২৭.২৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,০১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিও এবং সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৪-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

E-TENDER INVITING NOTICE
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT
JANDA, RAJBALHAT, HOOGHLY
2nd Call

E-Tenders are being invited from the experienced and resourceful bidders for execution of development works. **NIT NO.:- RAJ-1/199, dated 4/06/2025; Tender ID :- 2025_ZPHD_858642_1 Fund: 15TH FC(UT)**. Bid submission closing date: **11/06/2025 at 3.00PM**. Bid Opening Date: **13.06.2025 at 3.00 PM**. For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- PRODHAN
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT

Office of the Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah

Memo No: 379/PS Dated- 05/06/2025

CORRIGENDUM NOTICE

It is informed that due to slot booking in **https://wbtenders.gov.in.** portal the critical Dates and Times of **NIET No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-05/EO/25-26, Dated-05/06/2025** are as follows.

Description	Previous Date and Time	Present Date and Time
Bid Submission Close Date	13.06.2025, 06.00 PM	16.06.2025, 06.00 PM
Bid Opening Date (Technical)	16.06.2025, 12.00 PM	19.06.2025, 12.00 PM

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

eNIT No-(1) 07/SGP/15th CFC/25-26 Memo no-127(14)/SGP/25-26 Dated 05.06.2025. Date of issue tender paper(online) **05.06.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online) **12.06.2025 up to 6.00 pm**. Date of Technical Bid opening (online) **14.06.2025 up to 6.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

e – Tender Notice

e-Quotation is invited for works as follows :

1. Name of work:- Supply and Installation of WELCOME Board (8' X 4') at top portal at Vidyasagar setu Kolkata side under H.R.B.C.
 Tender ID -2025_HRBC_858515_1
 e-NIQ No. HRBC/JPM (E)/NIQ/08/25-26

Last date of submission of bid (online) is **13.06.2025** up to 10.00 AM.

Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Office of the
Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 12 nos **E-Tender ID-2025_ZPHD_859395_1, 2025_ZPHD_859443_1, 2025_ZPHD_859466_1, 2025_ZPHD_859482_1, 2025_ZPHD_859507_1, 2025_ZPHD_859519_1, 2025_ZPHD_859547_1, 2025_ZPHD_859568_1, 2025_ZPHD_859598_1, 2025_ZPHD_859616_1, 2025_ZPHD_859628_1 & 2025_ZPHD_859651_1**, Publish date- **05/06/2025 at 6.00PM .** Last date of Online Submission Technical & Financial Bid **up to 11/05/2025 at 2.30 P.M.**, Date opening- **13/06/2025 at 3.00 AM** for details Visit **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Pradhan
Kurchi Shibpur Gram Panchayet

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: TAP/e-NIT-06/2025-26 DATE: 05-06-2025 BID SUB. CLOSING DT: **11-06-2025 AT 11 AM** Technical bid opening DT **13-06-2025 AT 11 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of FOUR (04) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **(http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in)** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Panchayat Samiti, 24 Pgs(s).

Tender Notice.

NIT NO. WBS24PGS/MAG-1/SGP/174/NIT-13/2025-2026SL No.01 to 13

Sealed Tender are here by invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the above mentioned works. Last date of Application and Tender Drop **16/06/2025 at 11.00 A.M**. For further details contact office of the under signed, from **12 noon to 5.00 P.M** except holidays.

With regards.

Pradhan
Sherpur Gram panchayet

OFFICE OF THE CHARA PANCHLA GRAM PANCHAYAT
Vill:Chara Panchla, P.O.:Panchla, P.S. Panchla, Pin-711322

E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 04 nos. of Schemes (Construction of Concrete Road), Fund: CFC vide Memo No.- **CPGP/173/XVFC/UNTIED/2025-26.** Last date of submission of **Bid up to 5:30 PM on 23.06.2025**. Date of opening of Bid on **23.06.2025 at 03.00 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.

Sd/- Pradhan,
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah

PRESS NOTICE

E-Tender No.- . WB/HWH/UNPUR/NIET-05/EO/25-26 Dt- 05/06/2025 for 07nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender **ID-2025_ZPHD_859492_1 to 2025_ZPHD_859492_7 & Corrigendum Notice, Dt-05/06/2025.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/-
Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Reg. Office: Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Salt lake, Kolkata - 700091
Corporate Office: G-10, Harmony, 3rd Cross Lane Lokhandwala Complex, Andheri West, Mumbai - 400053. **Email ID:** rtltd2011@gmail.com | **Website:** www.regencytrust.co.in
CIN: L27109WB1988PLC045119 | **Tel:** +91 8108892327

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the (01/2025-26) Extra-Ordinary General Meeting of the members of Befound Movement Limited ("Formerly known as Regency Trust Limited") will be held on Monday, June 30, 2025 at 04:00 P.M. at the Deemed Venue i.e. Registered Office of the Company situated at Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Salt lake, Kolkata, West Bengal, India, 700091 through Video Conferencing ("VC')/Other Audio-Visual Means ("OVAM") in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules notified there under pursuant to the provisions of Section 108 and 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 as amended ("the Act"), if any, of the Act, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and pursuant to the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and other circulars issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), any other applicable laws and regulations, the following item of special business is proposed to be passed by the Members of BEFOUND MOVEMENT LIMITED (the "Company").

Item No. 1: Issue of Convertible Warrants on Preferential Basis to Persons Belonging to Key Managerial Personnel and Non-Promoter Category

Item No. 2: Addition of New Object in the Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Company.

Item No. 3: Appointment of Mr. Ganesh Badgujar (DIN: 11126746) as Non - Executive Independent Director of the Company.

The detailed explanatory statement under Section 102 of the Act setting out the material facts concerning the resolutions, forms part of the notice.

Notice of Extra-Ordinary General Meeting is available at the Company's website: www.regencytrust.co.in

Notice of This Extra-Ordinary General Meeting is available at the BSE Limited website: www.bseindia.com

Notice of This Extra-Ordinary General Meeting is available at the website of CDSL at www.evotingindia.com

In compliance with the MCA and SEBI Circular(s),the Notice is being sent by e-mail to all Members, whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, National Securities Depository Limited (the **"NSDL"**) and Central Depository Services (India) Limited (the **"CDSL"**) as on Friday, May 30, 2025 (the **"Cut-Off Date"**) and who have registered their e-mail addresses, in respect of electronic holdings, with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings, with the Registrar and Share Transfer Agent of the company i.e Purva Share Registry (India) Pvt Ltd. (**"Purva"**), in accordance with the provisions of the Act read with the Rules made thereunder and the framework provided under the MCA circulars. The cut-off date for voting is Monday, June 23, 2025. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat this Notice for information only.

Manner of registering / updating email address for receiving the documents pertaining to Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Members may send an email request addressed to rtltd2011@gmail.com and support@purvashare.com along with scanned copy of the request letter duly signed by the first shareholder, providing the email address, mobile number, self – attested copy of PAN and Client Master copy in case shares are held in electronic form or copy of the share certificate in case shares are held in physical form, to enable Purva to register their address and to provide them the Notice of Extra-Ordinary General Meeting and the e-voting instructions along with the user ID and Password.

Kindly note that in case the shares are held in electronic form, the above facility is only for temporary registration of email address for receipt of the Notice of Extra-Ordinary General Meeting and the e-voting instructions along with the user ID and Password. Such members will have to register their email address with their Depository Participants permanently, so that all communications are received by them in electronic form.

Manner of casting vote(s) through e-voting

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of Extra-Ordinary General Meeting through remote e-voting facility ("remote e-voting"). The detailed procedure for e-voting will be provided in the Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Members who do not receive email or whose email address is not registered with the Company/ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notice of Extra-Ordinary General Meeting. The same login credentials can also be used for availing e-voting option.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and manner of casting votes through e-voting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made there under, as amended, read with SEBI Listing Regulations. The details of e-voting are as under:

1. Date of Dispatch of Notice – June 04, 2025
2. The e-voting period begins on June 27, 2025 at 10.00 a.m. and ends on June 29, 2025 at 5.00 p.m. The shareholders of the Company, who are holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, June 23, 2025 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter i.e, June 29, 2025 at 5:00 PM.
3. Any person who becomes member of the company after the cut-off date may apply for e-voting login id password as per procedure which is available on www.regencytrust.co.in and www.bseindia.com.
4. The Board of Directors appointed M/s. MNB & Co. LLP, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The results will be declared on or before July 01, 2025.
5. Members may contact Company Secretary and Compliance Officer, on +91 8108892327 email at rtltd2011@gmail.com for any grievances relating to e-voting.

By Order of the Board of Directors
For Befound Movement Limited
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Sd/-
Rajesh Kapoor
Managing Director and CFO
DIN - 02757121

Date : June 04, 2025
Place : Mumbai

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/043/05/2025-2026/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of Uttaran passage at Harin Bari Lane, Syed Salley Ln., Vender Berg Ln. etc. in Ward No. 43**; Estimated Cost : ₹ **3,99,560.53 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.06.2025 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **19.06.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **05.06.2025 (5 pm)**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/010/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line from 19/3, M.G. Road to 23, M.G. Road in Ward No. 49, Br.-V**; Estimated Cost : ₹ **1,81,101.85 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **40 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.06.2025 - 11 am**; Date and time of opening of tender : **21.06.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 (5 pm)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/B8/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Uttaran passage at 36/H/9, H.N. Road, 40, 41, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No. 14**; Estimated Cost : ₹ **4,95,562.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **40 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE-III/29/2/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Repair of pit and sewer at 15, 15/13 N.N. Road and its surrounding areas in Ward No. 29, Disturbed by W/S Deptt. due to laying of FW Mains**; Estimated Cost : ₹ **2,96,475.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : EE-III/35/11/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of road surfaces disturbed due to C.E.S.C. by laying hot asphaltum at 22, Biswas Nursery Lane and different places in Ward No. 35**; Estimated Cost : ₹ **4,06,828.00**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **35 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.06.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of tender : **20.06.2025 on or after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details shall be available on and from **09.06.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/103/007/2025-26/R
Name of work : **Desilting of U.G. drain at Nilachal Road, Kabi Sukanta Lane, B.M. Mondal Road & surrounding area in Ward No. 103**; Estimated Value : ₹ **1,84,346.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,700.00**; Time of completion : **180 Days**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/104/015/2025-26/R
Name of work : **Renovation of C.C. road from 123 to 104/1A Garfa Main Road in Ward No. 104**; Estimated Value : ₹ **2,04,623.81 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,100.00**; Time of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/104/017/2025-26/R
Name of work : **Desilting of U.G. drain at Bank Plot, Jheel Road, Sweet Lane & surrounding area in Ward No. 104**; Estimated Value : ₹ **1,94,736.36 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,900.00**; Time of completion : **120 Days**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/104/018/2025-26/R
Name of work : **Maintenance of road by providing hot mix at Eastern Part in Ward No. 104**; Estimated Value : ₹ **2,83,209.79 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**; Time of completion : **90 Days**.

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XI/104/019/2025-26/R
Name of work : **Maintenance of road by providing hot mix at Western Part in Ward No. 104**; Estimated Value : ₹ **2,84,063.72 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**; Time of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.06.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5)**; Date and time of opening of bid : **20.06.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **10.06.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)**.

(6) NIT No. : KMC/EEC/XI/113/005/2025-26/R
Name of work : **Deployment of daily labour for maint. of drainage at diff. places in Ward No. 113**; Estimated Value : ₹ **2,89,887.68 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.06.2025 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **21.06.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **11.06.2025 (From 5 pm)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

384/25-26

জেরেভকে উড়িয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের শেষ চারে জোকার

প্যারিস, ৫ জুনঃ গত মাসেই পা দিয়েছেন ৩৮ বছরে। সম্প্রতি তাঁর ফর্ম নিয়ে বেশ আলোচনা চলছিল। তিনি নিজেও খুশি ছিলেন না নিজের পারফরম্যান্সে। মাদ্রিদ ওপেনের পর অবসরের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওপেনে দুরন্ত কামব্যাক করেছেন সার্বিয়ান জোকার। ২০২৩ সালে নিজের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামটি জিতেছিলেন নোভাক জকোভিচ। সেটি ছিল কেরিয়ারের ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। কিন্তু ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অধরাই থেকে গিয়েছিল। এবার সেই লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন জকোভিচ। বুধবার রাতে শেষ আটের টানটান লড়াইয়ে আলেকজান্ডার জেরেভকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। তবে সেমিফাইনালে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন কঠিন প্রতিপক্ষ। শেষ চারে জোকারের লড়াই টেনিস-বিশ্বের এক নম্বর ইতালির ইয়ানিক সিনারের সঙ্গে। ফ্রেঞ্চ ওপেনের লাল সুড়কির কোর্টে নামার আগে দু'টি প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জোকার। তাই অনেকেই তাঁর ফর্ম নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ৩৮ বছর বয়সে এসেও ক্লে কোর্টে দেখা যাচ্ছে তাঁর দৃপ্ত পদচারণা। রোলাঁ গ্যারোয় নামার আগে জেনেভায় ১০০তম ট্যুর খেতাব জিতেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর। আর লাল সুরকির কোর্টে টানা নয় ম্যাচ জিতলেন তিনি। এই নিয়ে ৫১ বার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। বুধবার রাতে জেরেভের বেসলাইনের মোকাবিলা করতে নিজের খেলার কৌশলই পালটে অনেক বেশি বৈচিত্র দেখা গিয়েছে তাঁর খেলায়। জেরেভের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৯-৫ ফলে এগিয়ে গেলেন জকোভিচ। এদিকে জেরেভ নেমেছিলেন টানা পাঁচ বার ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে। তবে জকোভিচের একের পর এক ড্রপ শটের কোনও জবাব ছিল না তাঁর কাছে।

এশিয়ান গেমস থেকে এএফসি কাপের প্রস্তুতির শুরুতে মুসার পরামর্শ তরুণদের

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ ভারতের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার ও কোচ নৌসাদ মুসা আবারও দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের প্রধান কোচ হিসেবে। এবার তাঁকে দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এক বছরের জন্য। তাঁর মূল কাজ আগামী বছরের এশিয়ান গেমস ও এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের জন্য দলকে প্রস্তুত করা। এই প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব হবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। গত বছর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে দুইটি প্রীতি ম্যাচে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মুসা। তখন তিনি নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করছিলেন, স্প্যানিশ কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালির অধীনে। এবার তাঁকে পূর্ণকালীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি দল নিয়ে গভীরভাবে কাজ করতে পারেন। এক সাক্ষাৎকারে মুসা বলেন, ''দীর্ঘমেয়াদী দায়িত্ব পেলে খেলোয়াড়দের ভালোভাবে বোঝা যায়। আমি এফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলেছি, দীর্ঘমেয়াদী ক্যাম্প প্রয়োজন যাতে খেলোয়াড়দের মূল্যায়ন করা যায় এবং প্রতিপক্ষকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।'' তিনি আরও বলেন, ''এই বয়সে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করানোই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি চাই তারা একসাথে খেলতে শিখুক, একে অপরের খেলার ধরন বুঝুক। একমাত্র সেভাবেই আমরা বড় মঞ্চে ভালো করতে পারব।'' তবে একটা বড় সমস্যা হল, বেশিরভাগ অনূর্ধ্ব-২৩

খেলোয়াড়ই আইএসএল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা সেভাবে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। এই নিয়ে মুসা বলেন, ''অনেক তরুণ খেলোয়াড় আইএসএলে খেলতে চায়, কিন্তু আমি বলি অবশ্যই চেষ্টা করো। তবে যেখানে খেলার সুযোগ পাবে, সেখানে সই করো। বেঞ্চে বসে থাকলে খেলোয়াড় হিসেবে উন্নতি হবে না।'' তিনি আরও জানান, ''আই-লিগে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে, যাদের আমরা নজরে রাখছি। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করা।'' এই মাসে দুশানবে সফরের আগে মুসা ২৯ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করেছেন। এই দলের মধ্যে মাত্র কয়েকজন আইএসএলে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেয়েছে। ভিবিন ছাড়া আর কেউ সিনিয়র জাতীয় দলে সুযোগ পাননি। যদিও আয়ুষ ছেত্রী, অভিষেক সিং এবং সুহেল ভাট বর্তমানে জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে আছেন। সম্ভাব্য দলে রয়েছেন আরও কিছু পরিচিত মুখ, যেমন মহম্মদ সানান ও নিখিল বারলা (জমশেদপুর), কোরু সিং ও বিকাশ ইউমনাম (কেরালা ব্লাস্টার্স), ম্যাকার্টন লুইস নিকসন ও পার্থিব গগৈ (নর্থইস্ট ইউনাইটেড) এবং দীপেন্দু বিশ্বাস (মোহনবাগান)। মুসা মনে করেন, শুধুমাত্র দক্ষিণ এশীয় সাফল্যের দিকে না তাকিয়ে বড় মঞ্চের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, ''আমাদের আরও ক্যাম্প দরকার, আরও এক্সপোজার ম্যাচ দরকার। বিদেশে না যেতে পারলে দেশেই শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে। হারলেও সমস্যা নেই, কিন্তু উন্নতির জন্য কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলাটা জরুরি।'' আগামী ১৮ ও ২১ জুন ভারত অনূর্ধ্ব-২৩ দল দুশানবেতে তাজিকিস্তান ও কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। বর্তমানে দল কলকাতায় প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ১৬ জুন তারা রওনা হবে দুশানবে। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই সফর ভারতের যুব দলের খেলোয়াড়দের সিনিয়র দলে উত্তরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হতে চলেছে। এখন দেখার পালা, নৌসাদ মুসা তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় যুব দলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

ইডেন থেকে ফের সরছে ম্যাচ! এ বার ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সদ্য শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাওয়া গিয়েছে আইপিএলে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ১৮তম সংস্করণে প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল ইডেন গার্ডেন্সে। সাধারণত ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ঘরের মাঠেই পরবর্তী আইপিএলের উদ্বোধন, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল হয়। এ বারও তেমনই হওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে ইডেন থেকে ফাইনাল সরানো হয় আমেদাবাদে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছিল, আবহাওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। এ বার আন্তর্জাতিক ম্যাচও সরতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্স থেকে। সূত্রের খবর তেমনই।

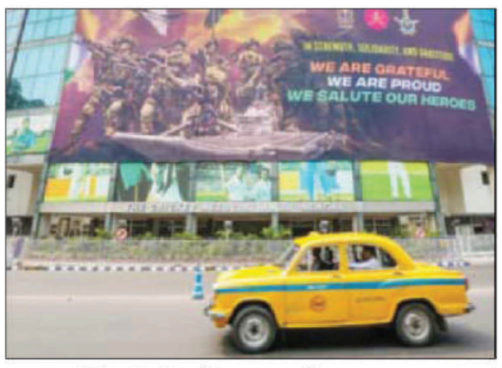

গত আইপিএল অর্থাৎ ২০২৪-এ টুর্নামেন্ট জিতেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই অনুযায়ী কেকেআরের হোম গ্রাউন্ড ইডেনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং ম্যাচও হয়েছিল। সূচি অনুযায়ী ইডেনেই ছিল একটি প্লে-অফ এবং ফাইনাল ম্যাচও। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের পর কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়েছিল আইপিএল। এরপর শুরু হলে সূচি বদল হয়। ভেনুও সীমিত করা হয়। প্লে-অফের ম্যাচেরও সূচি বদলায়। প্লে-অফের প্রথম দুটি ম্যাচ হয়েছিল মুল্লানপুরে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল আমেদাবাদে সরানো হয়। আইপিএল শেষ। আপাতত ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নতুন পর্ব শুরু হচ্ছে। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল। শুভমন গিলের নেতৃত্বে নতুন সফর। ১০-১৪ অক্টোবর ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট হওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, ইডেন থেকে সরছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট। এই ম্যাচটি দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার ভাবনা বোর্ডের। পরিবর্তে ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট হতে চলেছে। সেই ম্যাচ ১৪ নভেম্বর থেকে। দীপাবলির পর দিল্লিতে বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যধিক থাকে। দৃশ্যমানতা অনেক কম থাকে। সেই কারণেই দিল্লি থেকে কলকাতায় সরানো হতে চলেছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। আর ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট কলকাতা থেকে সরবে দিল্লিতে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থাকে ইতিমধ্যেই বোর্ড মৌখিক ভাবে জানিয়েছে বলে সূত্রের খবর। শীঘ্রই বোর্ডের তরফে সরকারি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হতে পারে।

আইপিএলে ব্যর্থতার পর লখনউ মেন্টর পদ থেকে বরখাস্ত জাহির খান?

লখনউ, ৫ জুনঃ লখনউ সুপার জায়ান্টস আইপিএল ২০২৫-এ তাদের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর দলের কোচিং কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তনের কথা ভাবছে। ক্রিকবাজের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবং ম্যানেজমেন্টের হতাশার কারণে দলের মেন্টর এবং প্রাক্তন ভারতীয় ফাস্ট বোলার জাহির খানের চাকরি এখন হুমকির মুখে। লখনউ আইপিএল ২০২৫-এ গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে, যা দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা। এই ব্যর্থতার জন্য জাহির খানের মেন্টর পদে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার চুক্তির মেয়াদ না বাড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জাহির খানকে লখনউ ২০২৫ মরসুমের আগে এক বছরের জন্য মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করেছিল। তবে দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে তার দারুণ বন্ধন থাকা সত্ত্বেও, লখনউয়ের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে তার পদে থাকা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এছাড়াও, দলের প্রধান কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কোচিং শৈলী নিয়েও সমালোচনা উঠেছে। তবে ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিতে জাহির খানই এখন প্রধানভাবে

দায়ী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। আগামী মরসুমের জন্য তার চুক্তি চুক্তির মেয়াদ না বাড়ানোর সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। ঋষভ পন্থের নেতৃত্বে লখনউ মরসুমের শুরুতে দারুণ ছন্দে ছিল। প্রথম আট ম্যাচে পাঁচটি জয় নিয়ে তারা প্লে-অফের দৌড়ে শক্ত অবস্থানে ছিল। কিন্তু নিকোলাস পুরানের ফর্ম হারানোর পর দলের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে। পরের ছয় ম্যাচে পাঁচটি হারের ফলে লখনউ পয়েন্ট টেবিলে সাত নম্বরে থেকে মরসুম শেষ করে। মোট চৌদ্দ ম্যাচে মাত্র ছয়টি জয় তাদের প্লে-অফের বাইরে রাখে। এটি ছিল টানা দ্বিতীয় মরসুম যেখানে লখনউ গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছে। জাহির খানের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, দলের এই পতন তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ম্যানেজমেন্ট এখন নতুন কৌশল এবং সম্ভবত নতুন মেন্টর খুঁজছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ এবং ম্যানেজমেন্টের হতাশা জাহিরের পক্ষে পরিস্থিতি আরও জটিল করেছে। আগামী মরসুমে এলএসজি প্লে-অফে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চায়। এর জন্য লখনউ কোচিং স্টাফে পরিবর্তন আনতে পারে।

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর সাফাই মার্কুয়েজের

পাথুম থানল, ৫ জুনঃ মানোলো মার্কুয়েজের নেতৃত্বে ভারতীয় ফুটবল দল বুধবার, ৪ জুন ২০২৫, থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ২-০ গোলে হেরে হতাশার মুখোমুখি হয়েছে। ব্লু টাইগার্স প্রতি হাফে একটি করে গোল হজম করে। থাইল্যান্ডের বেন ডেভিস (৮ মিনিট) এবং পোরামেট আজভিরাই (৫৯ মিনিট) গোল দুটি করেন। এই হার এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে হংকংয়ের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য ধাক্কা হিসেবে এসেছে। মানোলো মার্কুয়েজ থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে দলের হারে হতাশা প্রকাশ করেছেন। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ''বাস্তবতা হলো, যখন আপনি পরিষ্কার সুযোগগুলো গোলে রূপান্তর করতে পারেন না, তখন সাধারণত ম্যাচ হারতে হয়। আমরা প্রথম ৪-৫ মিনিট ভালো শুরু করেছিলাম, কিন্তু তারা প্রথম গোল করার পর আমরা কিছুক্ষণের জন্য খেলা থেকে ছিটকে যাই। যখন আমরা আবার খেলায় ফিরে আসি, তখন আমাদের গোলরক্ষকের সঙ্গে একের পর এক পরিষ্কার সুযোগ ছিল।'' তিনি আরও বলেন, ''আপনি যদি গোল না করেন, তবে থাইল্যান্ডের মতো দল, যাদের খেলোয়াড়রা জাপানের মতো প্রতিযোগিতায় খেলে, তারা সুযোগ কাজে লাগায়।

তাদের দ্বিতীয় গোলটি ছিল অসাধারণ। আমরা ফ্ল্যাঙ্কে একটি বিপজ্জনক মুহূর্তে বল হারাই, যা তাদের কাউন্টার অ্যাটাকে বল পুনরুদ্ধার করে দুর্দান্ত গোল করতে সাহায্য করে। আমরা সবকিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু দ্বিতীয় গোলের পর ম্যাচ প্রায় শেষ হয়ে যায়।' থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মার্কুয়েজ বলেন, ''আপনি সবসময় আরও ভালো করতে পারেন। স্ব-সমালোচনা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। আমরা আজকের চেয়ে ভালো খেলতে পারতাম। ভারতীয় ফুটবলে সাধারণত শারীরিক সক্ষমতার ঘাটতি দেখা যায়। বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল সামগ্রিকভাবে ভালো অবস্থানে নেই, তবে আমি আমার খেলোয়াড়দের আজকের প্রচেষ্টার সমালোচনা করতে চাই না। এটি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে খেলার মতোই ছিল, সেখানে আমরা সমতা আনতে পেরেছিলাম। আজ আমাদের আরও পরিষ্কার সুযোগ ছিল, কিন্তু গোল না করলে প্রতিপক্ষ ভালো দল হলে তারা আরও গোল করতে পারত।'' ভারতীয় ফুটবল দল এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৫-এর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ জুন, ২০২৫-এ হংকংয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারের পর মানোলো মার্কুয়েজের দল এই ম্যাচে ফিরে আসার জন্য মরিয়া থাকবে। এই ম্যাচে ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হবে তাদের ক্লিনিক্যাল ফিনিশিং এবং শারীরিক দক্ষতা উন্নত করার।

ওডিশা এফসি-র বড় ধাক্কা! দল ছাড়লেন রয় কৃষ্ণা

ভুবনেশ্বর, ৫ জুনঃ ভারতীয় সুপার লিগ দল ওডিশা এফসি বুধবার একটি সোশ্যাল মিডিয়া বিবৃতির মাধ্যমে তাদের তারকা ফরোয়ার্ড রয় কৃষ্ণার দল ছাড়ার ঘোষণা করেছে। ফিজির এই কিংবদন্তি ফুটবলার ২০২৩-২৪ মরসুমের আগে বেঙ্গালুরু এফসি-তে সংক্ষিপ্ত সময় কাটানোর পর কলিঙ্গ যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। ওডিশায় এসে তিনি দ্রুত তার পুরনো ফর্ম ফিরে পান এবং মরসুম শেষে ১৩টি গোল ও তিনটি অ্যাসিস্টের মাধ্যমে দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ওডিশা এফসি-কে লিগে চতুর্থ স্থান অর্জন করতে এবং প্লে-অফের সেমিফাইনালে পৌঁছাতে সহায়তা করে। রয় কৃষ্ণার নেতৃত্বে ওডিশা এফসি কলিঙ্গ সুপার কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ফাইনালে পৌঁছে। এছাড়াও, ক্লাবটির প্রথম এএফসি কাপ অভিযানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যেখানে দলটি নকআউট পর্বে উঠতে সক্ষম হয়। তবে, ২০২৪-২৫ মরসুমে কৃষ্ণার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল। তিনি মাত্র নয়টি ম্যাচে অংশ নিয়ে তিনটি গোল করেন। নভেম্বরে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে একটি অ্যাওয়ে ম্যাচে লিগামেন্টে চোট পাওয়ার কারণে তাকে পুরো মরসুমের বাকি অংশের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হয়। ওডিশা

এফসি তাদের বিবৃতিতে রয় কৃষ্ণার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রয় কৃষ্ণা, একজন কিংবদন্তি, যার পদচিহ্ন কলিঙ্গের স্ট্যান্ডে চিরকাল প্রতিধ্বনিত হবে। আমাদের সঙ্গে আপনার যাত্রা ছিল অসাধারণ ও অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রতিটি গোল, প্রতিটি লড়াই এবং সমর্থকদের প্রতিটি উচ্ছ্বাসের মাধ্যমে আপনি আমাদের এমন স্মৃতি দিয়েছেন যা আমরা কখনো ভুলব না। এমনকি চোট আপনাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, আপনার প্রতিশ্রুতি কখনো টলেনি। আপনি প্রতিটি প্রশিক্ষণ সেশনে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়েছেন, মনোযোগী ও হৃদয় দিয়ে খেলেছেন। আপনার এই নীরব শৃঙ্খলা ও যোদ্ধার মনোভাব আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং একজন সত্যিকারের কলিঙ্গ যোদ্ধার প্রতিনিধিত্ব করেছে।' রয় কৃষ্ণার ওডিশা এফসি-র হয়ে অবদান শুধুমাত্র মাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা এবং দলের প্রতি অঙ্গীকার তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে। তিনি মাঠে এবং মাঠের বাইরে তার শান্ত ও মনোযোগী মনোভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন। এমনকি চোটের সময়ও তিনি দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রশিক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তার এই নিষ্ঠা ওডিশা এফসি-র সমর্থকদের মধ্যে তাকে একজন প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

কন্সেইসাও-রোনাল্ডোর গোলে জার্মানিকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

প্রথমার্ধে বিবর্ণ পারফরম্যান্সের পর গোল হজমের ধাক্কা। সেখান থেকে কী দুর্দান্তভাবেই না ঘুরে দাঁড়াল পর্তুগাল। বদলি নেমে চোখধাঁধানো এক গোল করলেন ফ্রান্সিসকো কন্সেইসাও। কয়েকটি সুযোগ নষ্টের পর জালের দেখা পেলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। জার্মানিকে তাদের মাঠেই হারিয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের ফাইনালে উঠল রবের্তো মার্তিনেসের দল।

মিউনিখ, ৫ জুনঃ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে জিতেছে প্রতিযোগিতাটির প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফ্লোরিয়ান ভিরজ জার্মানদের এগিয়ে নেওয়ার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে পর্তুগিজরা। টানা পাঁচ হার এবং প্রায় ২৫ বছর পর জার্মানিকে হারাতে পারল পর্তুগাল। এর আগে সবশেষ জিতেছিল ২০০০ সালের ২০ জুন, ইউরোর গ্রুপ পর্বে ৩-০ গোলে। ওই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে আজও দেশের ফুটবলে স্মরণীয় হয়ে আছেন সের্জিও কন্সেইসাও। বদলি নেমে গোল করে এবারের জয়ে বড় অবদান রাখলেন তার ছেলে ফ্রান্সিসকো কন্সেইসাও। ম্যাচ-সেরার পুরস্কারও জিতলেন ২২ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। প্রথমার্ধে গোলের জন্য চার শটের কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারা পর্তুগাল বিরতির পর শট নেয় মোট ১৩টি, যার পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। আর প্রথমার্ধে সাত শটের চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারা জার্মানি দ্বিতীয়ার্ধে শট নিতে পারে মাত্র দুটি! চার দিন আগে এই মাঠেই ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পাওয়া চার জন আছেন এই পর্তুগাল দলে। একই মাঠে আগামী রবিবার জাতীয় দলের জার্সিতে শিরোপা জয়ের হাতছানি তাদের সামনে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে বৃহস্পতিবার আরেক সেমি-ফাইনালে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে জয়ী দল। চতুর্থ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় জার্মানি। তবে বক্সের ভেতর থেকে

ঠিকমতো শট নিতে পারেননি বায়ার্ন মিউনিখের মিডফিল্ডার লেয়ন গোরেটস্কা। দুই মিনিট পর দারুণ এক সুযোগ পান রোনাল্ডো। বাঁ দিক থেকে পেদ্রো নেতোর পাস বক্সে খুঁজে পায় আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড স্কোরারকে। কিন্তু দুর্বল শটে হতাশ করেন ৪০ বছর বয়সী তারকা, অনায়াসে ঠেকান গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। ১৯তম মিনিটে আলেকজান্ডার পাভলোভিচ পর্তুগালের বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে জার্মানি, পরক্ষণেই আলগা বলে অভিষিক্ত ২৩ বছর বয়সী স্ট্রাইকার নিক ভয়টেমাডের শট ঠেকান গোলরক্ষক দিয়োগো কস্তা। দুই মিনিট পর গোরেটস্কার জোরাল শটও দুর্দান্ত সেভে ব্যর্থ করে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে আরেকটি ভালো সুযোগ পান রোনাল্ডো। বাঁ দিক থেকে নুনো মেন্দেসের চমৎকার পাসে ছুটে গিয়ে দূরের পোস্টে ঠিকমতো পা ছোঁয়াতে পারেননি তিনি। পরের মিনিটেই ঘরের মাঠের সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে এগিয়ে যায় জার্মানি। জাতীয় দলের হয়ে শততম ম্যাচ খেলতে নামা জসুয়া কিমিখ ডি-বক্সের বাইরে থেকে পায়ের টোকায় ডিফেন্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে ক্রস বাড়ান, আর হেডে জালে পাঠান ভিরজ। সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকেনি জার্মানদের। বরং পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে তাদের স্তব্ধ করে দেয় পর্তুগাল। ৫৮তম মিনিটে বদলি নামার চার মিনিট পরই দুর্দান্ত গোলে সমতা ফেরান ফ্রান্সিসকো কন্সেইসাও। রুবেন দিয়াসের পাস প্রায় মাঝমাঠে ডান দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি পেয়ে, এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে এগিয়ে যান তিনি, ২০ গজ দূর থেকে জোরাল শটে খুঁজে নেন ঠিকানা। এরপর দলকে এগিয়ে নেন রোনাল্ডো। বাঁ দিক থেকে মেন্দেসের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে শটে ফাঁকা জালে পাঠান তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডধারীর গোল হলো ১৩৭টি, আর এবারের নেশন্স লিগে আট ম্যাচে সাতটি। জার্মানির বিপক্ষে তার কেবল দ্বিতীয় গোল এটি। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট বাকি থাকতে দুর্দান্ত ডাবল সেভে জার্মানির আশা জিইয়ে রাখেন টের স্টেগেন। কাছ থেকে দিয়োগো জটার শট ঠেকানোর পর কন্সেইসাওয়ের প্রচেষ্টা রুখে দেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ে জটার আরেকটি শট তিনি ফিরিয়ে দেওয়ায় ব্যবধান বাড়েনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com